দাম্পত্য-চিত্র।

"শিক্ষা-সঙ্কট" (বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত) ও "জ্ঞান-দীপিকা" প্রণেতা

শ্রীক্ষিতিনাথ দাস প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মণ্ডল।

৭নং শাঁখারিটোলা লেন, বহুবাজার, কলিকাতা।

মাঘ, ১৩১৪।

মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

কুন্তলীন প্রেস।
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত।
৬১ ও ৬২নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ-পত্র।

বঙ্গ-কবিকুলনিধি শ্রীমধুসূদন!
অধম এ দীন কবি নমে পদাম্বুজে।
উর অনুগামী দাসে!—যে মধুঝঙ্কারে
বিমোহিলে "গৌড়জনে", কাব্যের কাননে
তেমতি ঝঙ্কার তুলি,' অভিনব গান
গাহিবারে সাধ মনে। আর নিবেদন,—
স্বরগ-গবাক্ষ তব বারেকের তরে
করি' উন্মোচন দেব, এ ক্ষুদ্র প্রয়াস—
(প্রথম প্রয়াস!)—তব দীন অর্চ্চকের
করিয়া গ্রহণ, ধন্য কর আজি তা'রে!
"গৌড়"-কুলবধূ তরে গাহিলাম আজি
যে "যোশী"-সঙ্গীত আর্য্য, যুগযুগান্তরে
হ'বে না অনভিনব—আশা আছে মনে।
আশীষ এ দাসে আশা ফলে তা'র যেন!

—:*:—

বিজ্ঞাপন।

দাম্পত্যচিত্র স্বাধীনতাচিত্র ও মহত্ত্বচিত্র প্রভৃতি কয়েকখানি চিত্র সংযোগে একখানি "চিত্র" কাব্য প্রণয়নে সাধ ছিল। বর্ত্তমানে সে সাধ পূর্ণ হইল না। সাধ পরিতৃপ্তির আশা ভবিষ্যতের অঙ্কে ন্যস্ত রাখিয়া অদ্য অবসর লইলাম।

দ্বিতীয় বক্তব্য—পৌরাণিক চিত্রে 'অর্জ্জুনের ব্রহ্মচর্য্য' চিত্রটী আমার ছাত্র-জীবনের অঙ্কিত চিত্র; যদি তাহাতে কোনও ভ্রম-প্রমাদ থাকে, তজ্জন্য পাঠকগণের নিকট আমি মার্জ্জনার ভিখারী রহিলাম। ভ্রমপ্রমাদ আছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য বা তাহা সংশোধনের জন্য আয়াস স্বীকার করিতে পারি নাই; ব্যস্ততাও বটে, অনিচ্ছাও বটে। অতীত স্মৃতি—সুখের;—কে স্বেচ্ছায় তাহা মুছিয়া ফেলিতে প্রয়াসী হয়? একারণ বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের কোনও যোগ্যতর হস্তে উক্ত চিত্রটী অঙ্কনের ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম। অলমিতি।

বিনীত বশম্বদ

কবি।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
পৌরাণিক চিত্র।	
লক্ষ্মণের প্রতি উর্ম্মিলা … … …	১
অর্জ্জুনের ব্রহ্মচর্য্য …	৭
ঐতিহাসিক চিত্র।	
নরোজায় যোশীবাঈ … … …	২০
আধুনিক চিত্র।	
জুড়াইবে হাড় … …	৯১
স্বামিবিরহে কুলীন যুবতী … …	৯৩
এসনা ললনে … …	৯৫
কোন্দলে "কুলের কথা" … … …	৯৭
বিসর্জ্জন … …	১১২
ঠা'ন্ দি ও নাতিনী … …	১১৩
'ছুটীর কথা' … …	১১৮
"তুমি ও আমি" … … …	১২০
এস মৃত্যু … …	১২৪
পরিশিষ্ট।	
প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব … … …	১৩২

পৌরাণিক চিত্র।

লক্ষ্মণের প্রতি ঊর্ম্মিলা।

অগ্রজ-পদারবিন্দ সেবি' নিরবধি,
আনন্দে হে অরিন্দম, গহন কাননে—
পর্ব্বত-কন্দরে—দূরে গোদাবরী-তটে—
ফিরিতেছ মনোসুখে! অযোধ্যা-ভবনে
হেথা, রাজ-কুলবধূ অভাগী ঊর্ম্মিলা
—(রাজ-অবরোধ-কারা-রুদ্ধ-বিহঙ্গিনী!)—
বিরহ-বিষাদে ডুবি' কাঁদে নিরবধি—
পড়ে না কি মনে তব?—এত কি কঠোর—
পাষাণ নির্ম্মম এত—বীরের হৃদয়?
গুণসিন্ধু তুমি নাথ:—অধীরা রমণী
(বিরহ-বিধুরা!)—তা'রে ক্ষম নিজগুণে।—
না'জানে অবোধ নারী শাস্ত্রের কাহিনী;—
কহ তুমি, এ অধিনী কোন্ অপরাধে
বঞ্চিতা কুশল-বার্ত্তা—সুধালিপীলাভে—
এত কাল! অরুন্তুদ বিরহ-অনলে
জ্বলি নিত্য! তবু যদি মঙ্গল-বারতা—
সুখে আছ, এ কাহিনী—পাই মাঝে মাঝে,
জুড়ায় বিরহ-দগ্ধ হৃদয়ের জ্বালা!—
জুড়ায় পরাণ!—তাহে কেন শূরমণি

বঞ্চিতেছ অধিনীরে?—এ কি শাস্ত্র-নীতি?—
সুধাকর! সুধাদানে চকোরীরে তব
বাঁচাও!—নতুবা নাথ—উর্ম্মিলা-বল্লভ!
অচিরে উর্ম্মিলা তব—এ চির অধিনী—
মরতের লীলাখেলা সাঙ্গিবে নিশ্চয়!
কি ক'ব তোমারে আমি?—কত কথা বুকে—
কত স্মৃতি—জাগি' উঠে,—কি কাজ কহিয়া?
রুদ্ধ মরমের দ্বার তোমার সকাশে
খুলিয়া, ব্যথিতে তোমা নাহি চাহি আজি!
ভিক্ষা শুধু—রক্ষ মোরে সুধালিপি-দানে।
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে লইয়া ক্রন্দন
উর্ম্মিলা লভিল জন্ম! কাঁদিয়া উর্ম্মিলা
কাটাইবে এ জীবন! কিন্তু প্রাণেশ্বর!
দয়ার্দ্র হৃদয় যা'র, সে কি নাহি কাঁদে
নিরখি' বিষাদ-অশ্রু অবলা-নয়নে?
কোথায়—কেমনে আছ—জানিব কেমনে?
রাজার কুমার তুমি:—ভ্রমিতেছ এবে
হয় ত শার্দ্দূল-সিংহ-বরাহ-সঙ্কুল
কণ্টক-জড়িত-গুল্ম-নিবিড়-কাননে—
বন্ধুর পার্ব্বত্যপথে!—হায় গো কেমনে!
'অনাহারে—অনিদ্রায়'—আরো কি শুনিনু!—
ভীষণ কাহিনী শুনি শিহরে অন্তর!—
'অনাহারে—অনিদ্রায়!'—বিদরে পরাণ!—
অনাহারে অনিদ্রায় হৃদয়-বল্লভ

ফিরিছেন বনে বনে বিরসবদনে
—বিশুষ্ক !—ভাস্কর হায়, ম্লান রাহুগ্রাসে !—
হেথা শুষ্কিতেছে ধীরে ঊর্ম্মিলা-নলিনী !
একবার ফিরে এস ! বারেকের তরে—
মুহূর্ত্তের তরে শুধু !—যাও দেখা দিয়া !—
বারেক হেরিব শুধু সে ত্রিদিবহাসি—
শুধু দু'টীকথা ক'য়ে চলে যেও পুনঃ !—
না সাধিব ধরি পদে—থাকিতে আবাসে—
অযোধ্যায় !—অসাধ্য কি হে ধীমান্ তব ?
কাতর কাঁদিছে মনঃ কত অহরহঃ
কে জানিবে—কে বুঝিবে—জানাইব কা'রে !
আকুল বেদনা মাখা উষ্ণশ্বাস কত
নৈশ সমীরণে ধীরে মিশি যায় দূরে
নিত্য নিত্য, বর্ণিতে তা' না চাহে অভাগী !
যায় দিন—মাস—পুনঃ বর্ষ ফিরে আসে,
বরষা-নিবিড়মেঘ ঢালে জলধারা
অবিরল !—অবিরল ঝরে আঁখি মম !
শরতের চন্দ্র হাসে বিমল আকাশে,
রক্তকুমুদিনী হাসে চারু উপবনে—
সুনীল সরসিবক্ষে, কাঁদে শুধু বসি'
অভাগী ঊর্ম্মিলা তব বিনিদ্রনিশায় !
আসে শীত,—প্রখরতা জানায় তাহারে !
পশে সে বসন্ত যবে প্রকৃতি-ভবনে
শ্বাসিয়া সুরভি স্নিগ্ধ সুমন্দ মালয়,

আকুল কোকিল কুহু গাহিয়া গাহিয়া—
কত যে বেদনা তুলে প্রণয়-জগতে,
হে প্রণয়ি, দেখ ভাবি', কি কাজ বর্ণনে ?
যা'ব শুকাইয়ে ধীরে ফিরিবেন যবে
এ আবাসে—না রহিবে চিহ্ন ঊর্ম্মিলার !
ভ্রাতাভ্রাতৃজায়া সনে ত্যজেছিলা যবে
এ পুরী, অধীর কত কাঁদিনু বিষাদে
নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে পশি',—উপাধান মম
নেহারিলে, আজো তাহা পড়ে মম মনে।
কিন্তু বৃথা !—বৃথা মম এ বর্ণনা যত !—
বৃথা মনোব্যথা তব করা উৎপাদন।
দ্বিতল অলিন্দপরে বিনিদ্রনিশীথে
কত দিন দাঁড়াইয়া, আঁধার-গগনে
চেয়ে রই শূন্যপ্রাণে নক্ষত্রমণ্ডলে
স্নিগ্ধোজ্জ্বল !—চেয়ে থাকে তা'রা মোর পানে-
বিষাদ-সহানুভূতি-অনিমিষ-চোখে !
অনাহারে অনিদ্রায় কাটাইছ বনে—
ভরদ্বাজ মুখে শুনি' সখী চন্দ্রলেখা
কহিলা বিষাদে মোরে;—শুনিয়া বিষাদে
কত যে কাঁদিছে মনঃ মম নিরবধি—
কি জানা'ব !—মনে মনে পুড়ি এ বিরলে !
উড়িবার সাধ্য যদি বিহঙ্গের মত
দিতা বিধি—সাধ হয়, অধীর পরাণে—
এখনি উড়িয়া গিয়া পড়িতাম পদে !

লক্ষ্মণের প্রতি উর্ম্মিলা।

বারেক হেরিতে সাধ শুধু মুখখানি—
কহিবারে দু'টী কথা!—কিন্তু প্রাণাধিক,
সে সাধ মিটা'তে বিধি কি দিলা শকতি!—
আসিবে কি এ আবাসে দিবসের তরে?
  কিম্বা, না—না!—কাজ নাই ফিরিয়া আবাসে!—
কাজ নাই ফিরি' নাথ!—মুহূর্ত্তের তরে
উপাস্য অগ্রজে তব অগ্রজারে মম
ফেলিয়া গহন বনে (বিজন ভীষণ!)—
কাজ নাই ফিরি' তব। ধরম-করম-
কর্ত্তব্য—স্বামীর যাহা, ছায়াস্বরূপিনী
অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী পত্নী পালিবে যতনে।
হৃদয়-দেবতা তুমি!—আনন্দ-হরষ
যাহে তব, হ'বে তা'ই উর্ম্মিলার তব
আনন্দ-হরষ-হেতু!—কাজ নাই নাথ,
বাহ্য-দরশন-দানে তৃষিত আঁখিরে
উর্ম্মিলার!—রেখেছে সে মানস-আঁখিতে
সুস্পষ্ট মূরতি তব দিবস-রজনী।
  তা'ই বলি, কাজ নাই ফিরি' অযোধ্যায়!—
দিনু আমি সমর্পিয়া স্বামী প্রাণাধিকে—
ভাশুর-দিদির পদে—বর্ষ চতুর্দ্দশ!
দিলাম আহুতি মম যৌবন-বাসনা
তাঁ'দের মঙ্গল যজ্ঞে। অজ্ঞান বালিকা,
বিজ্ঞ তুমি;—স্বার্থত্যাগ শিখায়েছ মোরে।—
সর্ব্বস্ব-ত্যাগিনী আমি পরের কারণে!

কি ক'ব ?—কি আর আছে কহিবার মম ?
শুধু এ মিনতি পদে,—অন্যায় কারণে
পীড়িও না দেহ তব। "ধর্ম্মের সাধনে—
দেহই প্রধান"—ইহা চির শাস্ত্র-নীতি।
বিজ্ঞ তুমি, না বুঝিনু অবজ্ঞিছ কেন
সে নীতি ! মিনতি নাথ, রেখ উর্ম্মিলার।
বিদায় লইল দাসী আজি পদযুগে।



অৰ্জ্জুনের ব্রহ্মচর্য্য।

(অস্ত্রশিক্ষাতরে স্বর্গ-প্রবাসী অর্জ্জুন-ভবনে নিশীথে উর্ব্বশী।)

অর্জ্জুন। (পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান পুরঃসর অভ্যর্থনার্থ দণ্ডায়মান।)
নমি দেবি পদাম্বুজে! অর্জ্জুনের আজি
সৌভাগ্য! নতুবা কেন এ অযোগ্যাগারে
(নরের!) অমরাবাঞ্ছা পদার্পণ হেন!—
উজল এ মর-গৃহ অমরের পুরে!

উর্ব্বশী। (কাতর স্মিতমুখে)—
নমি ও পাঞ্চালীপূজ্য চরণ-রাজীবে!

(উভয়ের পর্য্যঙ্কে উপবেশন।)

অ। (স্বগতঃ)—
এ'কি ভাব? এ কি রঙ্গ? কেন হেন বেশে?
কেন এ অকালে হেথা অপ্সরা-প্রধানা!
(প্রকাশ্যে)—
রক্ত-কুমুদিনী-আভ ও রাঙ্গা চরণে
জানা'তে এ দাস চাহে নিবেদন তা'র:—
আছে কি আদেশ কোন এ দাসের 'পরে?
কিম্বা কোন অভিলাষ? অথবা অপ্সরে,
বাসব কি এ অকালে আদেশিলা দাসে
পুনঃ কোন মহোৎসবে মাতিবার তরে?

অনন্ত 'আনন্দস্রোতঃ বৈজয়ন্তধামে
বহে জানি ;—কিন্তু নারি বুঝিবারে আজি
কেন বা অমরা-বাঞ্ছা বারতা-বাহিনী !
মৌনভাবে কেন দেবি ? কোন্ অভিলাষে
নির্জ্জনে অর্জ্জুনাগারে ? কেন পদার্পণ
এ অকালে ? এ রহস্যযবনিকান্তরে
ক্ষুদ্রধী অর্জ্জুন—(নর !)—পশিবারে নারে :
কহ শুনি ! সংশয়ের তরঙ্গ প্রবল
প্লাবিল অন্তর মম ! স্বেদবিন্দু কেন
(মুকুতাফলের ন্যায় !)—ও চারু ললাটে ?
কেন বা কাতর আঁখি ?—দেবতার বেশে
দানবেন্দ্র কোনও ত ও রূপ-তৃষায়
পশে নাই ছদ্মবেশে বাসবের দেশে ?
যে দানব আজি তোমা বৈজয়ন্তপথে
এ নিশায় অসহায়া পাইয়া বিরলে,
সবলে হরিতে চায় সে রতন তব—
বিভূষিতা সদা যাহে ত্রিদিবের বালা ?—
লজ্জা-ভয়-ঘৃণা-রোষে তা'ই কি ত্বরিতে
পরন্তপ পার্থ কাছে ?—শাসিতে পাপীরে ?
নহে অসম্ভব !—সদা বিদিত জগতে—
পশ্বাধিক উন্মত্ত—কামান্ধ পামর।
সে পামরবৃন্দচ্ছায়া-মুহূর্ত্ত-পরশে,
কুসুম-কোমল-প্রাণা রমণী-সমাজ
তরাসে কাঁপিবে প্রাণে,—নহে অসম্ভব !—

বুভুক্ষু শার্দ্দূল-রবে কাঁপে কুরঙ্গিনী!
কহ ত্বরা—কি বিপদে জড়িতা উর্ব্বশী
মাতৃ সমা; সব্যসাচী ধরে না গাণ্ডীব
বৃথায়! বৃথায় শৌর্য্য অর্জ্জুনের ভুজে—
অনির্জ্জিত রহে যদি অনার্যসমাজ!

উ। নির্বোধকল্পনারাশি আলিঙ্গিছ বৃথা—
ফাল্গুন!—সলজ্জা যে, লাজের সাগরে
ফেলি' তা'রে, কি পৌরুষ পুরুষপ্রবর!
শরমে মরিয়া যাই—কহিতে সে কথা—
হে পার্থ!—অতিথি আমি আজি এ নিশীথে!
বুঝি লও—আছে বোধ—বুদ্ধিমান তুমি।

অ। (স্বগতঃ)—
কি রহস্য?—বুঝিবার সামর্থ্য কোথায়?—
* * * *
(প্রকাশ্যে)—
বুঝিতে সামর্থ্য নাই!—কহ দেবি, তুমি—
কহ দেবি! আবরিছ কেন মনোভাব
জুগোপিষা-আবরণে? অজ্ঞান অর্জ্জুনে—
একি রঙ্গ! ছলনা কি? কেন হেন বেশে!—
ধন্যা এ অমরাবতী যে মধুর রূপে,
অমরার অলঙ্কার! দিগ্‌দিগন্তরে
ল'য়ে যায় যশোবায়ু যে রূপসৌরভ,—
বিমোহিতে দেব-নর-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে—
কেন বৃথা কহ আজি, হে চিরযৌবনে!

বিলেপন এত তা'য় সৌগন্ধ-সম্ভার ?
কহ, হে পদ্মোদরাভে ! মোহে দেব-আঁখি
কমনীয় যে বরাঙ্গ সৌন্দর্য্য-বিভায়,
কেন বৃথা এত তা'য় ভূষণ-বন্ধন ?—
মুকুতা-হীরক-পান্না-মণি-তামরসে
কেন জড়াইলে তা'রে কুসুম-কোমল !—
কঠোর নিঠুরা তুমি !—দেখনা চাহিয়া
সৌন্দর্য্য-উজ্জ্বলতর-আভারাশি-কোলে
মলিন নিষ্প্রভ তা'রা ! কবে সরোবরে
কমলের পাশে হাসে কুমুদ কুসুম ?
শশাঙ্ক আকাশে যবে হাসে, সুহাসিনি,
কে দেখে তারকা-হাসি বারেক চাহিয়া ?
কেন কহ সুকেশিনি, পারিজাত ফুলে
রচি' মালা, পরিয়াছ উন্মুক্ত চিকুরে
আজি হেন অভিনব ? অমর-সভায়
হেরেছি তোমারে আমি নর্ত্তকীর বেশে,
বৃন্দারক-বিলাসিনি ! নাহি পড়ে মনে—
এ মত্ত মোহিনীরূপ ধরিয়াছ কভু !
কেন হেনসাজে আজি ? বিস্বচ্ছ দুকূলে
ইরম্মদ-জ্যোতির্ম্ময়-অঙ্গ আবরণে
কেন এ প্রয়াস বৃথা !—দীপ্ত হুতাশনে
কে কবে ঢাকিতে পারে অমরাবাসিনি,
ধূমজালে ? সাজিবারে এ মোহিনী সাজে
কেন কহ বিলাসিনি, জনমিল সাধ

আজি তব অকস্মাৎ? ভীত কি বাসব
ইন্দ্রত্ব-আকাঙ্ক্ষী কোন মুনীন্দ্রেরতপে?
তাপসেন্দ্র-তপোবল নাশিবার তরে
তা'ই কি, উর্ব্বশী আজি পশিবে মরতে?
মায়াময়ী তোমরা হে অমরা-বাসিনি!—
কি ছল বুঝিতে নারি,—শঙ্কা হয় মনে!

উ। (পরিহাস-স্মিতমুখে)—
যে রমণী পুষ্প-সম স্বভাব-কোমল,
তা'রে হেরি এত শঙ্কা জনমে ও মনে
অর্জ্জুনের! শৌর্য্যে যা'র দানব-মানব
সুরাসুর—ত্রিজগৎ কাঁপে থর থর!
উন্মত্ত-দানব-ছায়া-সন্ত্রাসিতা তবে
কেমনে বুঝিলে মোরে—আমি ত রমণী!
নাহি কোনও জন পার্থ, ত্রিজগৎ মাঝে—
—কোন দেশে—যা'র ভয়ে কাঁপিবে উর্ব্বশী!
মুহূর্ত্তে আমরা পারি হাসা'তে কাঁদা'তে—
বিমোহিতে—দেব-নর-গন্ধর্ব্ব-কিন্নরে!
কি ছার অসুর-দৈত্য-দানব-সমাজ!
তা'রা ত দাসানুদাস চিরদিন পদে!
যে আঁখি-কটাক্ষ-শর-অনল শিখায়—
দেবত্ব হারায় কত দেব অগণন!
যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্র কত হয় ভস্মীভূত!
কত রাজেন্দ্রের রাজ্য বিজন-শ্মশান!
সে আঁখি কাতর কেন পার্থের সাক্ষাতে

ধীমান্, বিচারি' তুমি দেখ ভাবি' মনে।
বুঝিবে হে সব্যসাচি, বুঝিবে তখন,—
কেন স্বেদ-বিন্দু ঝরে "এ চারু ললাটে
বুঝিবে,—নির্জ্জনে আজি হেন অসময়ে
এ বেশে উর্ব্বশী কেন পার্থের ভবনে!

অ। ক্ষম অপরাধ দেবি, ভ্রান্তধী সতত
আমরা মরতবাসী! বুঁঝিলাম আজি
উর্ব্বশী-স্বভাব-মুগ্ধ কেন দেবগণ!
বিদেশী (অতিথি সম) তোমাদের দেশে
ছিনু আমি এত দিন; এবে ফিরি যা'ব
মরতে—স্বদেশে, বুঝি তা'ই শিষ্টাচারে
তুষিবারে আসিয়াছ আজি এ নিশীথে!
নন্দনবনবাসিনি, নমি ও চরণে!

উ। স্বদেশ-প্রত্যাবর্ত্তন-বাসনা তোমার
শুনি' এ পরাণ কাঁদে! একথা শুনিতে,
অথবা তুষিতে তোমা শিষ্ট-সম্ভাষণে,
এ নিশীথে উর্ব্বশীর নহে আগমন।
ত্বরায় ফিরিবে দেশে—জানে না উর্ব্বশী।
তোমা সম গুণজনে সুরেন্দ্র-নন্দন,
বিদায়ের কালে মোরা শিষ্টসম্ভাষণে
তুষিবারে না'হি জানি।—অশ্রুধারে শুধু
নীরবে ধোয়াই বসি' ও পদ যুগল,
কুন্তলে মুছাই পুনঃ।—বিরহ-ভাবনা
ব্যথা দেয় বুকে তা'ই ফুটেনা রসনা!

অভিমানিনীর ব্যথা কে বুঝে জগতে ?
প্রিয়শীল সব্যসাচি—প্রিয় দরশন—
প্রিয়তম ! অভিমান-অভিনয় যদি
হেরিবারে কভু সাধ নাহি জাগে মনে,
পুনঃ কহিওনা আর বিদায়ের কথা !

কত সাধনার ফলে আমাদের দেশে
পশে নর মৃত্যু-শেষে ! সশরীরে তুমি
পশিয়াছ পুণ্যফলে। কেন ফিরি' যা'বে
মরতে স্বদেশে তব ?—মৃত্যু জরা ব্যাধি
যে দেশের নিত্য ভূষা ! এ হেন স্বদেশে
ফিরি' যাইওনা আর ! কি কাজ ফিরিয়া !
দুঃখ শোক যে দেশের নিত্য-সহচর,
এড়াতে পারিলে তা'য়, আছে কি ফিরিতে !
আর যেওনাক ফিরি'। কৃষ্ণার বিরহে
কাতর হয়েছে মনঃ ?—অর্জ্জুন-চরণে
হেথা চিরদাসী হ'বে অপ্সরা উর্ব্বশী।
নির্ব্বাপিত হ'বে না কি বিরহ-অনল ?

হেন নিসর্গের হাসি পাইবে কোথায়
মরতে তোমার—পার্থ ! ভা'বি দেখ মনে।—
গাহে কি বসন্ত-দূত মরত-নিবাসে
বারমাস মধুস্বরে যেমতি হেথায় ?
ফুটে কি কাননে ফুল তোমাদের দেশে
এমনি সৌরভ দিগ্‌দিগন্তে ছুটা'য়ে—
নিরবধি ? বহে কি গো সমীরণ সেথা

প্রফুল্ল গোলাপ-গন্ধ চুম্বি অহরহঃ
বিহ্বল সুমন্দগতি ? আনন্দ অন্তরে
সে দেশে কি মধুস্বরা (বিহঙ্গম স্বরে)
সুচারুহাসিনী ঊষা জাগায় প্রত্যুষে—
প্রত্যহ এ দেশে যথা ? সাজে কি রজনী,
কোনদেশে হেনসাজে মরত-মাঝারে ?
নিত্য দিবাকাশভালে জ্বলে অংশুমালী
আর কোন্ দেশে পার্থ, - যেমতি হেথায়
অনতিশীতোষ্ণ করে ? মরত-গগন
হেন স্নিগ্ধ অংশুমালী হেরেছে কি কভু ?
হেথায় নগেন্দ্র-বালা মন্দাকিনী-তলে
শ্যামকান্তি-শিলাদল-বাঁধা— সমতল
আস্তরণ বিস্তারিত ! মর্ম্মর-গ্রথিত
দিব্য-উপকূলে শোভে নন্দন-কানন !
কোথা বা অনন্তায়ত হরিৎ প্রান্তর !
কোথা বা তমাল-শাল-নিবিড়-বিজন !
কোথা বা শীতল-পয়ঃ বনপ্রস্রবণ !
হেন নদী-নদীতট-প্রকৃতির হাসি
মরত-নিবাসী কভু পায় কি হেরিতে ?
কি সুখে মরত-দেশে কহ তবে আর
ধীমান, প্রত্যাবর্ত্তন-বাসনা তোমার ?
নহি মায়াবিনী পার্থ !—যক্ষের নন্দিনী।
"নন্দনবনবাসিনী" না জানে চাতুরী—
রঙ্গিনী রাক্ষসী নহে—না জানে ছলনা।

ঊর্ব্বশী দাসী হে পার্থ, ওপদরাজীবে!
রক্ষ তা'রে প্রাণেশ্বর! কি আর কহিব?

অ। (স্বগতঃ)—

যেন কি সঙ্কট গাহে আবাহনগীতি!
কিন্তু ধিক, বৃথা ভয়! পালিব যতনে—
"সম্পদে বিপদে চির ধর্ম্ম—সম্বল"
অগ্রজের উপদেশ। কি ভয় বিপদে?

(প্রকাশ্যে)—

ও কি কথা? ও অযথা সম্বোধন কেন
অমরা-মুকুট-মণি? "কুলের জননী"—
শুনেছি পার্থের তুমি! জান তথ্য তুমি;—
তবে কেন কহ দেবি, অশাস্ত্রীয় পথে
বিচরণে এ প্রয়াস? না জানে ছলনা
নন্দনবনবাসিনী যদি, তবে কহ,
কহ মাতঃ—কহ সত্য—হে কুল জননি,—
কি কারণে এ অকালে আগমন তব?
কেন বা অর্জ্জুনে হেন অধর্ম্ম-সঙ্গত
অনুরোধ? সাধি মাতঃ বঞ্চিও না দাসে!
জননী ও জন্মভূমি বিদিত জগতে
"স্বর্গাদপি গরীয়সী!" অবিদিত নহে
এ কথা অধম পার্থে। নহে অবিদিত
কিম্বা তব বিজ্ঞতমে! তবে কি কারণে
কহ, নিবারিছ মোরে স্বদেশ-গমনে!

উ। অতিথি উর্ব্বশী আজি পার্থের দুয়ারে!
প্রত্যাখ্যানে ফির'বে কি প্রার্থনা তাহার!—
পূরাবেনা মনোরথ!—কেন হে ফাল্গুন,
অজ্ঞান-শাস্ত্রীয়কথা বাধা তব পথে?
ধর্ম্মপত্নী নহি কা'রো কভু—কোনও দিন,
আমরা অপ্সরাবৃন্দ! কুলের জননী
কেমনে তোমার তবে? রাজা পুরুরবা
অথবা বংশজ তাঁ'র পুরুষপ্রবর,
কিম্বা ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু—যে কেহ জগতে,
সকলেরই এ উর্ব্বশী, রম্ভা-তিলোত্তমা,
অথবা মেনকা—পার্থ!—সবে সমভাবে
ভজি' মোরা—ব্যবসায়-ব্রত আমাদের!
করোনা হতাশা মম বিলাস-লালসা
বীভৎস্য!—ও রূপগুণে অতুল তোমার
অধীর আসক্ত আমি তোমা' মনে মনে—
অনঙ্গ বশতাপন্ন!—রক্ষ অঙ্গনারে!

অ। (সবেগে পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান পুরঃসর)—
অসাধ্য তা'—অসম্ভব! মাতৃজ্ঞানে যাঁরে
নেহারিনু—সম্ভাষিনু মাতৃ-সম্বোধনে,—
তাঁ'র সনে পাপ-ক্রীড়া!—সাজেনা সুন্দরি!
বিশেষতঃ ধন্যবাদ দেব রাজ্যে তব!—
পারি না আমরা নর ধর্ম্মপত্নী বিনা
উপগত হ'তে অন্যে।—ভাবি মহাপাপ।
ক্ষম এ অধমে দেবি বাসব-লালসে!

উ। (সবেগে গাত্রোত্থান পুরঃসর—প্রস্থানকালে)—
তৃষাতুরে বারিধারা প্রদানে কৃপণ
অধম মানব!—ধিক্, অনার্য্য মানবে!
কিন্তু লও হে অর্জ্জুন, যে অভিনন্দন
দিলা মোরে—ফল তা'র!—পুরুষত্বহীন—
ক্লীব হ'য়ে—ভ্রমিবারে হইবে মরতে
রূপসী যুবতীমাঝে নর্ত্তকের বেশে
মানহীন! রক্ষিলেনা যেমতি আমারে
(মন্মথ-শর-পীড়িতা!) ক্লীব রূপে তুমি!
মানিনীর মান যথা—প্রার্থনায় তা'র
প্রত্যাখ্যানে—বিনাশিলে সব্যসাচি আজি!—
ঊর্ব্বশীর অভিশাপ ফলিবে নিশ্চয়!

[প্রস্থান।]

অ। (স্বগতঃ)—
অনার্য্য মানব? কিম্বা অনার্য্য—দেবতা!—
কে জানে!—এখনো কিন্তু বিবেক-আলোকে
হেরি স্পষ্ট,—যে বীভৎস লাম্পট্য-দূষিত
এ স্বর্গ—নরক-কীট-ঘৃণ্যেরও ঘৃণিত!—
হেরি স্পষ্ট,—ব্যভিচার—অনার্য্য সতত্ব,
অধম নীচতা তাহা—ঘৃণিত-পাতক!—
হোক্ তা' মানবে দেবে কিম্বা অপ্সরায়!—
অপ্সরা—ঘৃণিত নীচ স্বর্গ-বারাঙ্গনা!—
তা'র ও অভিসম্পাতে ডরিনা পরাণে!

ঐতিহাসিক চিত্র।

(ন'রোজায়—যোশীবাই)।

নিবেদন।

(১)

বড় সুখে অঙ্কিত করি নাই ;—অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়া আক্‌বরের চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। যে মহানুভব সম্রাটের ক্ষমা উদারতা মহত্ত্ব ও প্রজাবাৎসল্য অতুল ও অননুভবনীয় ছিল, তাঁহার চরিত্রের ইন্দ্রিয়-সুখ-লিপ্‌সার ঘৃণিতদৌর্ব্বল্য লেখনীতুলিকায় অঙ্কিত করিতে সাধ ছিল না ;—তবে অঙ্কিত করিলাম কেন ?—হায়, এ কথার কি উত্তর দিব ?

কেন টড্‌কৃত রাজস্থানের ঐতিহাসিকচিত্রে নেত্রপাত করিয়াছিলাম ?—কেন আমি রঙ্গমঞ্চে প্রতাপসিংহ অভিনয়ে যোশীবাই-চিত্র সন্দর্শন করিয়াছিলাম ?—কেন ঐতিহাসিক চিত্রের সহিত অভিনীত চিত্রের অসামঞ্জস্য দর্শনে আমার মন কাঁদিয়াছিল ? পাঠক, আমি আর কি কৈফিয়ৎ দিব ? কৈফিয়ৎ দিবার—উত্তর দিবার—আমার আর বিশেষ কিছুই নাই ; তবে হিন্দুরমণীর একটী আদর্শ-চিত্র-অঙ্কনের সাধ মনোমধ্যে বহুদিন হইতে গুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন ছিল, সে কথাটী না বলিলে, কিঞ্চিৎ মিথ্যাচারিতা পাপে আমাকে কলঙ্কিত হইতে হয় ; আমার তদ্‌বাসনা চরিতার্থতার জন্য আজ মহানুভব আক্‌বর-চরিত্রের কলঙ্কিত অংশটীমাত্র উন্মুক্ত করিতে হইল ; হায়, এতদপেক্ষা ক্ষোভের কারণ আর কি হইতে পারে ?

ক্ষোভের কারণ সন্দেহ নাই—কিন্তু সান্ত্বনার কি কারণ নাই ? চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, গোলাপে কণ্টক আছে, সাগরহৃদয়ে লবণাক্ততা আছে। মানবমনের চিরদৌর্ব্বল্য ও রূপজমোহ, অতিমাত্র স্বাভাবিক না হইলেও, স্বাভাবিক বটে ;—ভাগ্যবানের ভগবন্নিষ্ঠ সবলচিত্ত

ব্যতীত অন্যচিত্ত সে দৌর্ব্বল্য ও মোহ হইতে অব্যাহতি বা নিস্তার পায় না ;—কিন্তু সেরূপ ভাগ্যবান কয়জন ?—যুগযুগান্তরে সেরূপ কয়জন ভাগ্যবানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ?—সেরূপ ভাগ্যবানের ছায়াস্পর্শেও বুঝি মরমানুষ অমর হইয়া যায় ; সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতাণ্ডব বিদূরিত হইয়া শান্তির অমিয়সঙ্গীতে ভরিয়া উঠে। পাঠক, মনুষ্য-সমাজ কবে তদ্রূপ ভাগ্যবানে পূর্ণ হইয়া উঠিবে ?

আমার সান্ত্বনার আর একটী কারণ আছে ;—আমি আদর্শ সতীত্ব-চিত্র অঙ্কনে যথাসাধ্য সামর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হই নাই ; সমর্থ হইয়াছি কি না, সে কথা জানিবার জন্য আমার ব্যাকুলতা নাই। কারণ, "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি, কোঽত্র দোষঃ"—এই মনে করিয়াই আমি সুখস্বপ্নশয্যায় আশ্রয় লইতে পারিব।

(২)

"যোশীবাই"—খণ্ডকাব্য ; আশা আছে, ভবিষ্যতে পূর্ণ নাট্য-কাব্য "রাণাপ্রতাপ" লিখিয়া, খণ্ডকাব্য পূর্ণকাব্যে পরিণত করিব। বর্ত্তমান কাব্য সেই ভবিষ্য নাট্যকাব্যের অংশ মাত্র ; সুতরাং নাগরীয় "সাধারণ রঙ্গমঞ্চে" অভিনীত হওয়ার উপযোগী নহে, তথায় অভিনীত হওয়ার উপযোগী করিয়াও লেখা হয় নাই ; পাঠক কাব্য খানি পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। পাঠক দেখিতে পাইবেন তৃতীয় দৃশ্যটী অতি দীর্ঘ হইয়া গিয়াছে ;—কিন্তু কল্পনা যাহা দেখাইয়াছে, তাহাই অঙ্কিত করিয়াছি—এবার সে অঙ্কনের অনুমাত্র কমাইবার উপায় নাই ; ভবিষ্য নাট্যকাব্যের অনুরোধে যদি তাহা কমাইতে হয়, তখন কমাইব। কিন্তু পঞ্চম অঙ্ক যুক্ত তত বড় নাট্যকাব্য পল্লিগ্রামের "সখের রঙ্গমঞ্চে" অভিনীত হইতে পারুক বা

না পারুক, ভবিষ্য নাটকের এই খণ্ড খানি যদি অভিনীত হওয়ার সুযোগ পায়—তবে শ্রমসার্থক জ্ঞান করিব। দাম্পত্যজগৎ মধুময় করিবার পক্ষে বর্ত্তমান অঙ্কটীর অভিনয়ই যথেষ্ট মনে করি।

ভূমিকা।

"আক্‌বর স্বেচ্ছাক্রমে খোস্‌রোজ (আনন্দবাসর) নামে একটী মহোৎসব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহাই নৌরোজ। এই দিবসে মোগল রাজ্যের সকলেই আনন্দে উন্মত্ত থাকিত। এই দিবসে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্যাদি লইয়া, রাজপুত-ললনাগণ ও মুসলমান রমণীরা সেই মেলায় উপস্থিত হইয়া সেই সমস্ত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেন। সম্রাটপরিবারভুক্ত রমণীরা তন্মধ্য হইতে মনোমত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইতেন। ছদ্মবেশে সম্রাট্ (আক্‌বর) এই মেলায় উপস্থিত হইয়া, পণ্যদ্রব্যের প্রকৃত মূল্য অবগত হইতেন; রাজ্যের অবস্থাও রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের সম্বন্ধে কে কি মতামত প্রকাশ করে, গোপনে তাহাও জানিতেন।"

"এই উৎসবের মূলে যে একটী ঘৃণিত দুষ্প্রবৃত্তি-বীজ রোপিত ছিল, বুদ্ধিমানেরা সকলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আবুল ফজল নিজ গ্রন্থে সেই দুরভিসন্ধি গোপন করিবার জন্য অনেক কৌশল করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ভট্টগণের কাব্যগ্রন্থে সম্রাটের সমস্ত গুপ্ত অভিসন্ধিই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে কত অভাগিনী রাজপুত-ললনার পবিত্র সতীত্ব-রত্ন যে কুলাঙ্গার মুসলমান কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে,

কত পবিত্র রাজপুতকুলের মান সম্ভ্রম যে কলঙ্কস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে, ভট্টগ্রন্থে বিষাদের কালিমামণ্ডিত শোকাক্ষরে তাহা অঙ্কিত রহিয়াছে। আকবরকে সকলে "জগৎগুরু"—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরঃ" ইত্যাদি পবিত্র উচ্চ সম্মানসূচক উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু এই পাপময় কলঙ্কোৎসবের কথা মনে পড়িলে, মোগলকেতন সেই আকবরকে ঐ সমস্ত উপাধির যোগ্যপাত্র বলিয়া বিবেচনা হয় না ; বরং কপটতাপূর্ণ বিশ্বাসঘাতক নরপিশাচ বলিয়া তাঁহাকে ঘৃণা করিতে হয়।"

রাজস্থান—শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

"তাঁহার পাপ-প্রলোভনে অনেকেই বশীভূত হইয়া, আপনাদের কুলমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন। কেবল একমাত্র বীর-কবি পৃথ্বীরাজ আপন গুণবতী বনিতার পবিত্র সতীত্ববলেই আত্ম-কুলগৌরব অব্যাহত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, অপর কেহই তদ্বিষয়ে ক্ষমবান হয়েন নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণী মিবাররাজভ্রাতা শক্তসিংহের অন্যতম দুহিতা। রাজকুমারী যেরূপ উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তদনুরূপ উচ্চ গুণগ্রামে বিভূষিতা ছিলেন। তাঁহার তুল্য সর্ব্বগুণসম্পন্না ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী তৎকালে রাজস্থানের মধ্যে অতি বিরল ছিল। মোগলসম্রাট একদা এই খোস্‌রোজার অধিবেশন কালে মেলামধ্যে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে মিবার রাজকুমারীর সেই অনুপম সৌন্দর্য্যদর্শনে তিনি অতীব মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি প্রেমাসক্ত হইলেন এবং বিশ্রাম প্রকোষ্ঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আপনার পাপ বিলাসিতার পরিতৃপ্তির জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অনর্থকারিণী প্রবৃত্তির

মধ্যে দুইটী দুরভিসন্ধি সংনিহিত ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, ইহাতে তাঁহার কামলালসা চরিতার্থ হইবে, এবং তদ্দারা পবিত্র শিশোদীয়কুল কলঙ্কিত হইয়া যাইবে। এদিকে পৃথ্বীরাজপত্নী মেলা হইতে প্রত্যাগত হইবার সময় কোন এক কৌশলে একটী প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠ মধ্যে অবরুদ্ধ হইলেন। * * * তাঁহার সন্দেহ ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইতে লাগিল। এমন সময়ে এক দিকের দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীশ্বর কামকলুষিতনয়নে প্রেম-গদ্‌গদ ভাবে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। * * ঘৃণা রোষ ও জিঘাংসায় কুমারীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। * * ত্বরিতবেগে কটিদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিলেন।”—রাজস্থান।



যোশীবাই।

প্রথম দৃশ্য।

(নৌরোজায় যোশীবাই দর্শনের পর বিলাসকক্ষে আক্‌বর।)

আক্‌বর। (স্বগতঃ)—

বিধুরলালসাক্ষুব্ধ—লুব্ধ মধুকর—
এ মনঃ !—অধীর অহো, কাঁদিছে বিষাদে
সে চারু কুসুমাঙ্গনা-সম্ভোগের তরে !—
মুছা'ব মনের অশ্রু ;—ভবিষ্য-যাতনা
নরকে যা'—ডরি তা'য়, বহিব কেমনে
নীরবে এ জ্বালা আজি কাল-লালসার !—
আর একবার ! এই শেষবার মম।

*   *   *   *

স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের রশ্মি মানবের বুকে
জ্বালে কি অনল-জ্বালা ! প্রৌঢ়তাও অহো,
সৌন্দর্য্য-শাসনাধীন !—সৌন্দর্য্যের জ্বালা
এত জ্বালাইছে তা'রে ! সৌরকররাশি
পশে সে আকাশদেশে পশিতে মরতে,—
তাপেনা খপথ তাহে, জ্বলে মহী শুধু !—
আকাশ—স্বরগ, তাহে জ্বালা কি সম্ভব !—
পশিয়া সৌন্দর্য্যরশ্মি দেবতা-হৃদয়ে

জ্বালে না অনল-জ্বালা।—জ্বলে পাপী শুধু
সৌন্দর্য্যের সমাগমে। পাপাত্মা—মানব।—
সম্রাট্—মানব!—জ্বালা এড়া'বে কেমনে?—
পুনঃ পরনারী-স্পৃহা জ্বলিতেছে বুকে!

*　　*　　*　　*

কোমল লাবণ্যময়ী সুনবযৌবনা—
নহে ক্ষুদ্র!—ক্ষুদ্র ভাবি' যে মূঢ় মানব,—
গর্ব্বভরে ভাবি' দৃঢ় আপন অন্তর—
যায় পাশে—মিশে সদা—পরশে তাহারে—
সম্ভাষে বিরলে কিম্বা তা'য় সম্মিলিয়া—
জানেনা বিমূঢ়—তা'র নহে বহুদূর
পতন,—অতলস্পর্শী ধ্বংসের গহ্বরে!—
ভীষণ যাতনাময়!—মূঢ় ততোধিক
শতগুণে এ পামর! পররমণীর
সতীত্ব হরিনু কত উন্মত্ত হৃদয়ে!—
কি সুখ লভিনু অহো!—অশান্তি-যাতনা,
অনুতাপ, প্রেতভীতি—আতঙ্ক ভীষণ,
পাপ-পঙ্কিলতা শুধু—লইয়া অন্তরে
ফিরিয়াছি পুনঃ পুনঃ!—হাধিক্, তথাপি—
তথাপি মোহান্ধ মম ভাঙ্গিলনা নেশা!—
পুনঃ পাপপথে মনঃ ছুটিয়াছে আজি।
কোথায় সংযম-স্থৈর্য্য—ধৈর্য্য—জ্ঞান মম!
কোথা সে প্রতিজ্ঞা মম!—নহে বহু দিন—
ভেবেছিনু,—সুপবিত্র মহিমামণ্ডিত

ধর্ম্মের জীবন আমি করিব যাপন।—
স্থৈর্য্য-ধৈর্য্য-জ্ঞান মম—প্রতিজ্ঞা মনের—
তা' সব!—বিসর্জ্জি দূরে, চলিনু ভাসিয়া—
কোথায়!—কোথায়?—ধিক্!—পাপ ব্যভিচারে!

* * * *

বুঝি সব!—কিন্তু সাধ্য ফিরিবারেকোথা?
তৃপ্তি—মরীচিকা অহো, পাপ-লালসার!
তৃপ্তির কোথায় তৃপ্তি?—হা ধিক্ আমারে!

(বিশ্বস্তা বাঁদী গহরজানের প্রবেশ—গহরজান
তস্‌লীম পুরঃসর দণ্ডায়মান।)

আক্‌বর। কি নাম?—কাহার রাণী?—কা'র কুলবালা?
গহরজান। বিকানীর-রাজানুজ কবি পৃথ্বীরাজ;—
রাণী-তাঁ'র সে ললনা, শুনিনু সম্রাট্!
—নাম যোশীবাই—জন্ম শিশোদীয় কুলে—
প্রতাপ-অনুজ শক্ত সিংহের তনয়া।
বিশিষ্টা বিদুষী নাকি, শুনিনু রূপসী।
অঙ্গে অঙ্গে মধুরিমা উঠিছে উছলি'—
কি দিব তুলনা অহো!—কাতারে কাতারে
পুরবালা পুরাঙ্গনা সতৃষ্ণ নয়নে
ঘেরিয়া হেরিছে চারু বিদ্যুৎ-প্রতিমা!—
কভু বা বেগম কত—(চন্দ্র-সন্নিধানে
নিষ্প্রভ তারকা প্রায়!)—মৎসর আঁখিতে—
(ধিক্কারি' আপন রূপ!)—হেরে তরুণীরে।

আ। (স্বগতঃ)—
নতুবা বিকল এত আক্‌বর সাহ!
(প্রকাশ্যে)—
যাও তুমি। বারান্তরে অচিরে সকাশে—
আদেশ-পালন তরে আসিবে গহর!

গহর। যো হুকুম খোদাবন্দ্‌।
(তস্‌লিম্‌ পুরঃসর প্রস্থান করিতে করিতে)
(স্বগতঃ)—
সৌন্দর্য্যে বালার
মর্ম্মবিদ্ধ আজি তুমি বিজয়ী সম্রাট!—
মুগ্ধ—(পর্য্যুদস্ত!)—আজি সৌন্দর্য্য-সায়কে!.....
বুঝিয়াছি! বুঝিয়াছি অচিরেই এবে
আহ্বানিবে বন্দীবারে সে মনোমোহিনী।—
সে কাজে গহরজান হারে নাই কভু।

আ। (স্বগতঃ)—
অনঙ্গ-রঙ্গিনী রূপে সে মধু অঙ্গনা—
মাধুরী মূরতিমতী!—নামিলা মরতে—
ভূতলে—ক্রীড়ার ছলে! শিশোদীয়কুল,
সাধে কি 'অনার্য্য ম্লেচ্ছ বলিয়া মোগলে
চাহে আজো ঘৃণা চক্ষে?—ধন্য সে প্রতাপ—
ধন্য সে অনুজ তা'র, যাহার মন্দিরে
জনমিলা হেন বালা—লাবণ্য-প্রতিমা!
ভাগ্যবান পৃথ্বীরাজ! লভিয়াছ তুমি
কত জন্ম সাধনায় হেন দেববালা—

শয্যা-সহচরীরূপে !—পরশন যা'র
লভিতে আকুল কাঁদে দিল্লী-বাদশাহ
আক্‌বর !—এ বিরলে জ্বলিতেছে মনে !

*   *   *   *

কি মধুহাসিনী মরি !—নশ্বর অধরে
স্বরগ-সৌন্দর্য্য-সার রেখেছে লুকা'য়ে !
কি রম্য মূরতি !—ছার কবির কল্পনা !—
কি কমনীয়তা তা'র নশ্বর আননে—
সর্ব্ব অবয়বে আহা ! ছার স্বরগের
অপ্‌সরা-প্রধানা-রূপ !—হরিণী-নয়নে
মনঃপ্রাণাকুলী কিবা কটাক্ষ বিলোল !—
ছার স্বর্গ !—ছার রাজ্য !—ছার ধর্ম্ম মম !
জুড়া'ব জীবনমনঃ !—অমিয়সাগরে
দিব ঝাঁপ,—জুড়াইব এ পরাণ-জ্বালা।

*   *   *   *

কিন্তু যদি প্রতিকূলা ?—সে মোহিনীবালা,
আলিঙ্গন-সুখ-ভোগে অনভিলাষিণী
হয় যদি ?—তবে হবে অশুভ-কারণ।
পরমা বিদূষী নাকি শুনিনু রূপসী !
অধিকন্তু জন্ম তা'র মহারাণাকুলে !

*   *   *

প্রতিকূলা হ'বে বালা—যেন লয় মনে !
কাঁপে বুক !—মনে হয় যেন এইবার
অসংযত মহাপাপী হ'বে প্রতিহত—

বিদূষী-সতীত্ব-জ্ঞান-কঠোর পাষাণে!
পরিণাম?—পরিণাম শিহরি স্মরিলে!—
পরস্ত্রী—সুন্দরী—আনি' আপন মন্দিরে,
হেন মন্দ আচরণ!—এ নিন্দার কথা—
অনিন্দ্য সুযশঃ মম করিবে ঘৃণিত!—
কলঙ্ক পলকে হ'বে ভারতে প্লাবিত!—
লজ্জা-অবনত-শিরে দুর্ব্বহ জীবন
বহিব—(পামর আমি!)—সমাধিমন্দিরে
না পশিব যত দিন! পররমণীর
সরস যৌবনমধু করিয়াছি পান
সংগোপনে পুনঃপুনঃ কত বর্ষে আমি!—
অর্জ্জিয়াছি মহাপাপ!—আজিও তথাপি,
ভাগ্যগুণে রাজ্যমাঝে জ্বলেনি অনল!—
পুনঃ প্রলোভন মনে!—কিন্তু এইবার
হয় যদি এ কুকার্য্য আর্য্য রাজপুতে
বিদিত—অথবা রাষ্ট্র!—অসন্তুষ্ট হ'বে
বিশিষ্ট রাজন্যবৃন্দ রাজপুত-কুলে;—
পাঠান,—জঞ্জাল বলি' নিন্দিবে মোগলে!—
ইতিবৃত্তে চন্দ্রাদিত্য এ কলঙ্করেখা
অঙ্কিত রহিবে অহো, ঘৃণার অক্ষরে
এ পাপ-সম্রাট-চিত্রে! কিম্বা ততোধিক!—
হেন আচরণে মম—পবিত্রআচার
পিতা—হুমায়ুন নামে গালি দিবে সবে!
হেন আচরণে মম—দূর দূরান্তরে

ভাসি' যা'বে ক্ষত্রসনে সম্প্রীতির আশা—
দাম্পত্য-বন্ধন-জাত!—সাম্রাজ্য আমার
ক্ষত্রিয়-শকতি-স্তম্ভে র'বে প্রতিষ্ঠিত
সুদৃঢ়!—সে আশা মম হ'বে বিড়ম্বনা!
শুভ রাজনীতি মম ডুবিবে অতলে!
কিম্বা ততোধিক! হেন আচরণে মম,—
হয়ত, হয়ত পুনঃ অচিরে আবার
মোগল-ক্ষত্রিয়-রক্তে বহিবে সাগর!—
ভারতে বিপ্লব-ঝড় বহিবে প্রবল!—
হয়ত সমগ্র ক্ষত্র রাজপুত জাতি,
এবার আর্য্যের রক্তে হ'য়ে উত্তেজিত—
নিষ্কোষিয়া সম্মিলিত শাণিত কৃপাণ,—
দিল্লী-সিহাসন লক্ষ্যি হ'বে অগ্রসর!
একটী প্রতাপ-সিংহ—সিংহের বিক্রম—
এতই অসহ্য যদি!—মিলিবে যখন
সমগ্র সিংহের বংশ, রক্ষিব কেমনে
বহুল-আয়াস-লব্ধ দিল্লী-সিংহাসন!
কাল হলদীঘাট-রণে কত না প্রতাপে
স্বল্প-বল সে প্রতাপ যুঝিলা মোগলে!
কত না রণ-দুর্ম্মদ মোগলীয় চমূ-
হৃদয়-শোণিত-পণে সে দিনের রণে
কিনিনু বিজয়-লক্ষ্মী-স্মিত-সম্ভাষণ!
কত না অজস্র অর্থ—জলস্রোতঃ প্রায়—
গিয়াছে ভাসিয়া!—শূন্য রাজকোষ মম!

বিজয়ী সে রণে বটে !—কিন্তু সে বিজয়
পরাজয় সম মম বাজিয়াছে বুকে !
অধিকন্তু সে দিনের কাল রণাঙ্গণে
বীরেন্দ্র-বরেণ্য বীর মত্ত মহারাণা—
(উন্মত্ত মাতঙ্গ যথা !)—পাইত যদ্যপি
সম্মুখে সে মানসিংহে—(সেনাপতি মম—
রাজপুত-কুলাঙ্গার !)— ফিরিত কি আর
বিপুল বাহিনী মম—কিম্বা সেনানীরা ?—
একটীও !—প্রদানিতে সমর-বারতা ? —
ছত্রভঙ্গ চমূচয় অনন্ত-নিদ্রায়
হইত শায়িত—মত্ত স্বদেশ বৎসল
রাজপুত-সৈন্যদল-ভীম প্রহরণে !
স্মরিলে এসব কথা শিহরে পরাণ ! —
তরাসে অন্তর মম কাঁপে থাকি' থাকি' !
আরও কত ভূতপূর্ব্ব জাগি' উঠে মনে।—
বিতাড়ি' পিতারে মম, সবলে পাঠান,—
ল'য়েছিল সিংহাসন ; পরে "পাণিপথে"—
(শুভ জয়পথে যেন !)—বহু ভাগ্য ফলে
নির্যাতি পাঠান-গর্ব্ব পশিনু দিল্লীতে।
হৃত-সিংহাসন আমি কি ক্লেশে-যতনে
করেছিনু সমুদ্ধার !—দুর্বুদ্ধির বশে
স্বেচ্ছায় হারা'ব পুনঃ ?—রাজপুতদলে
জ্বলিলে বিদ্রোহ-তেজঃ,—ক্ষুব্ধ-পর্যুদস্ত
পাঠানও আনতশিরে রহিবেনা আর !—

রুদ্ধ-রোষে অসিকরে মাতিবে সংগ্রামে !—
কাড়ি' ল'বে সিংহাসন বিতাড়িয়া মোরে !—
মধ্যাহ্ন-ভাস্কর-কল্প মোগল-গৌরব
ডুবিবে তিমিরাবৃত অস্তাচল-তলে !—
পিতামহ পুণ্যনাম র'বেনা ধরায় !—
পরাজয়-পাপস্রোতে আক্‌বর নাম,—
অতল বিস্মৃতি-গর্ত্তে মিশিবে বিষাদে !
স্মরিলে এ সব কথা আশঙ্কা-পিশাচী
অট্ট অট্ট হাসি হাসি' নাচে এ অন্তরে
ভয়ঙ্করী !—দুরু দুরু কাঁপে হিয়া মম !
থাক্ তবে—কাজ নাই !—এক রজনীর
দণ্ডেক সম্ভোগতরে কি কাজ সহিয়া
এত ভয়-দুর্ভাবনা ?—কি কাজ বহিয়া
আকাঙ্ক্ষার কালানল হৃদয়-পঞ্জরে ?—
বিশাল সাম্রাজ্যচিন্তা বিসর্জ্জিয়া দূরে—
র'ব কি মগন আজি পাপচিন্তাতলে
সুগম্ভীর ?—কাজ নাই অঙ্গনা-সম্ভোগ !

* * * *

বৃথা আত্মশ্লাঘা মনে ! যদ্যপি অন্তর
কাঁপে দুরু দুরু ভয়ে ক্ষত্রপাঠানের,—
বৃথা তবে ভাবি মনে—"বীরেন্দ্র কেশরী—
সম্রাট্ মোগল-গর্ব্ব আকবর সাহ !"
বস্তুতঃ কাহারে ভয় ? কা'রে ডরি আমি ?—
ডরে কি মৃগেন্দ্র কভু বন্য ফেরুদলে ?

পাঠানের অভ্যুত্থান ?—পুনঃ অসম্ভব।
রাজপুত-শক্তি পুনঃ হ'বে সম্মিলিত—
নাতিদূর ভবিষ্যতে ? ভ্রান্ত-ভীতি মম !
কোথায় প্রতাপসিংহ ?—পার্ব্বত্য কাননে-
নিবিড় বিজনে—পশি' আত্মরক্ষা তরে,—
ভাসে ম্লান অশ্রু-নীরে ! ভাবিছে বিষাদে :-
"মীবারের স্বাধীনতা হ'ল না উদ্ধার !"
সৈন্যবল—অর্থবল—কি আছে তাহার ?
সংশয়-আশঙ্কা বৃথা ! কল্পনার বশে—
সকলি স্বপন মম ! আমি আকবর—
"মোগল-গৌরব-রবি !"—"জগৎ-ঈশ্বর—
দিল্লীশ্বর" বলি' খ্যাত পূজিত ভারতে !
আহিমাদ্রি বিন্ধ্যগিরি করতলে যা'র,—
আরো দূরে দূরান্তরে বিশাল কাবুলে—
বিজয়-কেতন যা'র উড়িছে গৌরবে !—
অসংখ্য রণদুর্ম্মদ সৈন্যসেনানীরা
যাহার ইঙ্গিতে যুঝে সমরপ্রাঙ্গণে !
অর্দ্ধ-ধরিত্রীর ভাগ্য আদেশে যাহার,—
নত—নিয়ন্ত্রিত ! যা'র পাদছায়ামূলে
বীরেন্দ্র রাজেন্দ্রবৃন্দ সোৎসুক পরাণে
সানন্দে মুকুট খুলি' লভয়ে বিরাম !
সেই অরিন্দম,—যা'র কৃপাবিন্দু-লাভে
রাজোয়ারা বীরকুল সতত কাতর !—
লাঞ্ছিত সতত দিল্লী-প্রাসাদ-দুয়ারে !—

কি ছার তা'দের ক্ষুদ্র অন্তঃপুরাঙ্গনা!—
সে অঙ্গনা, শত-ধন্য মানিবে জীবন
এ অঙ্গে অনঙ্গ-রঙ্গ সাধিয়া বিরলে
ভাগ্যগুণে!—ভাগ্যগুণে লভি' পরশন
এ দেহের! সন্দেহের বৃথা স্থান মনে!—
ভয়—ভ্রান্তি মম! বৃথা আশঙ্কা হৃদয়ে!
মনে পড়ে কত নারী রাজপুতকুলে
এ রাজ-রাজেন্দ্র-করে অবাধে গোপনে
অর্পিয়া যৌবনমধু ফিরিয়াছে ঘরে,—
হীরকমুকুতারত্ন-উপহার সহ
সানন্দ! তাহে কি তা'রা মন্দ—অভাগিনী
কিম্বা দ্বিচারিণী বলি', লাঞ্ছিতা নিন্দিতা
স্বগৃহে?—আহ্বানি বৃথা সন্দেহ-পিশাচে!
পরম গৌরব-জ্ঞানে পৃথ্বীরাজ-রাণী,
আজি মম অঙ্ক-লক্ষ্মী সাজিবে নিশ্চয়!—
আজি মম অনুগ্রহ-উপহার-হার
গ্রহণিবে যত্নে, ধন্য মানিবে জীবন!
একে ত প্রতিভূ—তাহে সভাকবি মম
স্বামী যা'র, সে ললনা হ'বে প্রতিকূলা?—
অবিশ্বাস্য অসম্ভব! বৃথা ডরি মূঢ়,—
কল্পনার ভূতে যথা ডরে মূঢ় জন!
রূপেগুণে ধনেমানে প্রভুত্বে অতুল
কিসে ক্ষুদ্র পৃথ্বীরাজ সমকক্ষ মম!
হিমাদ্রির সনে ক্ষুদ্র পাদপতুলনা!

বিমোহিতা সুনিশ্চয় হ'বে কবিরাণী
যোশীবাই! সুউরসে লইবে সাদরে—
সানন্দে!
অনিন্দ্যকুলে পড়িবে কালিমা!
বীরমদমত্ত—ধৃষ্ট—উদ্ধত—দাম্ভিক
প্রতাপ, আনতমুখে শুনিবে বারতা—
আকবর-উপভোগ্যা তা'র কুলবালা—
অনুজ-তনয়া!—দুষ্ট, মরম-দহনে
জ্বলিবে; শীতল হ'বে এ দগ্ধ অন্তর!—
বৈর-নির্যাতন-স্পৃহা তৃপ্ত হ'বে মম!
দেখি কি উপায়ে বালা হইবে বন্দিনী!

—:*:—

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(ন'রোজার নিভৃত প্রান্তে বাঁদী আমিনাকে সম্মুখে দেখিয়া—বাঁদী গহরজান।)

গহর। গীত। (সিন্ধুমিশ্র, তাল-ফের্‌তা)।

ফুল্লফুলদলে অলি বিহরিতে চায় সুখে,
কেন ফুল লুকা'তে চায় সখি কানন-বুকে!—
ধীর-মন্দ-সমীরণ, মকরন্দ অনুক্ষণ
লুটি' লয়, বিলায় তা'য় প্রসন্ন মুখে।

আমিনা। কোন্ ফুল্লফুলদলে?—কহ সখি মোরে
প্রকাশিয়া, প্রকাশ তা' হ'বে না কখনো!

গ। (স্বগতঃ)—
ফুটিছে যে কথা পেটে!—নাহি বাহিরিলে
বুঝিবা মরিব প্রাণে!
(প্রকাশ্যে)—
শুন প্রাণসখি :—
ন'রোজায় আজি তুমি হেরেছ কি চারু
কুসুমতড়িৎময়ী লাবণ্য-প্রতিমা?
আ। হেরিয়াছি।
গ। হেরি তা'রে বিকল-পরাণ
স্বয়ং সম্রাট আজি। আহ্বানিয়া মোরে
কহিলা সে সুভগারে কৌশলের জালে
বন্দীবারে এ নিশায়—নিষাদ যেমতি
'বিতংস বিথারি' বনে ধরে বিহঙ্গিনী!
আ। তা'র পর?
গ। তা'র পর চলিয়াছি গহরের কাজে!
আ। কি বলি' ভুলা'বে তা'রে—অভাগী বালারে?
গ। লক্ষৈক মুদ্রার পণে কিনিব তাহার
চারুশিল্প। তা'র পর মিশি' যা'ব তা'য়
সৌহার্দ্দ্যে।—কহিব:—"দেবি, যে বেগমতরে
কিনিলাম কারু, তিনি প্রধানা বেগম—
ব্যগ্র তিনি পরিচয়-সম্ভাষণে তব!
ওই পথে শিবিকায় ফিরি' যা'বে ঘরে!"
আ। শিল্পী তুমি!—ছলনায় নিপুণ সতত!
কিন্তু পুনঃ পাপপথে?

গ। কোন্ পাপপথে ?
লো সখি, খসম তিন করি' আস্বাদন,
এবে বাঁদী সাজি' বুঝি—মহাপুণ্যময়ী !
খসমে দিইনি বাঁধা !—স্বাধীন পরাণে
উড়িয়া যৌবনবনে কাটাইনু কাল !
পাপপুণ্য নাহি বুঝি !

আ। বুঝিবেক পরে।
সাধি' কার্য্য সম্রাটের লভ প্রীতি তাঁ'র
এবে !—কিন্তু জা'ন স্থির আছে লো সম্রাট্
সম্রাটের। তাঁর কাছে এড়াবে কেমনে ?
তিনটী খসম বটে—একে একে সব
দিলা ফাঁকি সাজিবারে কৃতান্ত-অতিথি !—
ভাগ্য দোষে !—তা' বলে কি ভজিয়াছি কভু
অপরে—বিহার-সাধে ?—ধিক্ ব্যভিচার !

(জনৈক খোজার প্রবেশ।)

খোজা। ধিক !—ব্যভিচারে সদা মানবমানবী
রহে মত্ত ! তা'র চেয়ে মোদের জীবন—
(নিষ্কাম—অকামদগ্ধ !—স্বাধীন সতত !)—
ল'ক সব নরনারী !—ওলো ও গহর,
পুনঃ চলিয়াছ কোন্ ব্যভিচারপথে ?

গ। (স্বগতঃ)—
'তিন কাণে কথা উঠা'—ভাল নয় কভু !
(প্রকাশ্যে)—
চলেছি আপন কাজে।

.আ। আমিও চলিনু।

[আমিনা ও গহরের প্রস্থান।]

খো। (গহরের পশ্চাৎ হইতে বিদ্রূপাত্মক স্বরে)
চলেছি আপন কাজে!
(স্বগতঃ)—
কতই না কাজ!
চৌম্বকআসক্তিডোরে নরনারী বাঁধা।
কি কাজ খোজার তাহে?—পাতসাহ তরে—
একটী নরের তরে—খোজা মোরা সবে,
আর খোজা বেগমেরা! তাহাদের শুধু
নাহি কাজ। যাও কাজে যে পার যেখানে!

[প্রস্থান।]

-ঃ*ঃ—

তৃতীয় দৃশ্য।

(মর্ম্মরনির্ম্মিত নির্জ্জন প্রাসাদপ্রাঙ্গনে যোশীবাই ও গহরজান।)

গহর। (স্মিতমুখে)—
ক্ষণেক প্রতীক্ষা হেথা কর কবি-রাণি!
অচিরে শিবিকাসনে আসিব ফিরিয়া;—
সম্রাট্-আদেশ নারি করিতে লঙ্ঘন!

যো। (সভয়ে)—
সম্রাট্-আদেশ! কেন—কি আদেশ তাঁর?

গ। (স্মিতমুখে)—

নাহি ভয়! দিল্লীশ্বর প্রসন্ন তোমায়!
তুমি ভাগ্যবতী রামা রাজোয়ারা কুলে।

[হাসি মুখে চকিতে প্রস্থান ও প্রবেশদ্বার
বাহির হইতে রুদ্ধ করিয়া অন্তর্দ্ধান।]

(প্রাঙ্গন-পার্শ্বের মরকত-খচিত মর্ম্মর-সোপানে বসিয়া।)

যো। (স্বগতঃ)—

কি রহস্য?—অভিসন্ধি না বুঝিনু তা'র।
পথ-প্রদর্শিকা সাজি' স্বেচ্ছাবশে বাঁদী,
ফেলিল ছলিয়া মোরে কৌশলের জালে,—
পরা'তে বিপদ-ফাঁসি?—কিন্তু কি বিপদ?—
নাহি জানি, কি বিপদ সম্মুখে আমার!
সম্রাট-আদেশ!—কেন? কি কহিলা বাঁদী?
প্রসন্ন সে দিল্লীশ্বর!—কেন প্রসন্নতা?—
কিসে অনুকূল মোরে?—প্রসন্নতাতলে,
পুরস্কার কিম্বা পাপ-উদ্দেশ্য নিহিত?—
কে জানে? নাহি ত পথ! রুদ্ধ অবরোধ!
অভ্র-চুম্বি-স্তম্ভ-শোভী গম্ভীর প্রাসাদ—
—সৌধাবলী—অবরুদ্ধ!—শোভিছে চৌদিকে
স্তিমিত আলোকে—ভীম—নীরব—নির্জ্জন!
কোথায় পশিনু দুষ্টা বাঁদী-ছলনায়!
কেন বা ভুলিনু আমি?—বাড়াইনু রাতি
কেন তা'র ছলনায় পণ্য নিঃশেষিতে
বহুমূল্যে?—মাতিলাম কেন লোভবশে?

বাঁদী—প্রতারিকা—দুষ্টা!—ফেলিল কৌশলে।
না জানি কি আছে আজি বিধাতার মনে!
(প্রাঙ্গনপার্শ্বের বিলাসকক্ষের দ্বার উদ্ঘাটন
করিয়া সম্মুখে আকবর।)

আ। (স্বগতঃ)—
মরি কি মাধুরী চারু অপ্সরা-যৌবনে!
(প্রকাশ্যে)—
কে তুমি সুন্দরি?—মরি, হৃদয়-মন্দিরে
সুরবালা-নিন্দী তব সৌন্দর্য্য-প্রতিমা
কোন্ ভাগ্যধর নিত্য আনন্দ-সলিলে
অবগাহি দেহ, পূজে?—কহ লো ললনে!
কেন অবনতমুখে চারু চন্দ্রাননে!

যো। (গাত্রোত্থান পুরঃসর দণ্ডায়মান)—
কে আপনি মহাজন?—সম্রাট্? জনাব!
বন্দি ও পদারবিন্দ। রাজার নন্দিনী—
রাজকুল-বধূ আমি। সম্রাট্-সভায়
সভা-কবি বিকানীর-রাজার কুমার
(প্রতিভূ আশ্রিত কিম্বা)—পতি তিনি মম।
সন্দেহ, হে খোদাবন্দ্ জনমিছে মনে!—
আতঙ্কে তরাসে বড় কাঁপিছে অন্তর!—
না বুঝিনু,—কি কারণে হেন অবরোধে
এ নিশীথে রুদ্ধ আমি প্রতারিকাছলে!
কেন বা হে জাঁহপনা এ নির্জ্জন পুরে
আপনি স্বয়ং—হেন অভিনব বেশে?

কি রহস্য !—বন্দিনী কি করিলা আমারে
কূট-রাজনীতি কোন সাধনউদ্দেশে !—
জনাব !—সম্রাট! কহ, কহ কৃপা করি!
অথবা আপনি কেবা—সত্য কি সম্রাট্ ?—
কিম্বা সম্রাটের বেশে আসিয়াছ ছলে
ভুলাইতে এ অভাগী পর-ললনারে!
কিবা আশা !—কি উদ্দেশ্য! কেন এ ছলনা!
কহ সত্য—যথার্থ কি আপনি সম্রাট্ ?

আ। সম্রাট্ বাস্তব বটে—রাজন্যমণ্ডলে
ভারতের। কিন্তু আজি ও পদ-রাজীবে
সাজিতে কিঙ্কর-রূপে বাসনা হৃদয়ে!
রাজনীতি-কূটজালে নহ লো বন্দিনী ;—
প্রেমের বন্দিনী করি' ধরিতে হৃদয়ে,
হে সুন্দরি, তৃষা মম জনমিল আজি!
ক্ষম লো ললনে, যদি অপরাধী পদে।

যো। জাঁহপনা, এ ছলনা পর-ললনায়
সাজে কি তোমারে !—সত্য কহ বিবরিয়া—
কোন্ হেতু পর-নারী করিলা বন্দিনী!
অযুত বেগম তব—মানস-সরসে
ফুল্ল কুবলয় সম—রহিয়াছে ফুটি'
অন্তঃপুরে! বিশেষতঃ নরোত্তম তুমি !—
সুচরিত্র সুমহান্ রাজেন্দ্র আখ্যায়—
সুখ্যাতি সুযশ তব। হীনা—নারী আমি!
মম সনে না বুঝিনু কেন এ ছলনা!

আ। ভালবাসি চারুহাসি ও চারু অধরে
পড়েছি বিষম ফাঁদে! কাঁদে লো হৃদয়
বিধুরযাতনাক্ষুব্ধ আজি নিরবধি!
অর্দ্ধ-ফুল্লা বসন্তের প্রভাত-নলিনী
যে মাধুরী ল'য়ে ফুটে—যদি সম্মিলিয়া
সে মাধুরী কোটীলক্ষ, গড়েন বিধাতা
নারীমুখ!—সমতুল লো কমললনে,
হয় কি আননে তব? অযুতবেগম—
ছার!—ছার রাজা-সুখ ধর্ম্ম কর্ম্ম মম!
কি কুক্ষণে পশিলাম আজি ছদ্মবেশে
নরোজা বাজারে! শুধু কিনিনু যতনে
যাতনা! অধীর আমি!—রক্ষ মধুময়ি!
যো। অপরের অর্দ্ধাঙ্গিনী আমি হে সম্রাট্!—
পরপুরুষের সনে মাতিব কেমনে?
ভাবি দেখ, তব যদি প্রধানা বেগম,
পর পুরুষেরে দেয় পাপ-আলিঙ্গন,
(সতীত্ব—বিশ্বাস তাঁ'র বিসর্জ্জি' অতলে!)
কি চক্ষে তাঁহারে তুমি কর নিরীক্ষণ?—
পার কি ক্ষমিতে তুমি—সহিতে বেদনা?
সতীত্ব-সৌগন্ধ যদি রমণী-কুসুমে
না থাকে,—জগতে তবে কে আদরে তা'রে?
অসতীত্ব—(বিষ্ঠাবাস!)—কে যাচে আলয়ে?
সঁপিলা যাঁহার করে জনক জননী—
পতি তিনি; কত আশা—কত ভালবাসা

হৃদয়ে আমার তরে পালেন যতনে!
অবিশ্বাস-তীক্ষ্ণ-ধার-ছুরিকা-প্রহারে
(নির্ম্মম!)—হৃদয় তাঁ'র ভেদিব কেমনে?
তা'ই বলি, ত্যজ আর্য্য! এ পাপ-কামনা।

আ। কামনার বিসর্জ্জন?—অসাধ্য সুন্দরি!—
দিল্লীশ্বর আক্‌বর-হৃদয়ের মাঝে—
আজি যে অনল তুমি দিয়াছ জ্বালিয়া,
তা'র পরিতৃপ্তি বিনা—সম্রাট্‌জীবন
বিদগ্ধ শ্মশান-প্রায় হইবে অচিরে!
প্রেম আলিঙ্গনে যদি প্রধানা-বেগম
বাঁধে পরপুরুষেরে (বিমুগ্ধ-উন্মাদ!)—
কি ক্ষতি, অজ্ঞাত যদি রহে আকবরে?—
প্রেম-আলিঙ্গন-দান তব এ নিশায়
পৃথ্বীরাজ-অগোচরে, মর্ম্মস্পর্শী তাঁ'র
হইবে কেমনে প্রিয়ে! হে মমতাময়ি!
বৃথা ভয় মনে!—আজি জীবনদায়িনী
তুমি মম! মধু-স্মিত-পরশন-দানে
লো সুধাহাসিনি, মুগ্ধ তৃষিত সম্রাটে
(বিকল!)—কাতর কেন—কেন কৃপণতা?
প্রণয়-পর্য্যঙ্কে চারু এস না ললনে!
নীরব নিশীথপৃথ্বী। এ পুরী নির্জ্জন।
কার্য্যের জগৎ স্তব্ধ;—লভিছে বিরাম
নিদ্রা-অঙ্কে।—কে জাগিয়া? কে জানিবে কহ
সম্রাট্‌-পর্য্যঙ্কে আজি প্রেম-শয্যা তব?

যেও কল্য লো ললনে পতির আলয়ে—
মহানন্দে; কি সন্দেহ করিবে অপরে ?
নাহি ভয়—অসন্দিগ্ধ কবিজনমনঃ ;
অধিকন্তু জানিবার শকতি কোথায়
দানিবে যদ্যপি মোরে প্রেমআলিঙ্গন ?

যো। মম অঙ্গ-আলিঙ্গন-সুখ-তৃপ্তি তরে
উন্মত্ত বিকল তুমি ! ভাবিতেছ মনে,—
এ সুখ-অপরিতৃপ্তি, জীবন তোমার
বিদগ্ধ শ্মশানপ্রায় করিবে নিশ্চয় !—
কিন্তু না ভাবিছ মনে,—মাতি যদি আমি
এ নারকীআলিঙ্গনে, কি ব'লে জগৎ,
ঘৃণার অঙ্গুলি তুলি' যুগযুগান্তর
ইঙ্গিতিবে মোর পানে !—অনঙ্গ-আতুরা
দ্বিচারিণী ভ্রষ্টা নারী যা'রা এ সংসারে,
ঘৃণার বমন-কণ্ঠ-নিষ্ঠীবন সনে
লুণ্ঠিত তা'দের নাম মরত মাটীতে—
ঘৃণিত জঞ্জালে রহে। কেবা নাহি জানে ?
ভঙ্গুর জীবন মম !—ভঙ্গুর যৌবন !—
ভঙ্গুর লহরীলীলা সৌন্দর্য্যে আমার !—
অসার—অনিত্য সব ! জলবিম্বপ্রায়
দু'দিনে ফুরা'বে সব ! যশ অপযশ
নিত্য শুধু !—চিরস্থায়ী রহে এ জগতে।
সুদূর অতীত কালে কবে কোন্ যুগে—
সাধ্বী দময়ন্তী-সীতা-সাবিত্রী ভারতে

জন্মেছিলা ;—দেবী বলি' আজিও তথাপি
পূজিছে জগৎ-বাসী তাঁহাদেরে মনে !
আর তা'রা দু'টী ?—"তারা"-"অহল্যা" পাষাণী ?—
ঘৃণায় মরিয়া যাই—স্মরি যদি মনে
তাহাদের আচরণ! আজিও জগৎ,
অযশ তা'দের নিত্য গায় লোকমুখে !
  তা'ই বলি,—কেন আমি মজিব অযশে ?
শাশ্বত কলঙ্কে কেন যোশীবাই নাম
ঢালিব,—কলঙ্ক-কালি ঢালি' পিতৃকুলে ?
আলিঙ্গন-সুখ-আশা—দুরাশা তোমার !
ছাড় হে সম্রাট্, দুষ্ট-লালসা-তুষ্টির
হেন অভিলাষ তব। পরোক্ষে সম্মুখে—
গোচরে বা অগোচরে—পাপ-আচরণ,
কোথা রহে অপ্রকাশ ?—ধর্ম্মের বাতাস,—
সত্যাসত্য—পাপ-পুণ্য—ঘোষে নরলোকে।
  কহ পথ—যাই চলি'—যাইব আলয়ে !
হৃদয়-বল্লভ-সনে মিশিব উল্লাসে !
জীবন-বল্লভ তিনি—বিধির বিধানে
পতি মম ;—বিলম্বিলে হ'বেন উতলা।
যাই আমি—যাও চলি'—দাও পথ বলি' !—
বিপুল প্রাসাদ তব !—দিশাহারা আমি—
পথভ্রান্তা !—শান্তমনে লভগে বিরাম
শান্তিময় অন্তঃপুরে বেগম-মহলে—
—পবিত্র দাম্পত্য-প্রেমে ! যাই পতিপাশে !

আমি অর্দ্ধাঙ্গিনী তাঁ'র—চিরসোহাগিনী !—
থাকি যদি ধর্ম্মপথে,—র'ব চিরকাল
তাঁ'র সনে সম্মিলিত—সুখের মিলনে—
ইহকালে পরকালে !—মরণের পরে,
পরম সচ্চিদানন্দ-প্রেমসিন্ধু-নীরে—
একবিন্দু বারিপ্রায়—রহিব মিশিয়া !—
আনন্দে—মিলন-সুখে বিহ্বল-হৃদয়ে !

আ। হাসি পায় কল্পনায় তোমার ললনে !—
কোথায় সচ্চিদানন্দ—আত্মার সাগর ?
শাস্ত্রেই অস্তিত্ব তা'র ! বাস্তব যদ্যপি
পরম সচ্চিদানন্দ আত্মার সাগর,—
বাস্তব মিলন যদি একবিন্দুপ্রায়
ঘটে সেথা উভয়ের, থাকিবে কেমনে
সুখের মিলন-বোধ ? মিথ্যা শাস্ত্র-কথা !
সিন্ধু-বিন্দু সব এক !—ভাবি' দেখ মনে।
বিভিন্ন শরীর-মনঃ—আত্মা—ভিন্ন সব !—
—পতি-পত্নী উভয়ের !—কে কখন্ যা'বে
ছাড়ি' এ মরত-ধাম, কালের সাগরে,—
নাহি স্থির ! স্বামিসনে মিলন—কোথায় ?
কল্পিতসম্বন্ধমাত্র—দু'দিনের তরে
মরতে !—দু'দিনে সব যায় ফুরাইয়া !
কে অসতী—সতী কেবা ? বিবাহ নরের ?—
সামাজিক প্রথামাত্র। পুরুষ-নারীর
সংযোগ,—বিধির বিধি ;—সৃষ্টিরক্ষা তরে।

অসতী—“অহল্যা”-“তারা” ? পুরুষ-রচিত
শাস্ত্রের কল্পনা শুধু—নারীর শাসনে !
ইন্দ্র-চন্দ্র হিন্দুদের কল্পিত দেবতা—
জড় তা'রা —গুরুপত্নী হরিবে কেমনে ?
সতীত্ব বা অসতীত্ব কোথা রমণীর ?—
কেবা কা'র অর্দ্ধাঙ্গিনী ? স্বামী কেবা কা'র ?
মানুষের মন্ত্রপাঠে হ'বে সুনির্ণীত ?—
কি ভ্রান্ত-কল্পনা !—শুধু স্বল্পবুদ্ধিনরে
ভুলা'তে সংসার মোহে, বুদ্ধিমানজন
রচিলা 'সতীত্ব'কথা মানব-ভাষায় !
চঞ্চল পুরুষ-মনঃ—চঞ্চল নারীর ;
মানসিক অসতীত্ব—অসতীত্ব যদি,—
তবে পূর্ণ সতীত্বের কোথা সম্ভাবনা
এ অপূর্ণ মর্ত্ত্যধামে ?—ত্যজ ভ্রান্তি তব !
সাধ্বী—দময়ন্তী-সীতা ? কিন্তু বুদ্ধিমতি !
তিলার্দ্ধ অন্তরে কভু অশুদ্ধি-বিকার
ঘটে নাই—কে বলিবে—তাঁ'দের জীবনে ?—
কবি-কল্পনার চিত্রে—সতীত্বে পূর্ণতা।—
কার্য্যের জগতে ভিন্ন !—তবে হে মোহিনি !
বৃথা সে সতীত্ব তরে কেন ব্যাকুলতা ?
প্রীতির কি প্রতিদান নাহি তব মনে ?
এত বাসিয়াছি ভাল !—অণুমাত্র তা'র
পা'ব না কি প্রতিদান ?—জড় সে দর্পণ—
ফলে তাহে প্রতিবিম্ব !—কিন্তু বিম্বাধরে,

নারীর মনোদর্পণে বুঝি অসম্ভব!—
কেন হইবে না মম!—কেন জুড়া'বে না!

যো। আমি যাঁর—র'ব তাঁর—জুড়া'ব তাঁহারে।
বাসিয়াছ—ভাল মোরে? নহে ভালবাসা!—
পিয়াস আকুল শুধু—পাপ-সম্ভোগের!—
ভালবাসা? ভালবাসা—শান্ত-নিরমল
পবিত্র হৃদয়-স্রোতঃ। জ্বালা—ব্যাকুলতা—
নাহি তাহে। হিত শুধু উদ্দেশ তাহার।
ভালবাসা-রীতি নহে,—করিবারে হেন
কলঙ্কিত—কলুষিত!—কভু প্রিয়জনে।
কি আর কহিব আমি?—কি কাজ কহিয়া?—
অসি-চর্য্যে দীক্ষা তব!—তুমি নিরক্ষর!
কি কাজ তোমার সনে শাস্ত্র-আলাপনে?
আর্য্যের বিবাহ-বিধি-গভীরসাগরে
নিহিত যে তত্ত্ব-রত্ন, সাত্ত্বিক-প্রকৃতি
ডুবি'তা' লভিতে পারে। তোমাসম জনে
কভু কি সম্ভব তাহা? আসুরিকবলে
লভিয়াছ ভারতের রাজসিংহাসন;—
হিন্দুদের শাস্ত্ররাজ্যে নহ রাজা তুমি!
সেথা অধিকার-লাভ সাত্ত্বিকে সম্ভব।
রজস্তমোগুণান্বিত ম্লেচ্ছে অসম্ভব!

(ঈষৎ চিন্তাবনত মুখে নীরব।)

আ। (স্বগতঃ)—
আক্‌বর ম্লেচ্ছ নহে;—সাত্ত্বিক-প্রধান!—

অবোধ রমণী তাহা বুঝিবে কেমনে!—
ঋষি বিশ্বামিত্র আজি দাস মেনকার
উপভোগ-রত্ন-আশে। কি সাধ্য নতুবা
এত স্পর্দ্ধা এ সাধ্বীর সম্রাট্-সকাশে!
গো। কিম্বা না—না!—ক্ষম মোরে। মুসলমানগণে
নিন্দিনা বলিয়া 'ম্লেচ্ছ'—জাতি-গত ভাবে:—
হিন্দুরে 'কাফের' বলি' নিন্দে যথা তা'রা!
সর্ব্বজাতি-ধর্ম্মে আছে ভালমন্দজন।
ম্লেচ্ছ—আচরণ তব!—তুমি না সম্রাট্?—
কি শাস্তি ব্যবস্থা-শাস্ত্রে রচিয়াছ তুমি—
পরস্ত্রীধর্ষীর তরে?—আমি পর নারী।
আমারে ছলিলে পাপে—দণ্ডবিধি তব,
দিবে কি ছাড়িয়া তোমা?—সম্রাট-"আইন্,"
পরশে না সম্রাটেরে?—রহস্য বিকট!
কি কথা কহিব আর? কি কাজ কহিয়া?
মরি লাজে, ব্যাখ্যা তব শুনি বিবাহের
তব মুখে। মূর্খতার কি তব তুলনা!
পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী—রমণী—ধরায়!—
সমাজ-মঙ্গল তরে। ধর্ম্মতঃ-বন্ধনে,—
ক'জনে অঙ্গনা দিবে উপভোগতরে
অঙ্গ তা'র?—দ্বিচারিণী নহে কি ঘৃণিতা?
অনার্য্য সমাজে শুধু সামাজিকপ্রথা—
—সামাজিক চুক্তিমাত্র!—দাম্পত্য-মিলন!—
কভু বা দু'দিন তরে—আছে 'মুতা' নামে

বিবাহ! বিবাহ—ধর্ম্ম!—আর্য্য শাস্ত্রমতে।
বিধাতায় সাক্ষ্য করি' পুরুষ-প্রকৃতি,
আমরণ তরে মিলে দাম্পত্যমিলনে;—
একাত্ম হইয়া করে ধর্ম্ম-আচরণ—
পবিত্র সংসার পাতি';—পুণ্যঅনুষ্ঠানে
পবিত্রিয়া দেহ মনঃ, মিশে পুণ্যময়ে
—আনন্দ সাগরে যেন সচ্চিদানন্দের।
বুদ্ধির অগম্য তব—জ্ঞানের অতীত—
এ কাহিনী! তা'ই বলি হিন্দুশাস্ত্র-কথা,
তব সনে আলোচনে কি ফল সম্রাট?
কবিকল্পনার চিত্রে সতীত্বে পূর্ণতা!
কার্য্যের জগতে ভিন্ন? কোন্ বুদ্ধিবলে
মরি লাজে হে সম্রাট্, কর আবিষ্কার
এ কাহিনী?—বাস যা'র চিরতমোদেশে,
কহে সে,—আলোক শুধু কবির কল্পনা!
মিথ্যাভাষী (স্বভাবতঃ কিম্বা শিক্ষাদোষে)
ভাবে,—পূর্ণ সত্যব্রত—কবির কল্পনা!
হা ধিক্, বুঝিতে নার সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা!—
পশিত কি 'অসতীত্ব' ভাষার আগারে—
মানুষ 'সতীত্ব' যদি না হেরিত কভু?
তা'ই বলি, সংশয়িছ বৃথা নরাধিপ,
হিন্দুকুলবধূকুলে সতীত্ব-ধরমে।
নারীর শাসনে নহে! নারীশিক্ষাতরে-
অহল্যা তারার কথা শাস্ত্রের কল্পনা।

পূর্ণতা—চরমলক্ষ্য আর্য্যসমাজের।
কি মহান্ সুপবিত্র আদর্শ সমাজ—
সতীত্বে যাহার ভিত্তি!—আর্য্য-শাস্ত্রকার
প্রতিষ্ঠিতে সে আদর্শ গড়ে নীতি-কথা;—
নহে ভুলাইতে মূঢ়ে এ সংসারপাশে।

আ। জানি আমি শাস্ত্রকথা—জানি লো ললনে
হিন্দুর। নিন্দিয়া তাহা কি কাজ সুন্দরি!
শাস্ত্রমত ভিন্ন ভিন্ন। কোন্‌টী তাহার
যথার্থ, সমর্থ কেবা কহিতে জগতে?
কি আছে সর্ব্বাঙ্গশুভ? সমগ্রসুন্দর
সামাজিকপ্রথা—কোথা? সতীত্বগৌরব-
বৃদ্ধিতরে হিন্দুশাস্ত্র, বাল-বিধবারে
কত না যাতনানলে—(কভু চিতানলে!)—
দগ্ধ করে!—মরি লাজে বর্ব্বরপ্রথায়!
যা' হ'ক্, কি কাজ আর তর্কের সময়ে?—
কর রক্ষা—ভিক্ষা প্রিয়ে,—ও রাঙ্গাচরণে।
প্রজা বা সম্রাট্—সবে—পরশে আইন্!—
কিন্তু সাধ্বি, ব্যাধিগ্রস্ত প্রাণান্ত সময়ে
যদি কোন ধর্ম্মদ্রোহী-ঔষধ-সেবনে
রক্ষা পায়,—অধর্ম্ম কি সে ঔষধ-পান?
মরি প্রাণে হে সুন্দরি! রক্ষার উপায়
একমাত্র তব কাছে! রক্ষ আজি মোরে!

যো। অসাধ্য—সম্রাট্—মম!—ব্যাধির ঔষধ
আছে তব,—ধর্ম্ম-তত্ত্বে সংযম-নিদানে।

আমি হিন্দু-নারী, নাহি হ'ব দ্বিচারিণী।
ছাড় পথ ; যা'ব গৃহে ;—কাঁদিছে অন্তর !—
বনবিহঙ্গিনী কেন বাঁধিছ পিঞ্জরে !
দাও ছাড়ি'—যাই উড়ি' স্বামী-সুখ-নীড়ে !

(স্বগতঃ)—

হা স্বামিন্ !—কোথা তুমি !—কোথা যোশীবাই !
কেন আদেশিলা নাথ পশিবারে আজি
পাপ-নরোজায় ! পাপী করিল বন্দিনী—
বুঝি বা মন্দিরে তা'র মন্দ-ভাগিনীরে !

আ। অতৃপ্ত রাখিয়া মোরে—চির বিষাদিত !—
কেমনে পশিবে সখি, স্বামি-সুখ-নীড়ে
হরষে !—পিয়াসা মম রহিব কেমনে !
যা'বে যদি,—যাও তবে হৃদয়ের মম
নির্ব্বাপি' ব্যাকুল-জ্বালা ! কি আর কহিব !—
স্থৈর্য্য বা সংযম মম হে আর্য্যললনে,
কুসুম-যৌবন-ফুল্ল লাবণ্য তোমার,
সব ভাসাইল দূরে নরোজায় আজি—
সম্ভোগ-লালসা-স্রোতে ! ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান—
আমিত্ব—বিজিত মম ! তুমি বিজয়িনী !
কর রক্ষা এ বিজিতে আজি নিজগুণে।

যো। (স্বগতঃ)—

বন্দীল পামর দুষ্ট পাইয়া আলয়ে—
পৈশাচ রমণসাধ-চরিতার্থ তরে !—

মাতিয়াছে—মাতে যথা ছাগকুল বনে!
হা ধিক্, ভারত-রাজ্য রাজসিংহাসনে
এ হেন পিশাচে বিধি দিয়াছেন স্থান!
(প্রকাশ্যে)—
হা ধিক্ অজিতেন্দ্রিয় বিমূঢ় সম্রাট্!
বৃথা আকাঙ্ক্ষারে তুমি পুষেছ অন্তরে!
উন্মাদ—পাপান্ধ তুমি! পাপ-ক্রীড়া-আশে
কাল আশীবিষ-ফণা কর আলিঙ্গন!
অথবা কি দোষ তব! পাপিষ্ঠা পিশাচী
কত রাজপুতবালা, দিয়া জলাঞ্জলি
কুলমান লাজধর্ম্মে, পাপ-আলিঙ্গনে
বাঁধিয়াছে তোমা নাকি! অধর্ম্মপ্রশ্রয়ে
ধীরেধীরে কুসাহস জনমিল তব!
তা'ই কুসাহসে ভর করিয়া কুক্ষণে,
আজি, মমঅঙ্গসুখে হ'য়েছ প্রয়াসী!
বিশুদ্ধ দাম্পত্য-প্রেমে শুদ্ধ নারী-দেহ—
দেবী-দেহ! কিন্তু পর-পাপ-আলিঙ্গনে
সে দেহ নরকবাসী কৃমিদেহসম—
(কিম্বা—ততোধিক!)—হয় অশুদ্ধ ঘৃণিত!
জাননা কি সে কাহিনী হে মুগ্ধ সম্রাট্?
পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফলে সৌভাগ্য-শিখরে
করিয়াছ আরোহণ;—না ভাবিছ মনে,—
নীচদুষ্ট আচরণ এ জনমে তব
ডুবা'বে দুর্ভাগ্যতলে জন্মান্তরে তোমা'?

আ। (স্বগতঃ)—

কুসুম-সুষমা-নিন্দী এ চারুপ্রতিমা
অন্তরে কঠোর এত!—কি উপায় তবে?
মনে লয় বুঝি বালা—সত্য প্রতিকূলা!—
অথবা অধীন জাতি কপট সতত!
অধীনা রমণীজাতি কপটতাময়ী—
কেনা জানে এ সংসারে? কপটীরমণী—
লোক-নিন্দা স্বামিভয়ে সতীত্ব দেখায়
অপরে, হয়ত যা'রে ধমনী-শোণিতে
চিত্রি' হৃদে নিরবধি পূজিছে যতনে
অহরহঃ সকরুণ নীরব কুসুমে—
প্রতারিত পতি জনে উপেক্ষি' অন্তরে!
প্রণয়-পরীক্ষা করে কভু বা রমণী
পরুষ বচনে! বুঝে, কে ললনা-ছল!
সতী নারী—এ ধরায়?—কল্পনার কথা!
(প্রকাশ্যে)—
নিন্দিতেছ,—হে অনিন্দ্য লাবণ্য-প্রতিমা!—
ভর্ৎসিতেছ কতরূপে!—তথাপি কি জানি,
রোষাশঙ্কা অণুমাত্র জনমে না মনে!
কেন জনমিবে?—যা'র সাধ মনে মনে—
নীলাম্বুজলধিতলে রতন-সংগ্রহ,
ফিরে কি সে জলধির তরঙ্গ-কল্লোলে?
সৌন্দর্য্য-সাগর তুমি!—সে সাগরে আজি,
পরিতৃপ্তি-শান্তি-রত্ন লভিতে বাসনা।

চাহ তাড়াইতে কেন নিঠুরা রমণী ?
অথবা এমনি প্রথা প্রণয়-জগতে !—
প্রফুল্ল নলিনী দু'লি' সমীর-হিল্লোলে,—
লুব্ধ মধুকরে যেন বিতাড়য়ে দূরে!
পরক্ষণে লয় কিন্তু বঁধুরে উরসে—
সোহাগে !—হৃদয়-মধু বিলায় হাসিয়া !
লুব্ধ মধুকর আমি !—তুমি লো নলিনী !
আলিঙ্গনে বিলম্বিয়া কি ফল ললনে !

যো। (স্বগতঃ)—
মরিবারে সাধ হয় শুনি পুনঃ পুনঃ
পামরের পাপ কথা। কোন্ কর্ম্মফলে
হা বিধাতঃ, এত তাপ অপমানরাশি
ভুঞ্জিতেছে এ অভাগী ?—হা ধিক্ জীবন !
হা ধিক্, শৃঙ্খলাবদ্ধ পরাধীনতার
যে জাতি, হা ধিক্, তা'র জাতীয়জীবন
কেন রহে এ জগতে ! ধিক্ রাজপুত
ক্ষত্রকুলাঙ্গার দল !—অতল সাগরে
কালের—ডুবিয়া যাও !—কিম্বা আর্য্যজাতি
বলি', পরিচয় আর দিও না জগতে !
ধন্য মহারাণা তুমি—জ্যেষ্ঠতাত মম !—
ধন্য স্বাধীনতাতরে আত্মবিসর্জ্জন !
(প্রকাশ্যে)—
বলিহারি নির্লজ্জতা অনার্য্য আশার !
দিল্লীর সম্রাট তুমি। পুণ্য-সিংহাসনে

বসিয়াছ ভারতের।—পাপ-ব্যভিচারে
কেন কলঙ্কিতে তাহা চাহ নরমণি?
নলিনী অযুত ফুটি' আছে অবরোধে।
লুব্ধ মধুকর তুমি—নিস্তব্ধহরষে
পশনা তথায়!—তোমা কেহ না রোধিবে।—
কতবার বুঝাইব অবোধ সম্রাট্?
কি বলিব? কে বলিবে—এ* দিল্লীনগরী,
সেই পুণ্য ইন্দ্রপ্রস্থ?—যথা এক দিন
পুণ্য রাজদণ্ড করে—রাজ সিংহাসনে
বসেছিলা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্?
ঝরে আঁখি—স্মরিলে সে অতীতগৌরব।

আ। নহে ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্! যুধিষ্ঠির—পাপী।—
—পাপ-অক্ষ-ক্রীড়াসক্ত।—যে আসক্তি-ফলে
জননীজায়ারসনে ফিরে বনেবনে—
ভীরু তস্করের ন্যায়।—যুধিষ্ঠির—পাপী—
মিথ্যাবাদী-কাপুরুষ। না থাকিত যদি
বীর্য্যবান্ ভীমার্জ্জুন কৃষ্ণ অনুকূল,
কি সাধ্য তাহার, বসে রাজসিংহাসনে?
নীতিবান্-বীর্য্যবান্-তেজস্বী যে জন—
সৎকার্য্যে উদ্যোগী সদা—ক্রীড়া-বিরহিত—
অনলস—তাঁ'রে বলি ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্।
যুধিষ্ঠিরে গৌরবের কি আছে রূপসি!

যো। আকবরে গৌরবের পদার্থ অশেষ!

* বর্ত্তমান কালের (তদানীন্তন)।

আ। সে কথা বিশেষ করি' বলা অহঙ্কার।
অহঙ্কারে কলঙ্কিতে চাহিনা রসনা।
যো। পরনারী ছলিবারে পাপ-প্রলোভনে—
ভাষার প্রয়োগে বুঝি হয় না রসনা
কলঙ্কিত ?—শঙ্কিতও হয় না অন্তর ?
আ। শঙ্কিত অন্তর হয়—হয় কলঙ্কিত
এ রসনা।—কিন্তু যদি অঙ্কুশশাসন
না মানে উদ্ধত করী,—আশঙ্কানিগ্রহে
শাসিলে অঙ্কুশগ্রহে কিবা ফলোদয়!
মনঃ—মত্তকরী আজি ;—মানেনা শাসন
বিবেকঅঙ্কুশাঘাতে অন্তর-আত্মার।
কিসে দোষী আক্‌বর ?—কিসে অধার্ম্মিক ?-
মুনি বেদব্যাস কিম্বা ধার্ম্মিক ভীষ্মের
জনম-কাহিনী স্মরি', বললো ললনে,—
আক্‌বর পাপী কিসে ?—পাপী যদি আমি,
তবে পাপী—সে শান্তনু, ঋষি পরাশর।
ত্রিলোক-মোহিনী তুমি! ও অমিয়রূপে
বিমুগ্ধ—উন্মাদ আমি! নিন্দিওনা মোরে!
অতৃপ্ত রাখিয়া মোরে যেওনা চলিয়া!
যো। বৃথা তৃপ্তি-সাধ তুমি পুষেছ অন্তরে।
ধন্য কুহকিনী আশা!—মৃগতৃষ্ণিকায়
ছুটে যথা মরুমৃগ, ছুটেছ তেমতি!
নিন্দায় কিভয় তব? পশুবৃন্দ যবে
মদন-পীড়ায় জ্বলি', হয় আত্মহারা—

উন্মাদ!—নিন্দার ভয়ে হয়কি লজ্জিত?—
অবয়বে কিম্বা বেশ—ভূষায়—মুকুটে—
মানব,—মানব নহে। হয় আচরণে।
মানব-সম্ভব তব নহে ব্যবহার;—
কি আর অধিক কর? অধীর সম্রাট্,
ধিক্!—যদি পাপ-ক্ষুধা এতই প্রবলা,
—সাধি তোমা, যাও তবে বেগম মহলে
মিটা'তে সে ক্ষুধা তব। কেহ না রোধিবে!
সকলে সাগ্রহে তোমা দিবে আলিঙ্গন।
আমি পর-নারী; মম এ ক্ষুদ্রজীবন-
কায়মনঃ,—আছে বাঁধা ধর্ম্মের বন্ধনে
তাঁর কাছে। নাহি সাধ্য—নিজইচ্ছাবলে
বিলাইতে এই দেহ সম্ভোগের তরে
অপরে।—বৃথায় তব কুআশার মোহ!
শান্তনু বা পরাশর পরললনারে
ছলে নাই পাপ-পথে—পাপ-আলিঙ্গনে।
তাই বলি—ছাড় আশা—বিমূঢ় সম্রাট্!
বৃথা আকাঙ্ক্ষারে তুমি পুষেছ অন্তরে!—
পবিত্র মীবার-কুলে রাজপুত-বালা,
অমূল্য সতীত্ব তা'র দিবে বিসর্জ্জন,—
এ দুরাশা কেন তোমা বিমোহিল আজি?
শাস্ত্রে বলে,—রাজা—পিতা। পিতার আচার—
এই কি?—কন্যার সনে বিহার কামনা!—
হা অনার্য্য, এ কার্য্যে কেন কুমতি তব!

আ। সব বুঝি ; কিন্তু আজি সৌন্দর্য্যে তোমার
বিমুগ্ধ !—অর্জ্জিতে পাপ নাহি ডরি মনে।
অথবা কিসে বা পাপ ?—কিসে পশু আমি ?—
পশুর রমণ-সাধ শুধু কামবশে ;—
আছে কি সৌন্দর্য্যবোধ পাশবহৃদয়ে ?
আছে কি রঞ্জিনী-বৃত্তি ? মানবেরও মাঝে,—
অতুল সৌন্দর্য্য তব বুঝে কয়জন ?—
নহি পশু। ভাবি মনে দেখ বিচারিয়া।
আছে ত তরুণী কত এ ধরার পরে !
বেগম মহলে কত !—কিন্তু আক্‌বর,
কা'র পানে যায় ছুটি'—(উন্মত্ত—বিকল !)
পশু প্রায় ?—ও সৌন্দর্য্যে মজিয়াছি আজি ;—
সৌন্দর্য্য-বোধজ্ঞ আমি দেবতা-মানব !
ধর লো রতন-হার, এনেছি যতনে
তবগলে পরাইতে বড়সাধ মনে !
অধীর সম্রাট্ মুগ্ধ-উন্মত্ত-বিকল !—
আলিঙ্গন-দানে তা'রে হ'য়োনা বিমুখী—
চন্দ্রমুখি !—নারী তুমি—হানিছ কেমনে
প্রত্যাখ্যান-শরে বক্ষঃ ! রক্ষ সম্রাটেরে !
যো। হীরক-রতনোজ্জ্বল মহামূল্য হারে
প্রলুব্ধ করিবে মোরে ? ধিক্ আশা মনে !
ধিক্ আশা !—এ দুরাশা কেন গো জাগিল ?
তুচ্ছি মোরা শত কোটী কুবের ভাণ্ডার,—
অপার্থিব যে সতীত্ব—তা'র বিনিময়ে !

রাজরাণা-কুলবালা আমি হে সম্রাট্ !—
বিশ্বাস-ঘাতিনী হ'ব—অসতী—কুলটা ?--
—পার্থিব রতন-লোভে ? কেন গো জাগিল
এ দুরাশা হৃদে তব—কি কুক্ষণে আজি !
শতকোটী আক্‌বর করি তুচ্ছ মোরা—
তুচ্ছ করি এ যৌবন-সৌন্দর্য্য-জীবন—
রক্ষিতে অমূল্যরত্ন সতীত্ব মোদের !
কে না জানে সে কাহিনী ? দিল্লীর সম্রাট্
পাপীষ্ঠ পাঠান-দুষ্ট—পিতৃব্য-ঘাতক
আলাদ্দিন,—পদ্মিনীর রূপ-মদিরায়
উন্মাদ দানবরূপে মেতেছিল যবে
ভয়ঙ্কর ! করেছিল চিতোর শ্মশান !—
তথাপি—তথাপি—অহো !—চিতোরের কুলে,
পদ্মিনী দূরের কথা ! এক রমণীরও
সতীত্বে কলঙ্ককালী পারেনি ঢালিতে !—
সপ্তশত রাজপুত-সুন্দরীযুবতী,—
পদ্মিনী-পদাঙ্ক ধরি' ভীম চিতানলে—
—(রক্ষিতে সতীত্ব-রত্ন !)—পশি' হাসি মুখে,—
অনায়াসে দিয়া সবে আত্ম-বিসর্জ্জন—
(উদ্‌যাপি) যহর ব্রত !—কুসুমের রথে
পশেছিলা স্বর্গধামে। জন্ম সেই কুলে
মম !—আমি বিকাইব সতীত্ব আমার
রত্নহার-বিনিময়ে ?—কি মূঢ়তা তব !
কি ক'ব অধিক আর ? ব্যথা লাগে মনে !

সৌন্দর্য্য-বোধজ্ঞ তুমি দেবতা-মানব ?—
পিশাচ-অধম তুমি ! রঞ্জিনী-বৃত্তির
বিকাশ তোমার মনে ?—পাপ-প্রবৃত্তির
চরম বিকাশ হেরি ! সৌন্দর্য্যজ্ঞজনে
দেবতা বলিয়া মানি ;—অতৃপ্ত নয়নে
নেহারি সৌন্দর্য্য তাঁরা,—হ'ন আত্মহারা !—
সৌন্দর্য্য-নির্ম্মাতা বিশ্ব-শিল্পী-বিধাতার
প্রশংসা-সাগরে ডুবি'—আত্মহারা তাঁ'রা !—
নহে সে সৌন্দর্য্য-মোহে—রূপান্ধ সম্রাট্ !
পর্ব্বতে কাননে ফুলে নীলাম্বুসাগরে
নেহারি সৌন্দর্য্য তাঁ'রা—বিমুগ্ধ-বিহ্বল !—
নহে শুধু রমণীর রূপ-মাধুরীতে !—
নহে নারী-রূপ-মধু-সম্ভোগের তরে
কদাপি উন্মাদ তাঁ'রা ! কি আর কহিব ?—
রূপান্ধ পাপান্ধ তুমি !—বুঝিবে কেমনে
ভক্তের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ?—তুমি বহুদূরে !
তব যোগ্য উপদেশ শুন হে সম্রাট্ !
বাহ্যিক সৌন্দর্য্য যাহা নেহার নয়নে
রমণীর,—সৌন্দর্য্য তা' অস্থায়ী ভঙ্গুর !—
সৌন্দর্য্য,—রমণী-মনে—স্বামি-অনুরাগে।
পাওনি কি হতভাগ্য বেগমে তোমার
সে সৌন্দর্য্য-অনুরাগ ? অথবা যদ্যপি
পাইতে তা,'—হইতে না উন্মাদ এমন
পরের ললনা তরে !—পর-উপবনে

ফুটি' যদি রহে ফুল,—কোন মূঢ় যায়
তুলিতে সে ফুলরত্ন—কিম্বা উপভোগে ?—
বিমূঢ় পাপান্ধ তুমি ত্যজ অভিলাষ।
বৃথা পরিতৃপ্তি আশা পুষিয়াছ বুকে !

আ। (স্বগতঃ)—
যোগ্য প্রায়শ্চিত্ত !—ধিক্, সাজিয়া ভিখারী
ললনা-সৌন্দর্য্য-দ্বারে—(প্রলুব্ধ-উন্মাদ !)
তৃপ্তিরত্ন তরে আজি—"পিশাচ"-"বিমূঢ়"
উপাধির কষাঘাতে সাধ্বী ললনার
হইনু জর্জ্জর !—লুব্ধ উন্মাদ ভিখারী,
চিরদিন এইরূপে হয় পুরস্কৃত !
কি দুঃখ কি তাপ তাহে ?—এ মধুললনা
ফুলদল-কোমলতা—সুকমনীয়তা
লইয়া গঠিতা অহো !—ছাড়িব কেমনে ?…
কিন্তু আশা—কোথা ? অহো, অলীক স্বপন
লালসা-তৃপ্তির সাধ !—পরন্তু কেমনে—
ছাড়ি' এ অপ্সরা-নিন্দী অমিয়-প্রতিমা
কেমনে যাইব চলি' অতৃপ্ত হৃদয়ে !—
হায়, কোন্ প্রাণে ? কোন্ অবোধ ভ্রমর,
মধুময়ী নবফুল্ল নলিনী ফেলিয়া,—
কাঞ্চন কিংশুক কিম্বা কৃষ্ণচূড়া ফলে
বিহরিতে চলি' যায় ?—মধু-পান-সাধ
হৃদে যদি,—মধুময়ী ছাড়িব কেমনে !
সাধিব ধরিয়া পদে যদি প্রয়োজন ;

আ। (প্রকাশ্যে)—
বেগমের অনুরাগ ? শত বেগমের
সরস প্রাণের প্রীতি—(প্রীতি অকপট
আন্তরিক !)—লভিয়াছে দিল্লীর সম্রাট্
ভাগ্যবান্ ! কিন্তু তবু আজি ভাগ্যদোষে
হে সুভগে !—অণুমাত্র অনুরাগ তরে—
ও পদে ব্যগ্রতাভরে করি অনুনয় :
নন্দন-কানন-কুঞ্জ-পারিজাত-মধু
পায় যদি বিন্দুমাত্র—কোন্ মূঢ়জন,
মরত-কুসুম-মধু চায় রাশিরাশি ?
কি কহিব ? কি কহিনু দেখ ভাবি' মনে।—
পাইতাম যদি তোমা' প্রমোদভবনে—
ইন্দ্রপুরী-নিন্দী মম চারু অবরোধে—
রাখিতাম কত সুখে আদরে যতনে,—
কি জানা'ব ! বাঁদী তব সাজা'তাম তা'রে—
প্রধানা বেগম যেই বেগম মহলে।
কি আর অধিক ক'ব ?—সে পিতৃব্যঘাতী
নিষ্ঠুর পাঠান দুষ্ট পাপী আলাদ্দিনে
নিন্দিনা সুন্দরি আমি পদ্মিনী-ব্যাপারে।—
কিসে দোষী আলাদ্দিন ? রহে যদি ফুটি'
কণ্টকিত বনকুঞ্জে ফুল্ল ঢল ঢল
কুসুম—মানসরঞ্জী সুরভি সুন্দর—
অতুল—অদৃষ্টপূর্ব্ব !—সৌন্দর্য্য-বর্ব্বর
মূঢ় ছাড়া,—বল প্রিয়ে—কোন্ কাপুরুষ

না তুলি' সে ফুল-রত্ন ফিরি' যায় ঘরে ?
আলাদ্দিন করে নাই চিতোর শ্মশান ;—
ভীমসিংহ মূলহেতু।—একটী নারীর
সামান্য সতীত্বতরে সে মূঢ়বর্ব্বর,—
আলাদ্দিন-রোষানলে ভস্মিলা—স্বেচ্ছায়,—
চিতোর—চিতোর-সুখ-স্বাধীনতা সব !
নাশিলা অসংখ্য নর নারীর পরাণ !
নহে দোষী আলাদ্দিন। দোষী ভীমসিংহ ;—
দোষী সে পদ্মিনী—দোষী সতীত্ব হিন্দুর।
তা'ই বলি,—ত্যজ দূরে সতীত্ব-গৌরব !—
পরিহর ভ্রান্তি দূরে !—পদানত জনে
দিতে ব্যথা বাজে না কি কুসুম-হৃদয়ে ?
কর সুখী ;—চির-সুখী করিব তোমারে।—
দিব্য রাজ্য সিংহাসন জনকে তোমার—
চিতোরে—মীবার-রাজ্যে। চাহ যদি প্রিয়ে,
দিব তবে বিকানীরে রাজ্য-সিংহাসন—
বিতাড়িয়া রায়সিংহে—কবি পৃথ্বীরাজে
স্বামী তব।—আক্‌বর-প্রদত্ত-সম্মান
পা'বে যা',—মৎসরনেত্রে হেরিবে সকলে
ভারতে রাজন্য যত ! কি আর কহিব !
যো। পুনঃ প্রলোভন-পাশে—পাপিষ্ঠ সম্রাট্ !—
বাঁধিবারে আশা মনে ?—অসাধ্য-সাধনে,
হা ধিক্ এখনো সাধ পাপান্ধ বর্ব্বর !—
দুর্ব্বার জাহ্নবী-স্রোতঃ রোধিবারে আশা—

কৌশলের শিলা খণ্ডে ?—খর্ব্বিতে বাসনা—
হিমাচল-উচ্চ-চূড়া,—মূঢ় প্রতিকূল
তর্কলোষ্ট্রে ? কি আশ্চর্য্য আশা মানবের!
নহে দোষী আলাদ্দিন ?—দোষী ভীমসিংহ ?----
দোষী সে পদ্মিনী ?—দোষী সতীত্ব হিন্দুর ?
হা ধিক্ !—জ্ঞানের বিন্দু নাহি তব মনে ?—
নাহি কি মর্য্যাদা-বুদ্ধি ?—যদি রাজ্যেশ্বর
অন্য কোন, হয় মুগ্ধ বেগমের তব
সৌন্দর্য্যে,—নির্বীর্য্য-ভীরু-কাপুরুষ-প্রায়—
দিবে কি সে অনার্য্যেরে যতনে বেগম ?—
বিনা যুদ্ধে রক্তপাতে ?—দেয় কোন্ জন ?
পারে না তা' রাজপুত। মর্য্যাদারতরে,
পারে তা'রা অনায়াসে পশিতে অনলে!
সম্মান মর্য্যাদা কিম্বা স্বাধীনতা তরে,
কি ছার সম্মুখযুদ্ধে আত্মবিসর্জ্জন!—
সে ত ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের!— সে ধর্ম্ম-পালনে
তা'রাত প্রস্তুত সদা!—সে ধর্ম্ম পালিয়া--
পশে তা'রা হাসিমুখে সুখ-সুরলোকে!
মর্য্যাদা রক্ষার তরে ক্ষুদ্র সে চিতোর—
ছার নরনারী তা'র অধিবাসী যত!
সমগ্র রাজপুতনা—রাজপুতজাতি,—
ডুবিয়া যাইত যদি ধ্বংসের অতলে—
কি ক্ষতি তাহাতে ছিল ?—সতীত্ব-মর্য্যাদা
ধর্ম্মের মর্য্যাদা-রক্ষা উদ্দেশ্যের বশে—

চিতোর শ্মশান!—অহো, সে মহাশ্মশান
পবিত্র ভবিষ্যবংশ প্রশংসার চক্ষে
কল্পনা-দূরবীক্ষণে নিরীক্ষিবে যবে,—
স্বর্ণাক্ষরে ইতিবৃত্তে রাখিবে লিখিয়া—
ধন্য ভীমসিংহ—ধন্য পদ্মিনী তাহার!
করিবে সুখিনী?—দিবে রাজ্য-সিংহাসন
স্বামী ও জনকে?—তা'র বিনিময়ে তুমি
সম্ভোগিতে চাহ মোরে?—মোহ-ভ্রান্তি মম
সতীত্ব?—কি অপদার্থ!—ভিত্তি সমাজের
সতীত্বে,—হে অসাত্ত্বিক বিমূঢ় সম্রাট্,
নার বুঝিবারে!—কা'র মমতার তটে—
মানব-জীবন রহে সুখ-অবস্থানে
জন্ম হ'তে চিতাশয্যা?—সেবাশুশ্রূষায়
কা'র স্নেহময়ী—নর রহে ধরা'পরে?—
পবিত্রা নারীর! কা'র মুখ-পানে চাহি'—
কা'র অঞ্চলের কোণে সুখ-শান্তি বাঁধি'—
কা'র পূর্ণ বিশ্বাসেতে বাঁধি' বুকবল—
সংসার-মরুতে নর খাটে ছুটে এত?—
দয়িতা নারীর! ধিক, সে নারী যদ্যপি—
—অসতী—পাপিষ্ঠা—দুষ্টা—বিশ্বাসঘাতিনী!—
নষ্ট হ'বে—ছিন্ন হ'বে—সমাজ বন্ধন!
—সমাজ ভাসিয়া যা'বে—ভাঙ্গিবে সংসার!—
সতীত্ব সামান্য? ধিক্ অপদার্থ তোমা!
তুমি ধর্ম্ম মূর্তিমান্,—যুধিষ্ঠির—পাপী?—

সংযম-ধীরতা-ক্ষমা-তিতিক্ষার যিনি,
আদর্শ শিক্ষক ভবে,—পাপী সেই জন ?—
সত্যনিষ্ঠা-ন্যায়নিষ্ঠা-প্রতিষ্ঠার তরে,
মরতে জনম যাঁ'র,—পাপী সেই জন ?—
বিশ্ববিজয়িনী শক্তি যাহাদের ভুজে
সেই ভীমার্জ্জুন বীর অবনত শিরে
বহিত আদেশ যাঁ'র— ভকতি-বিহ্বল !
বিশ্বস্রষ্টা পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ লীলাময়
স্বয়ং সারথী যাঁ'র—পাপী সেই জন ?—
তিনি পাপী—অধার্ম্মিক !—আর পুণ্যবান্
মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম—তুমি ?—ধার্ম্মিক সম্রাট্,
পাপীর ধর্ষণা হ'তে রক্ষিতে নারীরে
প্রাণপণে,—রাজধর্ম্ম। রাজধর্ম্ম নহে—
কিম্বা নহে নরধর্ম্ম !—পশুধর্ম্ম শুধু—
ধর্ষিতে পরের নারী !—বুঝাইনু এত
অবোধ !—এখনো ফিরি' পশ অন্তঃপুরে—
সে রঙ্গমহলে তব—প্রফুল্ল পরাণে !
দাও ছাড়ি' পথ মম—যাইব আবাসে !

আ। (স্বগতঃ)—
দগ্ধ-আশে !—রহ চির অতৃপ্তির তলে !—
কেন বঞ্চাইছ পুনঃ ?—এই শেষ বার !
(প্রকাশ্যে)—
অসাধ্য তোমার যথা—অসাধ্য আমার !
অসাধ্য—প্রদান—তব ;—অসাধ্য আমার—

ত্যাগ। হে সৌভাগ্যবতি—আলিঙ্গনদান
অসাধ্য তোমার যদি,—বল কি উপায়ে—
অসাধ্য করম আমি করিব সাধন!—
কেমনে ত্যজিব তোমা!—যা'বে চলি' তুমি,—
জ্বালাময়ী শয্যাপরে বিনিদ্র যামিনী—
কেমনে কাটা'ব আমি! —কেমনে ললনে!
আমি পাপী —অধার্ম্মিক!—কিন্তু ক্ষম মোরে!
আশ্রিত পামরে রক্ষা কর নিজগুণে!
জীবনের সাধ মম অতৃপ্ত রাখিয়া
যেও না ললনে!—কাঁদি' সাধি ও চরণে।
মধুর গাহিবে পিক বসন্ত-গগনে,—
সুধা-পিকরব ল'য়ে বহিবে মালয়
সুস্নিগ্ধ—কুসুমচুম্বী ;—হরষে ঢলিয়া—
পরশে জাগা'বে স্মৃতি এ অন্তরে মম!—
মধুর মূরতি তব সে স্মৃতির কোলে
উঠিবে জাগিয়া শুধু দহিতে আমারে!
মধুর শারদাকাশে হাসিবে চন্দ্রমা!—
ফুল্ল শেফালিকাদলে বিহরি' সমীর—
নীরব হাসিয়া যেন ভাষিবে বিদ্রূপে!
নীরব নিশায় যবে পশিব হরষে
সুন্দরীবেগম-কক্ষে, অলক্ষ্যে মোহিনি—
ও চারু মাধুরীভরা জাগি' উঠি মনে,
দেখা'বে বেগমে যেন বিকট পিশাচী!
তা'ই বলি—সাধি পদে—লো সাধ্বী ললনে,

অসাধ তুষিতে যদি মধু-আলিঙ্গনে—
শুধু অনুরোধ!—শুধু দণ্ডেকের তরে
প্রীতিস্নুমধুরফুল্ল হাসিমাখামুখে
দাঁড়াও রূপসী! শুধু হেরিব নয়নে
(অতৃপ্ত!)—অপ্সরা-নিন্দী মোহিনী-মূরতি!
যাইও না ফেলি' মোরে অতৃপ্তি-বিষাদে!

যো। (করুণাপূর্ণ স্মিতমুখে)—
রূপান্ধ সম্রাট তুমি!—অবোধ—উন্মাদ!

আ। রূপান্ধ জ্ঞানান্ধ মোরে করেছ উন্মাদ—
তুমি!—যেওনা চলি' নিদয় পরাণে!
অতৃপ্ত—অধীর—মুগ্ধ—উন্মত্ত—বিকল—
রাখি' যদি যা'বে চলি'—বাজিবে সম্রাটে!
বাজিবে পরাণে তা'র ভীষণ—ললনে!
(করধারণে অগ্রসর)—
নারী তুমি!—নরহত্যা করিবে কেমনে!

যো। (ঈষৎ পশ্চাতে সরিয়া)—
কি করিস্—হা পাপান্ধ দুর্ব্বৃত্ত মোগল?—
এত স্পর্দ্ধা!—হা বিমূঢ় ক্ষুব্ধ-উর্দ্ধফণা
কাল ফণিনীরে তুই হইলি প্রয়াসী
কি সাহসে পরশিতে?—শমন তোমার
হের কাল "চন্দ্রহাস"!—কেন সচকিত—
—ত্রস্ত—আতঙ্কিত ধীরে সরিছ পশ্চাতে?
নারী আমি। "নরহত্যা করিব কেমনে?"—

সত্য কথা। বিনাশিতে পিশাচ-দানবে—
রমণী-জনম! ব্যথা বাজে না পরাণে!
কেন এ দুর্ম্মতি তোর—দুষ্ট অধার্ম্মিক!—
মীবারের কুলবালা—ধমনীতে যা'র,—
পূর্ণলক্ষ্মী পতিব্রতা সীতার শোণিত
এখনো বহিছে উষ্ণ!—পরশিতে তা'রে—
কলুষ-কামার্ত্তভাবে—হইলি প্রয়াসী?
বাখানি সাহস তোর হা মূঢ় বর্ব্বর!
ঘোষিবে জগৎ তোর এ নিন্দার কথা!—
ভারতের ইতিহাসে রহিবে গ্রথিত!
কলঙ্কিত র'বে চির আক্‌বর-নাম—
—পূতিগন্ধ-অনুলিপ্ত! ভবিষ্য-জগৎ,
পাপান্ধ পিশাচ বলি' ঘৃণিবে রে তোরে!
দিল্লীর সম্রাট তুমি?—মোগল-গৌরব?—
ধিক্ হা অনার্য্য তোরে—ম্লেচ্ছ দুরাশয়!
আনন্দবাসরছলে পরললনারে
আনিয়া স্বগৃহে তোর, হরিস সতত
সযৌবনা সুরূপার সতীত্ব-রতন—
কৌশলে ছলে বা বলে!—রৌরব-নরকে
(অগ্নিময়!)—ডুবিবি রে তুই দুরাচার!
বারেক আতঙ্ক মনে হয় নাকি কভু?—
মানস-কল্পনা-নেত্রে চাহিয়া পামর!—
অদূর ভবিষ্যাদৃষ্ট আকাশের পানে
নেহার বংশের তব কিবা পরিণাম!

অধর্ম্ম অপরাভূত নাহি র'বে ভবে!
যা'বে রাজ্য-সিংহাসন। "মোগল-সম্রাট্"-
গরিমা-গর্ব্বর-নাম, দুর্ভাগ্য-শর্ব্বরী
রে বর্ব্বর!—ডুবাইবে চির-অন্ধকারে
দুর্নিবার! ডুবি' যা'বে মোগল-সম্মান!
ঘৃণিত অপরিজ্ঞাত বহিবে জীবন
তব দূর-বংশধর। এত অত্যাচার!—
প্রজাপত্নী—পরপত্নী—নিমন্ত্রি' আলয়ে,
সতীত্ব-রতন তা'র হরিবারে ছলে
বন্দিনী করিস্ তা'রে!—বিধাতা কেমনে
সহিবেন এত পাপ?—বসিবে নিশ্চয়
এক দিন—জানিনা তা' অহো কোন্ দিন
কোন্ যুগ যুগান্তরে—ভারতে সম্রাট্
অথবা 'জাতীয়-সভা', পরললনায়
যাহারা জননী-ভাব পুষিবে অন্তরে!
কি আর কহিব তোমা?—পরশে বর্ব্বর
এ অঙ্গ জনমে সাধ পুনঃ তব মনে,—
শাণিত ছুরিকা মম—নীরব উল্লাসে—
বক্ষের শোণিত তব পিয়া'বে বসিয়া—
নিশ্চয়!—এখনো ছাড়ি দাও পথ মোরে!

আ। বিষম বাজে এ বুকে হে বজ্রসনে,
পাষাণীস্ত্রীজনোচিত আচরণে তব!
না ডরি ছুরিকা হেরি তব তীক্ষ্ণধার!—
নারীর রাক্ষসীমূর্ত্তি চমকিল মোরে।

অসংখ্য অরাতিসৈন্য তীক্ষ্ণ-অসি করে,
সম্মুখ-সমরে যদি হয় অগ্রসর—
বিজয়ী সম্রাট্ আমি ডরি না পরাণে!
তুমি ক্ষুদ্র নারী মাত্র—অবলা অবোধ—
অবধ্যা! নতুবা তব কমনীয় শিরঃ,
অচিরে ঘাতক হাতে পড়িত খসিয়া!

যো।— নির্ম্মম ঘাতকে শত ডাক্‌রে পামর!—
না ডরি আতঙ্কে আমি!—ঘাতক-ঘাতকে
কাল শমনেরে তোর—তুচ্ছ করি মোরা!
নারীর সতীত্ব সার। তা'র বিনিময়ে—
ফাটি' বক্ষঃ হৃৎপিণ্ড কাটিতে স্বকরে—
যদি হয় প্রয়োজন, অণুমাত্র তা'হে
নাহি হ'ব বিচলিত।—তথাপি পামর!—
হৃদয়-দেবতা-পতি ভিন্ন অন্যজন—
পরশিবে অঙ্গ?—দেহ করিবে সম্ভোগ?—
অহো, কি ঘৃণার কথা! কভু না সহিব!

আ। (স্বগতঃ)—
এ নারী রমণী নহে!—কাল ভুজঙ্গিনী।
সতীত্ব ইহার ফণা। ফণিনীর কাছে
স্নেহ-মমতার-আশা—শুধু বিড়ম্বনা!—
জানি; কিন্তু আঘাতিয়া তা'র মর্ম্মস্থলে,—
কোন্ মূঢ় দেয় ছাড়ি' পশিতে বিবরে—
গৃহ-প্রাঙ্গনের? যদি এ অঙ্গনা-ফণা—
—সতীত্ব বিষের ফণা—নাহি ভাঙ্গি আজি

আলিঙ্গন-নিষ্পীড়নে,—সাঙ্গিবে নিশ্চয়
এ নারী জীবন-রঙ্গ— রাজলীলা মম !—
জাগাইয়া রাজপুত-সুষুপ্ত-বীরতা—
উত্তেজিয়া সিংহোচিত শৌর্য্য প্রতাপের—
জ্বালা'বে বিষম রণ !—না না—কোন রূপে—
কোন ক্রমে এ নারীরে দিব না ছাড়িয়া,—
অম্লান সতীত্ব ল'য়ে ফিরিতে আলয়ে।
শুধু তাহা নয় !—ভীরু কাপুরুষপ্রায়
পরাজিত যা'ব আমি ?—রমণীর সনে
চাতুরীতে—তর্কে নানা—বিবিধ কৌশলে—
এতক্ষণ যুঝিলাম ;—যা'ব পরাজিত ?—
বিজয়-গৌরবে নারী ফিরি' যা'বে ঘরে ?—
ধিক্ মোরে !—ধিক্ মোর পুরুষ-পদবী !—
ধিক্ আমি নিরবোধ ভারত-সম্রাট্ !—
ধিক্ মম সিংহাসন !—কিন্তু অসম্ভব।
কুক্ষণে কুআশা মম জাগিল হৃদয়ে !—
হিমাচল টলাইতে সাধ্য মানবের ;—
অতল বারিধি-তলে রতন-সংগ্রহ,
সতত সম্ভব নরে !—কিন্তু নারী যদি—
বিরূপা—অননুকূলা !—কা'র সাধ্য তা'রে
বাঁধে—সাধ মিটাইতে—পাপ আলিঙ্গনে !
ওকি ?—ওই নয়নে কি ঝরে অশ্রু-বারি !—
পাপী আমি !—পীড়িয়াছি বন্দী' ললনারে ;—
কিন্তু এত স্পৰ্দ্ধা !—ক্ষুদ্রা অধীনা নারীর—

হউক্ সাধ্বীর সাধ্বী—মধুর-ললনা !—
এ হেন ধৃষ্টতা তা'র সম্রাট্-সকাশে
অসাধ্য ক্ষমার মম !—অযোগ্য ক্ষমার !
(প্রকাশ্যে) সহিবে না, কি করিবে অবোধ রূপসি ?

যো। (স্বগতঃ সক্রন্দনে)—
পাপিষ্ঠ, পাশববলে পরশিবে বুঝি !—
হা মাতঃ ভবানি আজি রক্ষ দুহিতারে !
সমর্থ তাহারে আজি শাসিতে পিশাচে।
(মনোমাঝে ভবানীর অভয় দান।)
(প্রকাশ্যে)—
ছুরিকা বৃথা কি সাথে রাখে রে পামর,
রাজপুত কুলবালা—দুরাত্মা যবন ?—
আয়ুষ্কাল পূর্ণ তোর, বুঝিনু নিশ্চিত।
শক্তি-অংশে রমণীর জনম ভারতে।
দনুজদলনী শক্তি সহায় তা'দের।—
সেই শক্তিবলে আজি নাশিব দানবে।
রক্ষিব রমণীকুল—সতীত্ব ভারতে;
হও রে প্রস্তুত দুষ্ট !—প্রশস্ত সময়—
নিস্তব্ধ নিশীথধরা !—এবে মম করে—
যাও যমপুরে আজি, জুড়াইবে জ্বালা।
(ছুরিকাকরে ঈষৎ অগ্রসর।)

আ। (স্বগতঃ)—
নিষ্কোষিব অসি ?—ধিক, বধিব কেমনে—
কেমনে বসা'ব অসি ফুল্লফুলদলে ?

নহে শুধু পাপ তাহে।—জ্বলিবে অনল!
অধিকন্তু বধিবারে সাধ্য কোথা মম?
সে মধুমূরতি কোথা? কালঅসিকরে
আসিতেছে যেন বালা ভৈরবী-ভীষণা!
কাঁপে এ পরাণ যেন!—বৃথা সাধ মনে!

(প্রকাশ্যে)—

(পশ্চাতে চলিতে চলিতে।)

ক্ষম সাধ্বি! এ দুর্ব্বুদ্ধি অধীর সম্রাটে।—
অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষিতে যতনে
এত দূর অগ্রসর!—সাবাসি তোমারে!
লভিনু সুশিক্ষা আজি তোমার সকাশে
কবি-রাণি! ভ্রান্তি মম পলাইল দূরে!
ভাবিতাম,—নারীজাতি সতীত্ব-রতন,
প্রলোভনে কতক্ষণ পারে রক্ষিবারে?—
বুঝিলাম বিপরীত!—আজি হ'তে আর
পরের ললনা তরে হ'ব না ব্যাকুল!—
করিনু শপথ আমি!—কি আর কহিব?—
দেবী বলি' আজি হ'তে পূজিব যতনে
আমরণ তোমা মনে।—ক্ষম এ সম্রাটে!—
হইনু বিমুগ্ধ আমি তব গুণগ্রামে—
—অন্যায় আচার মম ক্ষম নিজগুণে!
চলিনু ললনে এবে;—যাহাতে সত্বর
শিবিকায় নিরাপদে যাইবে আলয়ে—

বিহিত উপায় তা'র করিব এখনি !
ধন্য তুমি !—ধন্য অহো—আর্য্যের ললনা !

(কক্ষ প্রবেশ।)

—:*:—

চতুর্থ দৃশ্য।

[পৃথ্বীরাজ-ভবন।]

(ত্রিতল শয্যাকক্ষে পাদচারণা করিতে করিতে।)

পৃথ্বী। (স্বগতঃ)—
কেন এ বিলম্ব যোশি, বুঝিতে না পারি !

(দৌবারিক হরদয়াল সিংহের প্রবেশ।)

হরদয়াল। মহারাজ, রাণীমাতা কেন অকারণ—
বিলম্বেন নরোজায়—শিবিকাবাহক
ফিরিয়া জনৈক কহে সভয়পরাণ,—
তা'রাও নাবুঝে ব্যাজ কি কাজে তাঁহার !

(ত্রস্তভাবে দাসী ও বাহকগণের প্রবেশ।)

দাসী। মহারাজ, না বুঝিনু কেন রাণীমাতা
বিলম্বেন নরোজায়, কিম্বা না বুঝিনু,—
সম্রাটের বাঁদী আসি' প্রদানে বারতা :—
"নহে আজি—সন্ধ্যাপরে কালি নরোজার
আসিও—যা'বেন তিনি স্বগৃহে ফিরিয়া।
যাও সবে—রাখি' হেথা শিবিকা তাঁহার !"

পথ্বী। সে কি কথা!—যাহা হ'ক যাও তোমা সবে
বিশ্রামার্থ।
(স্বগতঃ)—
অনর্থের বুঝি বা সূচনা!

* * * *

প্রণয়-নন্দনবনে পারিজাতমূলে
বাঁধিয়া দাম্পত্যসৌধ, কর্ত্তব্য-সাধনে
সুখে অনুরক্ত দোঁহে। বহে আঙ্গিনায়
প্রেমমন্দাকিনীস্রোতঃ—বিশ্ববিধাতার
করুণ চরণপ্রান্ত হইতে বাহিয়া;
ক্লান্ত শ্রান্ত যবে দোঁহে,—চিরসুখময়
সে চির-শীতল স্রোতে অবগাহি দেহ!
মরিলে লইবে কোলে কল কল্লোলিনী;—
যা'ব ভাসি বিধাতার চরণ কমলে!—
চিরানন্দ-সিন্ধুতীর্থে!—সাগর-সঙ্গমে
ছুটে যথা তীর্থযাত্রী—যাইব ছুটিয়া!—
আছে আশা;—কিন্তু এবে ভাসি মোহনীরে—
পাপ-বৈতরণী-স্রোতে যেন গো সহসা!
কোথা সে—কোথাবা আমি!—পাপ-অধীনতা
আলিঙ্গিয়া, দুশ্চিন্তার বৈতরিণীতলে
ডুবি বুঝি এবে হায়,—হায় মহাপাপী!

বীণাহস্তে গীত। (বেহাগ—যৎ)।

কেন বা হতেছে মনঃ, আজি এত উচাটন!
কেন মোরে থাকি' থাকি' করে এত জ্বালাতন?

পাঠাইনু কেন তা'রে হায় সে পাপিষ্ঠাগারে !
নিজপাপে পুড়ি দহি, নহে দোষী অন্য জন !
সাধিনু ধরিয়া করে, কহিল বিরাগভরে :—
"যাবনা !"—তথাপি তা'রে, পাঠাইনু অকারণ !
অহো প্রিয়তমে মম, দোষী স্বামী, তা'রে ক্ষম !
এস ঘরে—এস ঘরে—বাঁচাও জীবন প্রাণ !

* * * *

কোথা সে—কোথায় আমি !—পাপবিমলিন
করস্পর্শে কলঙ্কিত করে যদি পাপী !
কোথা আমি—কোথা মম সুধা-প্রণয়িনী !
অধীর হৃদয় কাঁদে !—কেমনে উদ্ধার ?—
হা ধিক্—শতধা ধিক্ অধীন-জীবনে !

(যোশার প্রবেশ।)

যো। হা ধিক্ ! শতধা ধিক্ অধীন-জীবনে !
পৃথ্বী। (ব্যগ্র আলিঙ্গন সহকারে)—
যোশী—যোশী—হৃদয়ের—পরাণের মম !

(হস্তধারণ এবং উভয়ে পর্য্যঙ্কে উপবেশন।)

পৃথ্বী। (পত্নীর চিবুক ধরিয়া কাতর ও ব্যগ্রভাবে)—
কেন ম্লান ক্ষুব্ধ মম প্রফুল্ল নলিনী ?
হৃত কি সতীত্বরত্ন ?—কহ প্রণয়িনি !
যো। কি ধারণা—কি বিশ্বাস—প্রাণেশ !—অন্তরে ?
পৃথ্বী। নহে অসম্ভব প্রিয়ে !—অহঙ্কারভরে
ভর্ৎসিনু অগ্রজে মম—রাজা রায়সিংহে—

এক দিন, যবে তাঁ'র প্রাণের গৃহিণী
আক্‌বর-উপভোগ-বিনিময়-হার
পরি' গলে, পশিলেন স্বামীর মন্দিরে,—
শিঞ্জিনী-নিক্কণে পথ করি' মুখরিত!
বাজিল বিষম প্রাণে।—ভৎর্সিনু অগ্রজে
"অগ্রজ, গুম্ফটী তব কে কহ দহিলা?"
এত বলি'। অহঙ্কার-দর্প-ভার নরে
সহেন বিধাতা কবে?—তাই মনে হয়—
'অসতী অগ্রজপত্নী সম নহে মম
পতিপ্রাণা যোশাবাই!'—এই অহঙ্কার
অলক্ষ্যে পশিয়াছিল এ অন্তর মাঝে :—
ফলিল যাহার ফলে—ফাটে বুক মম
কি বলিব! প্রিয়তমে, ভাঙ্গে এ পঞ্জর
অহঙ্কারফলে মম—প্রাণপ্রিয়তমে,
হারা'লে সতীত্ব রত্ন আজি নরোজায়!—
নহে অসম্ভব প্রিয়ে!—কহ বিবরিয়া!
যো। কি ক'ব বিবরি আর। নহে অসম্ভব!
পরাজিত-শৃঙ্খলিত পরাধীন জাতি
ক্ষত্র-রাজপুত এবে!—নহে অসম্ভব—
বিজয়ী বীরেন্দ্র-সিংহ মোগল-সম্রাট্,
ল'বে সে বিজিতপত্নী-সতীত্ব কাড়িয়া?
কিম্বা সে বিস্ময়কথা,—কেন যে আজিও
বিজয়ী মোগলসৈন্য কিম্বা সেনানীরা,
ক্ষত্রদের ঘরে ঘরে নাহি অত্যাচারে!

পৃথ্বী। ছাড় গো ছলনা প্রিয়ে!—কহগো—কহনা!
যথার্থ সতীত্ব কিবা লইল কাড়িয়া?

যোশী। না থাকিলে 'চন্দ্রহাস'—নহে অসম্ভব!—
দেবভোগ্য ফুল আজি হ'ত কলঙ্কিত!

পৃথ্বী। হয় নি' তবে ত প্রিয়ে! সৌভাগ্য আমার!
হৃদয়-আরাধ্যা দেবী—তুমি প্রিয়তমে!—
নহ ফুল!—পৃথ্বীরাজ উপাসক তব!
ফাটে বুক—উপাসক হেরে যদি কভু
দেবী-অঙ্গ অণুমাত্র কলঙ্কিত তা'র—
অণুমাত্র!—ভাগ্যবান এ মহীমণ্ডলে—
আছে স্বল্প মম সম—বুঝিনু হরষে!
(আদরে চিবুক ধরিয়া)—
যা হ'ক—শুনিতে সাধ,—চন্দ্রহাস হেরি'
কি কহিলা—কি করিলা পাপিষ্ঠ সম্রাট্?

যোশী। প্রবেশিলা কক্ষে পাপী পলায়ন পদে—
কহি "ধন্য—ধন্য অহো! আর্য্যের ললনা!"
অতঃপর পাঠাইলা অনতিবিলম্বে
শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ এক ধার্ম্মিক সুজন।
তিনি রহিলেন সঙ্গে;—নরযানে চড়ি'
সুখে উতরিনু নাথ, দেবতা-চরণে।

পৃথ্বী। পাপী বটে আকবর!—নহে নীচজন!
মহত্ত্ব-আদর বুঝে যে জন ধরায়,—
নিজে সে মহৎ উচ্চ—জা'ন প্রিয়তমে!

যোশী। হ'ক্ সে মহৎ উচ্চ। স্বদেশবৎসল
বুঝি সে পিতৃব্য এবে হৃতবল বলী—
নিরুৎসাহ!—নিরুৎসাহ তোমরাও সবে
নিরুদ্যম!—অনবদ্য কুলে কালী দিয়া,
কেমনে শৃঙ্খল সবে বহিছ হরষে!

পৃথ্বী। হরষে বহিনা প্রিয়ে! কিন্তু অসম্ভব—
এ ভারত হ'তে আর মোগল-বিদায়।—
মুসলমান হিন্দু সব মিলিয়া মিশিয়া—
গলিয়া—হ'য়েছে—এক। ভারত এখন
তা' সবারই জন্মভূমি। "ভাই-ভাই" সবে
নিবসিছে এ ভারতে হিন্দুমুসলমান।

যোশী। ভ্রাতৃভাবে?—কিম্বা জেতা, বিজেতার বুকে—
—(শতকোটী অত্যাচারে জরজরি' তা'রে)—
পাতিয়াছে সিংহাসন!—হেরনা এখনো
শতঅত্যাচারে পীড়ে হিন্দুকুলাঙ্গারে!

পৃথ্বী। সত্য তা'—কঠোর সত্য। কাগ্‌গারের তটে
অন্যায় সমরে যবে মহম্মদঘোরী—
পরাজিল পৃথ্বীরাজে, সেই দিন হ'তে
ভারত-নিয়তি-চক্র মুসলমান করে।—
রাঠোর-কুল-পাংশুল পাপ জয়চাঁদ
মূল তা'র; অন্যমূল হিন্দুদের সন্ন্যাসজীবন
(নিশ্চেষ্ট একতাহীন!)—রাজশক্তি-তলে
চির-অবনত! ফল, ভুঞ্জি মোরা সবে।
এ সব কঠোর সত্য মানি আমি মনে।

মানি আমি—কলঙ্কিছে মুসলমানগণ
তাহাদের সিংহাসন—পীড়ি' প্রজাকুল
অত্যাচারে অবিচারে। হিন্দুকর্ম্মফলে,
পড়েছে আঁধার যুগ! কিন্তু প্রিয়তমে!
ভারতের শুভযুগে হিন্দুমুসলমানে
সম্প্রীতির ঐক্যতানে মাতিবে যখন,
হ'তে পারে সেই দিন—হ'বে প্রতিষ্ঠিত
সাধারণতন্ত্র-সভা।—পৌর্ণমাসীযুগ
সে দিন ভারত পক্ষে। থাকিবে না আর
প্রজাদ্বেষী সিংহাসনে পাপিষ্ঠ সম্রাট্।
যোশী। কল্পনা-অঞ্চল ধরি', আশা-সম্ভাবনা
পুষি' বুকে, থাক বসি,'—নির্ভরি' ললাটে!
স্বাধীনতা বিকাইয়া ম্লেচ্ছপদতলে!

—:*:—

পঞ্চম দৃশ্য।

[যমুনাতটে সৌধ'পরে উষায় আকবর।]

(আকবরের অনুতাপ।)

কে বলে নরক-স্বর্গ জীবনের পারে!—
লজ্জা-ভয়-আত্মগ্লানি-জ্বালা দুর্নিবার,
যুগপৎ কি বিষম জ্বালাইছে মোরে!
কি ছার সম্রাট্‌পদ!—তুচ্ছ করি' সবে,
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে পশিতে অতলে—

অতল বারিধিতলে আবরিতে মোরে—
জুড়া'তে মনের জ্বালা!—কিম্বা সাধ হয়,
সাধিতে বসুধে, তোরে হইবারে দ্বিধা—
লইতে অধম মোরে আঁধার উদরে!
জগৎ-সমক্ষে মুখ দেখা'ব কেমনে!—
এ পাপ-মূরতি পুনঃ! হায় বা কেমনে
ভারতের সিংহাসনে রাজদণ্ড করে
বসিব,—শাসিতে প্রজা ধর্ম্মের শাসনে!
কি ব'লে—কেমনে—মুখ দেখা'ব 'পৃথ্বী'রে!
পাপী অধার্ম্মিক আমি—শতধিক্ মোরে!
শান্ত প্রকৃতির অঙ্কে পুণ্যের জগৎ
নিস্তব্ধ হরষে মগ্ন—লভিছে বিরাম।
জ্বলিতেছে পাপী শুধু—রহিয়া রহিয়া!—
যাপিনু কি জ্বালাময়ী বিনিদ্র রজনী!
কোথায় সহানুভূতি!—কোথা শান্তি মম!
নীলোর্ম্মি-অঞ্চলময়ী চঞ্চলা যমুনা
'ওইত লহরীভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া
ছুটিছে আপন মনে মিশিতে সাগরে—
পবিত্র মিলন তরে—বিধির বিধানে!
আর আমি?—রূপবতী পরনারী হেরি',
দুষ্ট-অপবিত্র-নীচ-পাপ-সম্মিলনে
সম্মিলিত হইবারে হইনু প্রয়াসী!—
বিধির বিধান—ধর্ম্ম—সমাজ-বন্ধন
করিবারে বিশৃঙ্খল কুআশা জাগিল,

কেন এ অন্তরে দুষ্ট পাপ-তাড়নায়!
ছি ছি ছি হা ধিক্! আমি—পাপী দুরাশয়!
পবিত্র বাপ্পার কুলে ঢালিতে কলঙ্ক
করিনু প্রয়াস!—তা'র বিনিময়ে অহো,
লভিলাম যে কলঙ্ক, সপ্তসমুদ্রের
ঢালিলে সলিল রাশি, হ'বেনা বিধৌত
কভু সে অনপনেয় কলঙ্ক-কালিমা!
কোথা যাই!—কোথা শান্তি পাইব অন্তরে!

* * * *

যে দিন, যে দিন অহো কুলগ্নে দুর্ব্বল,
পাপাশালালসা সনে যুঝিনু প্রথম—
পরনারী-সম্ভোগের জাগিল অন্তরে
আগ্রহ!—কুগ্রহ মম, না হইল কেন
সে রমণী যোশীবাই!—খর্ব্বিত নিশ্চয়
পাপাশালালসা মম!—আর না কদাপি
অপবিত্র-দুষ্ট-চিন্তা উদিত অন্তরে—
কলঙ্কিত এ জীবন!—অহো শত ধিক্
সে দুষ্টা পিশাচী দলে!—ধন্য যোশীবাই!
ধন্য যোশীবাই—ধন্য রাজরাণাকুল
মীবারের! শত ধিক্ এ দুষ্ট পামরে!
কি নীচ বীভৎস হিংসা জনমিল মনে!
উদার-হৃদয় বীর স্বদেশবৎসল
প্রতাপের কুলে কালী দিতে আকুলতা
অণুমাত্র পাপমনে কেন দিনু স্থান!

কিসে দোষী সে প্রতাপ ?—স্বদেশরক্ষণে
যুঝিছে বীরেন্দ্র,—দুষ্ট দস্যু দুরাচার
লুব্ধ সম্রাটের সনে—অতুল প্রতাপে !
প্রতাপ—মহৎ, নীচ—আক্‌বর সাহ !—
নীচ লোভী অসংযত !—শত ধিক্ মোরে !

* * * *

ক্ষুদ্র নহে পৃথ্বীরায় !—কবি মহাজন।
নতুবা তাহার ঘরে এ রতন কেন ?
এ সাধ্বী ঘরণী যা'র, ধন্য মানি তা'রে !
এত রূপ—এত গুণ—এক রমণীতে !
ভাবিতাম রূপ যথা, এত গুণপণা
কভু না সম্ভবে সেথা ! ভাবিতাম মনে
দিল্লীশ্বর-প্রলোভনে কেবা স্থির র'বে ?
দেখিনু যা', ঘুচে গেল অহঙ্কার দূরে !
বুঝিলাম,—সতীনারী শ্রেষ্ঠ সকলের !—
তা'র মহিমার কাছে অবনত সবে !

* * * *

কি জানি ছুটিনু কেন দুর্ম্মতিশাসনে,
উপেক্ষি' বিবেকভাষা করুণ-কোমল !
কিন্তু কার্য্য অনুষ্ঠিত !—ফিরা'বার নয় !
পরিণাম ?—কর্ম্মফল নিয়ামক তা'র।
কিবা ভয় ? কিসে লজ্জা ? জ্ঞানিজন যা'রা,
তাঁহাদের কাছে নাই লজ্জার কারণ।
অমিয় মাধুরীময়ী তরুণী হেরিয়া,

দরবেশ-যোগিজন হ'ন আত্মহারা ;—
কি ছার সম্রাট্ আমি—বিষয়ী বিলাসী !

[নেপথ্যে যমুনাতটে জনৈক উদাসীন।]

গীত। ললিত—আড়াঠেকা।

বিমূঢ় মানব-মনঃ, কি ছার কর কামনা !
কামনার সার যিনি, তাঁ'রে কর আরাধনা।
স্ত্রীপুত্র-ধনসংসার- মুগ্ধ মনঃ অনিবার,
যেতে হ'বে জীবনপার, তা'র কি নাহি ভাবনা !
জানিনা কি মোহঘোরে, ছাড়ি' সে সার সারাৎসারে,
অসার ধন-কামিনীরে করেছ মনে কামনা !
ভাবিয়া কি দেখনারে তা'রাত আপন নহেরে !
যে চির-আপন, তাঁরে, কেন না কর বাসনা !
সংসার-অসার-প্রেমে বিচ্ছেদ-দুখ সদা ভ্রমে,
যে প্রেমে নাহি বিচ্ছেদ, তাহার কর সাধনা।

আ। সাধনার সাধ কোথা অধম সম্রাটে !
বুঝি কোন উদাসীন !—গায় নাকি পুনঃ ?

[নেপথ্যে গীত নং ২। সাহানা—আড়াঠেকা।]

মিছে ছায়াময়ী ধরা, মিছে করি যাওয়া আসা !
মিছে খেলায় কাল কাটা'লাম, মিছে বহির্মনে আশা !
দুদিনে সব দেখি ফুরায়, দুদিনে সব ভেঙ্গে যে যায়,
দুদিনেরই সুখ মিটা'তে, বাসনায় কেন ভাসা !

আ । বাসনায় কেন ভাসি, ভাবি তা'ই মনে।
ঐশ্বর্য্য-সম্মান-যশঃ-আকাঙ্ক্ষা-অনলে
দগ্ধ সদা—দিবানিশি !—কোথা—শান্তি মম !
অধিকন্তু পররাজ্য-পরনারী পানে
ব্যাকুল অন্তরে চাহি', কাটাই জীবন
সদা অশান্তির স্রোতে ! সাধ হয় মনে,—
বিসর্জ্জি' আকাঙ্ক্ষা দূরে, কুটীর-আবাসে
পুণ্য মনোপ্রাণ ল'য়ে যাপি এ জীবন—
ওই উদাসীন জনে গুরুপদে বরি'।
ধিক্ রাজ্য-যশোমান-সিংহাসন মম !
মায়াময়ী মরীচিকা মূঢ় আকাঙ্ক্ষার
ভকতিবিহীন শুষ্ক মারব হৃদয়ে
কোন্ পাপে হা বিধাতঃ—বহিতেছি আমি !



আধুনিক চিত্র।

(হাস্য-করুণ-মধুর-রসাত্মক বিবিধ বঙ্গীয় চিত্র।)

"জুড়াইবে হাড় !"

(পীড়িত কম্পোজিটরের শয্যায় শুশ্রূষমানা কুরূপা স্ত্রী)

স্বামী। সামান্য ত পীড়া মম ! তাহাতেই প্রিয়ে,
এত তব আকুলতা-অশান্তি-উদ্বেগ !
মরি যদি আমি ?

স্ত্রী। তবে জুড়াইবে হাড় !

স্বামী। সে কি কথা !—কা'র প্রিয়ে ?

স্ত্রী। তোমার স্বামিন্
জ্বালাময়ী কর্ম্মক্ষেত্রে করম-বন্ধনে
আবদ্ধ জীবন তব !—দারিদ্র্য কঠোর
তাহে ঘৃতাহুতি। নাথ !—সারাদিন পরে
দাসত্বের অবসানে পরের আবাসে
যবে জ্বলি' পুড়ি' তুমি ফিরে এস ঘরে
(জুড়া'বার তরে !)
একাল প্রেতিনীমূর্ত্তি তোমারে সেবিতে
দাঁড়ায় সম্মুখে নিত্য ! মনে হয় মম;—
তাহে তব অস্থিমজ্জা জ্বলয়ে দ্বিগুণ।
মনে হয়,—সে সময় যাইব না কভু
তব পাশে। কিন্তু নাথ, কভু তা' পারি না !
ম্লানমুখ হেরি' তব কাঁদে পোড়া মন—
অঞ্চলে মুছাতে, প্রাণ চায় সযতনে !—

তা'ই যাই ;—জ্বলে নাকি পরাণ তোমার ?
তা'র পর নিশাশেষে ঊষা-ক্ষীণালোকে—
(এ পোড়া উদরজাত শিশুর ক্রন্দনে !)
অন্নচিন্তা-ভয়ঙ্করী-পিশাচী আসিয়া—
তোমারে জ্বালায় নিত্য মরমে মরমে !
তা'ই বলি এ প্রেতিনী জ্বালাইছে তোমা
কত ভাবে ! শ্মশানেতে মিটিবে সে জ্বালা !

স্বামী। না—না প্রিয়ে, কহ সত্য পরাণের কথা !
বাড়িয়া এ পীড়া মম—মরি যদি আমি ?

স্ত্রী। জুড়াইবে হাড় ! সত্য কহিনু তোমারে।

স্বামী। জুড়াইবে হাড়—কা'র ?

স্ত্রী। আমার স্বামিন্ !—
মনে হয় তব সনে শ্মশান-শয্যায়
হ'ব সম্মিলিত।—পরে একত্র দু'জনে
যা'ব সে ত্রিদশরাজ্যে !—হে আর্য্য যেখানে
স্বভাব-সুন্দরী-সাজে সেবিব তোমারে—
নিত্য আমি !—সব জ্বালা মিটিবে তোমার !

স্বামী। তা' নয় ! স্বরগ-ভোগ আমার মরতে !
তুমি শান্তি মম ;—তব প্রেমরাজ্য ত্যজি'
অমর-বাঞ্ছিত রাজ্যে চাহিনা প্রবেশ।
কি আর অধিক কব ! কে কহিল তোমা'—
প্রেতিনী পিশাচী তুমি ? দেবীর আসনে
প্রতিষ্ঠিত করি' তোমা', এ হৃদি-আবাসে
পূজি নিত্য ও সৌন্দর্য্য অনিন্দ্য অতুল !

কুরূপা—কুৎসিতা—তুমি? তুমি—অসুন্দরী?
মিথ্যা কথা!—মম চক্ষে চাহ তোমাপানে।



স্বামিবিরহে।

(পিত্রালয়বাসিনী "কুলীন"-গৃহিণীর মানসচিত্র।)

আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল পরাণে
পথপানে চেয়ে রহি!
আমি আকুল জলধি উরমি-চঞ্চলা!—
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বহি!
আমি অতৃপ্ত পরাণে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা
বহিতে যে নারি আর—
আমি পারিনা গো আর! এ জীবন মম
হ'য়েছে বিষম ভার!
তুমি এক দুই তিন, পুনঃ আর বার—
গণ্ডা পূরাইলে মোরে!
তুমি এ চারির মাঝে বাঁধা কা'র সনে
দাম্পত্য-প্রণয়-ডোরে?—
তুমি কা'রে ভালবাস? কিম্বা, থাক্ নাথ!
কি কাজ তা' জানি' মম!
তুমি যা'রই হও—হও। আমার ত বটে—
তুমিই দেবতা সম!

আমি কি ভাবিনু ভুলি'!— দেবতার—সম?
ছিঃ ছিঃ কি ভাবিনু মনে!
আমি ভুলিয়া ভেবেছি— তুলনা তোমার
দেবতা-দেবতা সনে!
আমি ভুলিয়া ভেবেছি— চতুর্ব্বর্গ তুমি—
তুমি মম সব নাথ!
আমি জীবনে তোমার রহিব জীবিত,
মরণেতে যা'ব সাথ।
তুমি সঙ্গে কি ল'বে না?— কোন্ অপরাধে!
ধর্ম্মপত্নী তব আমি!
তুমি বিধি সাক্ষ্য করি' গ্রহিয়াছ মোরে!
তুমি যে আমার স্বামী!
তুমি জীবনে মরণে লোক লোকান্তরে
জন্ম জন্ম তুমি—মম!
তুমি তবে কহ কেন, কেন গো স্বামিন্—
কঠোর—পাষাণ-সম?
আমি নিন্দিনু তোমারে— হা ধিক্ আমায়!
কিন্তু বড় কাঁদে মন—
আমি ধৈরয ধরিতে পারি না যে আর!
কাঁদাইছ অনুক্ষণ!
আমি কেমনে বুঝা'ব এ পোড়া মনেরে!
স্বামি-সেবা—সাধ মনে!
আমি হায় গো কেমনে সে সাধ মিটা'ব!
কোথা পা'ব স্বামিধনে!

তুমি এ নব যৌবন ল'তে উপহার
অসম্মত যদি নাথ,
তুমি ল'য়োনাক তাহা— থাক্ কাজ নাই !
কিন্তু সদা রাখ সাথ !
তুমি রাখ সাথে সাথে অধিনী দাসীরে।
সেবি' তোমা সুখী হই !
তুমি • রাখ সাথে সাথে ! হোর' তোমা' নাথ
সুখ-সরে ডুবি' রই !



এস না ললনে !

(দীর্ঘ বিরহের পর দিবালোক-মিলনে যুবতী ভার্য্যার প্রতি কবি।)

যেও নাক !—ফিরি চাও—বারেক ললনে !
বারেক ও চারুমুখে সুমধুর হাসি
হেরিব নয়নে
আবার এসনা !—পুনঃ আবার দু'জনে,
ব্রততী-বিটপী-সাজে জড়িত-বন্ধনে,—
আলোক-আঁধার-মাখা এ কক্ষ-প্রাঙ্গনে,—
দাঁড়াব দু'জনে
প্রেম-আলিঙ্গনে তোমা বুকের মাঝারে
লইব ! মিশিবে ধীরে পরাণে পরাণে !
তোমাতে আমাতে মিশি জীবনে মরণে—
রহিব দু'জনে —

—ছুটিবে বিমলানন্দ-লহরী অপার—
হৃদয়ে—ধমনী-মাঝে—শিরায় শিরায়
অবিরাম ! এস পুনঃ দাঁড়াব দু'জনে !

এসনা ললনে !!—

—মন্দাকিনী বহি যা'বে নন্দন-কাননে—
—হৃদয়-সদনে প্রিয়ে !—এ মর্ত্ত-ভবনে !

এসনা ললনে !!

—ব্রীড়া-অবনত তব হাসি-মাখা মুখে—
চুমিব নির্জ্জনে—আজি প্রাণের মিলনে—

এসনা ললনে !

পবিত্রদাম্পত্য-প্রেম-সুখ-সরোবরে

ভাসিব দু'জনে !
এসনা ললনে !!



কোন্দলে—"কুলের কথা"।

অপরাহ্ণে নগরে কর্ম্মস্থানপ্রত্যাগত জনৈক শিক্ষিত যুবকস্বামিকক্ষ।



স্বামী। ওকি-ওকি-ওকি! জানালাটী খুলে,
কেন গো র'য়েছ চাহিয়া?
ছি ছি ছি অমন খুলনাক আর;
কি জানি কি যা'বে ঘটিয়া!
হের না সমুখে যুবাছাত্রাবাস;
কত জীব আছে উহাতে!
"আখাম্বা" অনূঢ়, কিম্বা মূঢ় উঢ়,
দেয় কি নজর পড়াতে?
তোমার মতন রূপসী হেরিলে,
পড়া দূরে তা'রা ফেলিয়া,
চকোরের মত রহিবে চাহিয়া,
সম্ভোগের আশা বাঁধিয়া।
কোমল নধর উচ্চ বক্ষ তব
ক্ষীণ কটিতট হেরিলে,
কিম্বা নিতম্বিনি, ও মুখ নেহারি',
ও মুখেতে হাসি বহিলে,
ও চারু নয়নে বিদ্যুৎ-কটাক্ষে,
মম মনে আসে পাপ!
কিবা অসম্ভব,— অসংযত পাপী,
অন্তরে বহিবে তাপ!

৭

বিশেষতঃ তুমি র'য়েছ দাঁড়া'য়ে
এমনই উন্মুক্ত স্থানে;
রাজপথ হ'তে যাইতেছে লোক
চেয়ে চেয়ে মুখ পানে।

স্ত্রী। ওগো যা'বে না ক্ষয়িয়া রূপশ্রী তোমার
পাপের নজরে পরের!
ওগো আঁধারে কেমনে রহিব বলনা—
না খুলি' জানালা ঘরের!
ওগো দেখে ত' দেখুক;— কি করিবে লোক
শুধু মোর পানে চাহিয়া?
ওগো কি ক্ষতি আমার?— অন্তরেই শুধু
যাবে পাপিগণ পুড়িয়া!
ওগো মনের মাঝারে আকাঙ্ক্ষা-অনল
স্বেচ্ছায় জ্বালিয়া তাহারা,—
ওগো এ জানালা পানে দিবানিশি তা'রা
আঁখিটী রাখিবে পাহারা!
ওগো কি ক্ষতি আমার?— গৃহ-কাজে আমি
সতত রহিব ব্যস্ত;
ওগো স্বেচ্ছামতে কভু গবাক্ষ খুলিব;
হ'য়োনা তাহাতে ত্রস্ত!
ওগো যদি বা কখনো কোনো যুবাজন
কাতর ইঙ্গিতে চাহিবে—
ওগো কিম্বা যদি কভু পাপাশা জানা'য়ে,
ঘটকী হেথায় পাঠা'বে—

ওগো দিব গো সম্মতি আসিতে তাহারে,
পাপাশা পূরাতে তা'র ;—
ওগো আসিবে যখন দিব তোমা'পরে
পুরস্কার দেওয়া ভার !
ওগো কেন গো এমন পুরুষের জাতি
কেন এত পাজি বল না !—
ওগো ছাই লেখাপড়া কি শিখে তাহারা
মন যাহে শুদ্ধ হয় না ?
ওগো সাধুতাসংযম কিম্বা পবিত্রতা
যে বিদ্যায় নর শিখে না,
ওগো সে বিদ্যাসাধনে কিবা প্রয়োজন ?—
আমি ত কিছুই বুঝি না !
ওগো তোমরাই বল— "নিরক্ষরা নারী—
অজ্ঞান অবোধ তাহারা।"
ওগো কিন্তু ভাবি' দেখ, অজ্ঞান-অধিক
পশুসম নীচ কাহারা !
ওগো বলেছ যা' ঠিক ! ওই ছাত্রাবাসে
ছোঁড়া মত—বড় দু'জন,
ওগো হাড় ঠক্ ঠক্ করে এক তা'র,
অন্য পড়ে বড় রামায়ণ।
ওগো সোণা দিয়া লেখা বড় বাঁধা বই
উভয়েরই হেরি করে ;
ওগো পড়ায় তা'দের সমান নজর !
নজরটী এ তব ঘরে !

ওগো পাপী দু'জনারে দেখে ক্ষোভ হয় ;—
পিতা মাতা নাই সঙ্গে ;
ওগো অসঙ্কোচে তাঁরা পাঠান্ খরচ।
উহারা কাটায় রঙ্গে !
ওগো দয়া ক'রে তুমি বল না ওদেরে—
পড়াতে দিবারে মন,
ওগো বল না ওদেরে বৃথা কেন ওরা
পাপে জ্বলে অনুক্ষণ !
ওগো থা'ক্ কাজ নাই।— বুঝা'বেন বিধি
পাপফল কভু প্রদানি' ;—
ওগো এত নীচ যা'রা, তা'রা নাকি বড় !
পুরুষ জাতিরে বাখানি !

স্বামী। জাতি ধ'রে গালি দেওয়া ভাল নয় !—
ওগো চন্দ্রমুখি, ভাল নয় !
ভাল মন্দ আছে সব জাতি মাঝে ;—
নারী কি কুলটা নাহি হয় ?
তবে বারাঙ্গনা সহরের পথে
লাখে লাখে কেন ঘূরে গো ?
নিতম্ব দোলা'য়ে অলক্তক পায়ে
বাজাইয়া মল চলে গো ?
বেহায়া পুরুষ নহে গো বেহায়া
বেহায়া নারীর মত হে !
পশু—পাপী নর, পিশাচী কিন্তু গো
কুলটা রমণী যত হে !

"কুলের কথাটী" ক'বনাক আর,
কুলীন-মহিলা মহলে ;
"কুলের কথাটী" ক'বনাক আর
প্রবাসীর ঘরে—সরলে !
"কুলের কথাটী" ক'বনাক আর
অন্ধ কিম্বা বৃদ্ধ-আলয়ে,—
"কুলের কথাটী" ক'বনাক আর
তারুণ্যে—পতির বিলয়ে।
"কুলের কথাটী" ক'বনাক আর
অর্থগৃধ্নু জন-ভবনে ;
"কুলের কথাটী" ক'বনাক আর
নেশাখোর-ঘরে—মৃগনয়নে !
"কুলের কথাটী" ক'বনাক আর
দুশ্চরিত্র স্বামী-আবাসে ;
"কুলের কথাটী" কা'র লাগে ভাল ?
শুনিতে কে বল পিয়াসে ?
স্ত্রী। ওগো থা'ক্ কাজ নাই ; শুনিনু বিস্তর !
বক্তৃতায় বড় পটু !
ওগো আমি যদি বলি, তা'হ'লে এখনি
শুনিতে লাগিবে কটু !
ওগো "কুলের কথাটী" কহিলে যা'দের,
ভাবি' দেখ রসময় !
ওগো দোষী নহে তা'রা ; পরপুরুষেরা
টানি' পাপে ছলনায়—

ওগো মজায় তা'দেরে, সময় বুঝিয়া।
অবলা না বুঝি'—মরে।
ওগো কবে শুনিয়াছ— যাচিকা রমণী
পাপপথে টানে নরে ?
ওগো পাপিষ্ঠ পুরুষ বেহায়ার জাতি
সাধি' সাধি' ধরি' পদে,
হায় অবোধ সকল কুলবধূগণে
ডুবায় নিরয়-হ্রদে !
ওগো দোষ কাহাদের ভাবি' দেখ মনে ;
পরনিন্দা ভাল লাগে !
ওগে কিন্তু বিচারিয়া, কহ দেখি শুনি—
দোষটী কাহার আগে ?—

স্বামী। দোষ কা'র আগে,— কেমনে কহিব ?
সকল সময় সমান নয়।
কভু নারী আগে যাচ্ঞা জানায় ;
পুরুষ কখন ফুটিয়া ক'য়।
সত্য বটে নারী ফুটিয়া কহেনা ;
কিন্তু হাবভাবে কটাক্ষে তা'র,
ফোটায় অধিক কহে মনঃ-কথা ;—
ইথে ভাবি' দেখ দোষটী কা'র !
কিম্বা যদি ধরি— সকল সময়
ব্যভিচার-মূলে পুরুষ আগে !
তা'তেই বা কি ?— তা'তে ও নারীর
দোষটী অন্তরে প্রথমে জাগে।

কহি খুলি' তবে　　শুন লো ললনে!
　দেবীর আসনে নারীরে মোরা,
বসাইয়া পূজি　　শাস্ত্রে কি সমাজে।
　কলঙ্কিনী কেন হইবে তা'রা?
বহু বিবাহিত　　কুলীন যদ্যপি
　স্বামিরত্ন কা'রো কপালে জুটে,
অথবা প্রবাসী,　　সাক্ষাৎ যাঁহার
　অদৃষ্টে কখন ক্বচিৎ ঘটে;
কিম্বা অন্ধ-খঞ্জ　　বৃদ্ধ বৃদ্ধতম
　কা'রো ভাগ্যদোষে সোয়ামী হয়,
অথবা কৃপণ　　অর্থগৃধ্ন জন,
　অর্থেই হৃদয় যাহার র'য়;
অথবা মদ্যপ　　কিম্বা দুশ্চরিত্র
　সোয়ামীর সেবা অদৃষ্টে যা'র,
অথবা বাল্যেই　　বৈধব্যে যাহার
　জীবন হইল দুর্ব্বহ ভার:
দেবীর আসন　　কেন কলঙ্কিবে,
　কুললক্ষ্মী কেন কুলটা সাজি'?
তোমাতে আমাতে　　এই কথাটার
　হউক্ একটা মীমাংসা আজি।
পাপপ্রলোভনে　　এ সংসার ভরা;—
　যতই আসুক্, কি ক্ষতি তা'য়?
এড়া'তে যে পারে　　তা'রই বাহাদুরী!
　দেবী কেন হ'বে পিশাচী হায়!

স্ত্রী। হারিলাম আমি ; হারিয়াই আছি !—
কবে জিতিয়াছি তর্কের রণে ?
ক্ষম অপরাধ ; এতক্ষণ আমি
মিছে যুঝিয়াছি তোমার সনে !—
কিন্তু এক কথা আছে বলিবার ;—
দেবতা আসনে নারীর—স্বামী।
(ঐ) ছোঁড়া দু'টো মত, পর ললনায়
কখনও যেন চেয়োনা তুমি !
দূষিত নয়ন লইয়া আলয়ে,
যেন হৃদয়েশ, এসনা কভু !
মধুর দাম্পত্য- পবিত্রবন্ধন
যেন কলঙ্কিত করোনা প্রভু !
পুরুষ জাতির বেহায়া ব্যাভার
নীচ অপবিত্র ভাব হেরিয়া,
কহিনু একথা ; যেখানে সেখানে
নর, নারীপানে রহে চাহিয়া।
পথে ঘাটে মাঠে তরুণী রূপসী
যদি বা কখনো বাহির হয়,—
হাঁ করিয়া নর, ডাগা ডাগা চোখে
কত তা'র পানে চাহিয়া রয় !
কি দেখে জানিনা ; জান গো তোমরা ;
কিন্তু হৃদয়ের বাসনা শুন:—
কঞ্চির খোঁচায় ডাগা চোখ দু'টো
গেলে দিলে নারে হেরিতে পুনঃ।

স্বামী। ওগো থা'ক্ থা'ক্ থা'ক্ লো সাধ্বী ললনে !
বড়াইতে আর কাজ লো নাই !
ওগো জানা আছে সব নারী-ব্যবহার ;—
জ্বলে মন, যাহা হেরিতে পাই !
ওগো বাসর ঘরের কাণ্ডটা কেমন !
তোমাদের সব জানা গো আছে !
ওগো বাসরে নবীন যুবা বর পেলে,
(ওগো) কেন সবে যাও ঘেঁসিয়া কাছে ?
ওগো জ্ঞাতি-হিংসা-দ্বেষ ছোট বড় জা'ত—
(ওগো) সব ভুলে গিয়ে তোমরা তবে,—
ওগো তরুণী যুবতী মিলিমিশি সবে
বাসর কুঞ্জেরে ঘেরো গো যবে,
ওগো কিবা মনে জাগে ? রঙ্গরস তরে
প্রাণে কি বাসনা জাগেনা ধনি ?
ওগো কহনা গো তবে কি সুখের তরে
বিনিদ্র রজনী কাটাও ?—শুনি !
ওগো লঙ্কাঝাল বেটে লাগাও কি চোখে ?
নহে যদি, রা'ত কেমনে জাগ ?
ওগো ভোর হ'য়ে যায় বরকৃষ্ণধনে
ছাড়িয়া তখনো তবু না ভাগ !
ওগো জানা আছে সব খুল্লশ্বশ্রূ যিনি,—
অনেক সময় শ্যালিকা সাজি,'
ওগো বাসর ঘরের রঙ্গরস মাঝে
অভ্যুদিতা হ'তে হ'ন গো রাজি !

ওগো লজ্জার কাহিনী ঘৃণার কাহিনী
রোষের কাহিনী— ক'য়ে কি কাজ !
ওগো কই যদি আমি হয়ত বা রোষে
ক্ষুধার অন্নটী দিবেনা আ'জ !
ওগো না ক'য়ে পারিনা ! এখনও জ্বলে
ঘৃণা-রোষ-ভরে অন্তর মম !
ওগো ছি ছি পরনারী— যুবতী শ্যালিকা !
বাসর আসরে "প্রেয়সী"-সম !
ওগো তুমিই না সেই ?— ভগিনী যাহার,
বাসরে আমার শুইতে পাশে,
ওগো মায়ের নিকটে 'বায়না' ধরিয়া,
শুইল গো পাশে,—কি সুখ-আশে ?
ওগো মনে কি পড়েনা ?— বামে ছিলে তুমি,
ডাইনে তোমার ভগিনী ছিল ;—
ওগো সে মাঘের শীতে তিনে এক লেপে !
কি ক্লেশে আমার রাতিটা গেল !
ওগো ছিলে দুই পাশে তোমরা দু'জন,—
যেন কোষমুক্ত দু'খানা অসি !
ওগো না দিল ফিরিতে এপাশে ওপাশে
লাজ-ভয় মম অন্তরে পশি'।
ওগো কি ক্লেশে রজনী কাটাইনু আমি !—
স্মরিলে সে কথা এখনো মনঃ—
ওগো জ্বলে উঠে যেন রোষে ও ঘৃণায় !
ইচ্ছি—নারীজাতি মরনা কেন ?

ওগো তা'ই বলি ধনি, তা'রইত ভগিনী!
তোমার বড়াই ভাল না লাগে!
ওগো পূর্ণ সাধ্বীভাব দেখাইলে তুমি,
বাসর-কথাটী অন্তরে জাগে।
ওগো ছোটভগ্নীপতি হ'বে ত তোমার
অচিরে, তাহাত জানাগো আছে।—
ওগো "দিদির" মতন ছাড়িবে কি তুমি
বাসর কক্ষের শুইতে কাছে?
ওগো তা'ই বলি থাম লো সাধ্বী ললনে!
পাজি নয় নর নারীর মত;
ওগো নারীর ব্যাভার জানা আছে ভাল;
এখনো পারি গো কহিতে কত!

স্ত্রী। কও—যত পার!— মুখটা তোমার
আট্‌কিয়া কেবা রেখেছে বল?
কিন্তু ক'য়ে ক'য়ে নিজ হৃদয়ের
পরিচয়খানা দিতেছ ভাল!
চোর বা মিথ্যুক ভাবে অপরেরে
চোর মিথ্যাবাদী;—কেবা না জানে?
হৃদয় যাহার কলুষিত সদা;—
পরসাধুভাব সে কি গো মানে?
পাপ-অভিলাষে দিদি তব পাশে
শোয় নাই ওগো রসময়!
পাপ-অভিলাষ যখনই আসে,
উদে না কি মনে লোক-ভয়?

ভয় অণুমাত্র দিদির আমার
কই হ'য়েছিল মা'য়ের কাছে ?
হউক হাজার আদুরে দুহিতা,
হেন বুক-পাটা কাহার আছে—
জোর ক'রে যায় পরপুরুষের
সনে এক লেপে শুইতে রেতে ?
তুমি না বিদ্বান্ ? বুঝেছি তোমার—
বিদ্যার দৌড়টা আজি গো ইথে !
পাপী ও পাপিনী সদা চোর সম—
যা'র তা'র কাছে কম্পিত রয়।—
মাতা বা ভগিনী কা'রো কাছে কভু
পাপ-অভিলাষ ধরা না দেয়।
এ কথাটী তব মনে নাহি আসে ?
আশ্চর্য্য বিদ্বান্ পুরুষ জাতি !
বাসরের দোষ ক'য়ে গুণমণি—
ভাল জানাইলে জাতির খ্যাতি !
যা'দের যেমন বিশুদ্ধ অন্তর,
শুদ্ধ পরে তা'রা তেম্‌নি ভাবে ;
যা'ক্, কাজ নাই নিন্দি' তোমা আর !
বলি খুলি', শুন—সংশয় যা'বে।
মোদের যখন হ'য়েছিল বিয়ে,
মোদের পাড়ার দিদিমা বুড়ি—
বলিল দিদিরে:— "ভগিনী-পতিরে
পরীক্ষিয়া ভাল ল'স লো ছুঁড়ি !

"ভগ্নীপতি তোর অগ্নি-পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হইতে যগুপি পারে,
"বুঝিবি তা'হলে সুখী র'বে বোন্;
কিন্তু পরীক্ষায় যদি সে হারে,
"চূণকালী তা'র গালে মাখাইয়া,
ক'য়ে দিবি তা'র গুণের কথা ;—
"তা' হ'লেও তা'র সেরে যাবে দোষ —
লাজে হেট্ হ'লে তাহার মাথা।"
বুড়ীর কথায় অগ্রজা আমার
ধর্ম্মজ্ঞান তব পরীক্ষাতরে—
শুয়েছিল পাশে একই লেপ গায়ে ;
পরীক্ষিলা তোমা কৌতুক-ভরে।
দিদির মর্য্যাদা না বুঝিয়া যদি
ভাব মাত্র তব হ'ত বিচলিত,
তা' হ'লে অমনি চূণকালী গালে
তোমার তখনি মাখিতে হ'ত !
বরাতের জোর ছিল বড় মম !—
তা'ই ধর্ম্মজ্ঞানী পাইনু স্বামী ;
নতুবা তোমার লাঞ্ছনা হেরিয়া
পড়িতাম কত ক্লেশেতে আমি !
বাসর ঘরের রহস্যের কথা
বুঝিলা কি এবে হৃদয়েশ !
খতম হউক্ তর্কের লড়াই
কর আজি এবে হেথা শেষ !

স্বামী। তর্কের লড়াই কর শেষ প্রিয়ে,
ক্ষতি তা'তে মম নাই।
কিন্তু অনুরোধ একটী আমার
জানাইতে আজি চাই!
ভগিনী-পতিরে অগ্নি-পরীক্ষায়
ফেলিবারে দিদি সম—
শুয়োনাক যেন পাশে গিয়া তা'র!—
বেদনা বাজিবে মম!

স্ত্রী। এত অবিশ্বাস অর্চ্চিকা উপরে
স্বামিদেবতার যত্তপি নাথ!
সুখের সংসার যাইবে ভাঙ্গিয়া—
হইবে অশান্তি-অশনিপাত!
আশঙ্কা-উদ্বেগ— অশান্তি-সন্দেহ
সতত উদিয়া স্বামীর মনে,
নির্যাতিবে তা'রে কার্য্যের মাঝারে—
দুঃখ-বিষ দিবে ঢালিয়া প্রাণে।

স্বামী। অবিশ্বাস কেন দেবতার 'পরে
নেহারিনু আজি অর্চ্চিকার?
যুবা দু'টী সনে করিলে তুলনা:—
এ কেমন রীতি তুলনার!
নাহি কি সংযত ধার্ম্মিক যুবক?—
পরীরাজ্য যা'রা ভ্রমিয়া গো—
পূর্ণ পবিত্রতা ল'য়ে ফিরিবারে
রাখয়ে শকতি—জানিও গো।

স্ত্রী। আছে কি তেমন ওই ছাত্রাবাসে?—
ওগো প্রিয়তম, বল না!
স্বামী। আছয়ে নিশ্চিত।— পাপপুণ্য ল'য়ে
গঠিত সংসার, জাননা?
আলোকে আঁধারে এ বিশ্ব রচিত;
অমাপাশে শুক্লারজনী।—
আঁধারের পাশে বিরাজে আলোক:
বুঝিয়া দেখ না ঘরণি!
"কুলের কথাটী" কহিনু যা'দের,
তাহাদেরও মাঝে প্রেয়সি,
আছে দেবীসম অসংখ্য ললনা,—
তোমা সম কত শ্রেয়সী।
কত অকলঙ্ক বঙ্গকুলবধূ—
পতিপ্রাণা বঙ্গ-রমণী,—
দ্বিশতপত্নীক বঙ্গকুলীনের
যদিও তাহারা ঘরণী—
অথবা মণ্ডপ সুদূরপ্রবাসী
অন্ধবৃদ্ধজন ভবনে
যদিও তরুণী— রহে দেবীসম!
হেরনি কি কভু নয়নে?
বাল বিধবারে হেরিয়াছি কত
কাটাইতে পূত চরিত্রা;
(৩) সব শ্রেণী মাঝে আছে ভাল মন্দ—
অপবিত্রা কিম্বা পবিত্রা।

বিসর্জ্জন।

[গুপ্ত 'কোর্টসিপে' পূর্ব্বরাগের প্রায়শ্চিত্ত।]

কুক্ষণে আকাঙ্ক্ষা ধীরে পশিল অন্তরে !
কুক্ষণে লভিতে তোমা হইনু প্রয়াসী
চন্দ্রমুখি ! প্রত্যাখ্যান-তীক্ষ্ণতমশরে
ভেদিলা জনক তব হৃদয় দুর্ব্বল !
নাশে যথা ক্রূরব্যাধ বনমৃগশিশু !
কত নিদারুণ ক্ষোভে জ্বলে যে অন্তর
কব তা' কাহারে—হায় জানাইব কা'রে !
তরুণ মাধুরী মাখা তব ছবি খানি
রাখিয়া হৃদয়-পটে, যাপিব জীবন
অনূঢ় ! বিমূঢ় জনে ক'বে নানা কথা ;
নিন্দিবে উন্মাদ বলি' ! কিবা ক্ষতি তাহে ?—
দেহে দেহে আলিঙ্গনে কিবা প্রয়োজন ?—
পিত্রাদিষ্ট পতি লভি' পাতিয়া সংসার,
থাক সুখে—হও সুখী—করি আশীর্ব্বাদ।
আর না দেখিতে চা'ব কভু এ জীবনে—
বাহিরে মূরতি তব ;—রাখিব হৃদয়ে !—
কেতকী কুসুমে যবে হাসিবে জোছ্‌না—
ভাবিব তোমার নম্র কমনীয় মুখে—
সুহাসি ; হে সুহাসিনি ! ভ্রমিব দু'জনে
কল্পনা-কাননে মোরা ;—কে রোধিবে কহ—
সাধ্য কা'র ? সেই রাজ্য অধিকারে মম !

হাসিলে আকাশে চাঁদ কাঁদিব বিরলে—
পাতি' বক্ষস্থল মহী ল'বে অশ্রুরাশি—
তিতিবেন অশ্রুনীরে জননীর মত!
যূথিকা-কানন-কুঞ্জে বহিলে মলয়—
দিব মম উষ্ণশ্বাস বহিতে তাহারে ;—
কাতরে বহি তা' বায়ু, জানাবে জগতে—
নির্ম্মম জগৎ-জন বুঝে না বেদনা!
পিকবর কুহুস্বরে সুধার সঙ্গীত
তুলিয়া পঞ্চম তানে গাহিবে যখন,
তখন বিষাদমাখা মম মুখচ্ছবি—
হেরি' সকাতরে ধীরে লুকাইবে মুখ—
পত্র-অন্তরালে, কিম্বা উড়ি' যাবে দূরে
সেই বন-বিহঙ্গম!—হায়রে মানবে!



ঠা'ন্‌দি ও নাতিনী।

[স্বামিগৃহে গমনোপলক্ষে হাস্যকৌতুকপ্রিয়া সংশয়চরিত্রা রোরুদ্যমানা কিশোরীর প্রতি পিতামহী।]



ওলো মাধুরীর ভরা, দেখাইবি কা'রে,—
হেথা পিত্রালয়ে রহিয়া?—
ওলো এ ভরা বয়সে, পতির সোহাগ
না পেলে যা'বি যে বহিয়া?

ওলো কেন এ ক্রন্দন ?— অতীত কৈশোর !
নিজ পর তবু বুঝনা !
ওলো রমণী জাতির— পিতা-মাতা-ভ্রাতা,—
স্বামী সনে কা'র তুলনা ?
ওলো হেথায় স্বাধীন উল্লাসে মিশিয়া
উচ্ছৃঙ্খল পার বেড়া'তে !
ওলো স্বামীর ভবনে তা' হ'বে না ব'লে
বুঝি বা চাওনা যাইতে ?
ওলো কর্ত্তব্যের পথে আছে অধীনতা,
ভয় তা'য় কভু ক'রোনা।
ওলো পতির আলয়ে যেই অধীনতা,
সতী নারী তাহে ডরে না !
ওলো পতি বিনা অন্য কিশোরে যুবকে
কি কাজ বলনা মিলিয়া ?—
ওলো কেন এ ক্রন্দন ?— যাও নিজ গৃহে ;
থাক গে স্বামীতে মিশিযা।
ওলো তোমারি মতন ফোট-ফোট ফুল
আমিও ছিনু গো কৈশোরে !
ওলো হেরি মোরে এবে হয়ত সে কথা
বিশ্বসিবে নাহি অন্তরে !
ওলো এখন যে আমি জীর্ণ জরাভারে ;
মাঝাটী গিয়াছে পড়িয়া !
ওলো তোর মুখ পানে চেয়ে থাকে লোক ;
কেবা ত্থাখে মোরে ফিরিয়া ?

ওলো মোরে দেখে সবে সরে যায় দূরে ;
পরশিতে কেহ চায় না ;
ওলো তোরে দেখে সবে, ঘেঁসে আসে কাছে !
আকাঙ্ক্ষায় পায় যাতনা !
ওলো তুমি পর-নারী,— ভুলি' যুবা-জন—
পরশ-দরশ লালসে !
ওলো মম অঙ্গ-সুখ শ্মশান-অনল
বিনা কেবা আর পিয়াসে ?
ওলো যাচিলেও মোরে লইবারে বুকে,
পতি বিনা কেবা চায় রে ?
ওলো আকুল আঁখির কাতর ভাষায়
কত লোক তোমা সাধে রে !
ওলো সেই আমি আছি ;— নশ্বর-নবীন
দেহ-মাংস শুধু নাহি রে !
ওলো তাইতে এমন !— কি পরিবর্ত্তন !
'অবস্থার পূজা' শুধু রে !
ওলো বুঝিয়া চলিও ;— বাহিরের প্রীতি
দু'দিনের তরে জানিও।
ওলো পর-পুরুষের শুধু পাপ-আশা !—
অন্তরেতে গাঁথা রাখিও।
ওলো নারীর জীবনে পতির পীরিতি
বিনা গতি আর নাহি রে !
ওলো সাধ্বী পতিব্রতা, এ মরতে বসি'
স্বরগের সুখ পায় রে !

ওলো যাও তবে এবে তব জন পাশে—
কর গে আমোদ মিলিয়া ;
ওলো আমার বয়সে থেক দু’জনায়
‘প্রেম-সিন্ধু’-প্রেমে ডুবিয়া।

নাত্নী। উপদেশ তব লইনু ঠাকু’মা
মাথায় পাতিয়া !—বলেছ ঠিক !
কিন্তু কহিব কি এ মনের কথা ?—
সোয়ামী আমার জীবনাধিক !—
সদা কাছে কাছে চোখে চোখে সদা—
রাখি তাঁ’রে মনে সদাই সাধ !—
তাঁ’র কাছে যা’ব— প্রফুল্ল পরাণ !
তবু কাঁদি,—তাহে সেধনা বাদ।
শুনেছ কি তুমি, বিল্বমঙ্গলের
তপস্যা—নিবিড় বিজন বনে ?
অন্ধ সে তাপসে দুগ্ধ-বনফল
কে যোগা’ত—তব পড়ে কি মনে ?
কোমল মধুর গোপাল বালক।
ভালবাসিতেন তাপস তা’য়।
কৃষ্ণ—ধ্যান জ্ঞান যদিও তাঁহার—
গোপালকে ভোলা হইল দায় !
সে চিত্র ঠাকু’মা, পড়ে না কি মনে ?
মনে করি’ বুঝ অন্তরে তুমি,—
স্বামী-ধ্যান জ্ঞান যদিও আমার,
তোমাদের তরে তথাপি আমি

কেন কাঁদি এত। ছাড়ি' তোমা সবে
যেতেছি চলিয়া শ্বশুর-বাড়ী,
পালিয়াছ মোরে তোমরা আদরে,
কাঁদি তা'ই, তা'য় করোনা আড়ি!
যিনি ধ্যান-জ্ঞান জীবনে আমার
মিলাইয়া যা'ব যখন তাঁ'য়,
ভুলিব এ ঘর, ভুলিব তোমারে,
ভুলিব পিতারে, ভুলিব মা'য়!
আসুক সে দিন!— বুঝিবে তখন—
বলিবে তখন—কৃতঘ্না মোরে।
বলিবে,—"বৃথায় মেয়ে সন্তানেরে
বৃথা বাঁধা হায়, মমতা-ডোরে!"
"একেবারে পর হ'য়ে গেছে এবে!"
এম্‌নি তখন বলিবে কত!
উপদেশ কথা কহিলা যা' সব,
ওর চেয়ে বেশী জানি গো শত!

ঠাকু'মা। [আনন্দাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে নাত্‌নীর চিবুক ধরিয়া।]

সার্থক নাতিনি পড়াশুনা তোর!—
সার্থক নাতিনি! বাখানি তোরে!
সার্থক আমার তোরে ভালবাসা!
বৃথা না বাঁধিনু মমতা-ডোরে!
দেরে বিসর্জ্জন বিস্মৃতির তলে—
আমাদের স্নেহ মমতা সব!
মোদের বিরহ স্মরি' আর কভু
করিস্‌ না কান্না-কাতর রব!

নহে কৃতঘ্নতা।— খুসী হ'ব তা'য়!
যা'রে বোন্ তোর যথায় বাড়ী।
কাঁদা কাটা কেন?— ফুল্ল হাসিমুখে
না গেলে আবার করিব আড়ী।
বিনা'য়ে বিনা'য়ে গৃহ-কোণে বসি'
কতক্ষণ এত কাঁদিছ শুনি—
কহিনু দু'কথা; তা'তে যেন দোষ
ধরোনাক তুমি!—বুঝেছ ধনি!



'ছুটীর কথা'।

[জনৈক জমীদারী সেরেস্তার উচ্চ কর্ম্মচারীর বিরহের মানস-চিত্র।]



এ মরমের উপবনে কে তুমি মোহিনি ওগো
মমতার মন্দাকিনীতটে?
স্মিত-সকরুণমুখে র'য়েছ চাহিয়া যেন!—
আঁকা যেন হৃদয়ের পটে!
এ বিরহে প্রবাসে মোরে কেন কাতরিছ দেবী?
সরে যাও—দূরে চ'লে যাও!
ও কে! ও তুমি সে—মম? জীবনসঙ্গিনি—তুমি?
কেন—কি মানসে—কিবা চাও?

এ দূরদেশান্তরে আমি রহিয়াছি কত দূরে!
এত দূরে আসিয়াছ চলে?
যা'হক, কি চাও দেবী? অধীর কি প্রাণমনঃ
কতদিন যাইনিক ব'লে?
এ কেমন গো আচরণ? কর্ম্মব্যপদেশে হেথা
আসিয়াছি—জানত সকল।
তবে কর্ম্মমাঝে আসি', দেখা'য়ে মু'খানি তব,
সব কেন করিছ নিষ্ফল!
এ জীবনের কাজকর্ম্ম সবইত তোমার লাগি'!
প্রবাসে পড়িয়া থাকি—কেন?
কা'র তরে পরদ্বারে অর্জ্জনের আশে আমি
অধীনতা-পাশে বাঁধা—হেন?
এ বিষম যাতনানল— চর্ম্মচক্ষে দেখা-স্পৃহা,
তবে কেন জ্বালিলে এ মনে?
আর যে রহিতে নারি হৃদয়ের অধীশ্বরি!
চল যাই বাহ্যিক মিলনে!
এ ছাই লেখাপড়া যত নীরস এ সব আজি।
ছাই সব ভাল নাহি লাগে!
এখনি ছুটিয়া যা'ব মনিবের কাঁছে আমি,
বলিবারে—"দাস, ছুটী মাগে!"
এ হইলত বড় দায়!— সেইত সেদিন দেখা!
পুনঃ দেখা সাধ কেন হায়!
মিলিবে যে ছুটী আজি বিশ্বাস হয় না মনে:
কি বলি'বা ছুটী চাওয়া যায়!

এ সত্যের জগৎ নয়! বলি যদি,—"মন মম
প্রিয়াতরে কাঁদিতেছে অতি!"
তা'হলে কদাপি ছুটা মিলিবেনা, অধিকন্তু
'উন্মাদ'—এ আখ্যা পা'ব সতি!
এ মিথ্যার জগৎ অহো!— অধিকন্তু নিরমম!—
স্বানুভূতি অণুমাত্র নাই!
যাই মনিবের কাছে; বলি—তব পীড়া বড়।
দেখি তাহে ছুটা যদি পাই!
এ চাক্‌রে জীবন যা'র ধিক্ তা'য় শতবার!—
বিয়ে করা ঝক্‌মারি তা'র!
স্বাধীন জীবন বিনা, দাম্পত্য-মিলন-সুখ
মিলিবার সম্ভাবনা ভার!



"তুমি ও আমি"।

[বিরহের পর স্ত্রীর প্রতি নৈশ দাম্পত্য-আলিঙ্গনে—স্বামী

তুমি যুগ যুগান্তর জন্ম জন্মান্তর
(তুমি) আমার এমনি রহিও!
তুমি সুধার মতন বড় সুখময়ী!—
(তুমি) চির মোরে বুকে রাখিও!
আমি কর্ম্মমরুভূমে কঠোরতাতপে
(আমি) খাটি' ক্লান্তশ্রান্ত ফিরিব;
তব সলজ্জ কোমল মমতার ক্রোড়ে
(আমি) চিরদিন আসি' জুড়া'ব!

তুমি বড়ই মধুর! বড় সুখময়া!
(তুমি) চিরশান্তি মম!—ঘরণি!
তুমি মমাদ্ধভাগিনী!— কি আনন্দ মম
(তব) আলিঙ্গনে মধুভাষিণি!
তুমি কুসুম-কোমল মমতা-রচিত!
(তুমি) যবে মোরে লও হৃদয়ে;—
আমি স্বরগের সুখে— অবশ বিভোর!—
(আমি) যাই যেন প্রিয়ে, ডুবিয়ে!
তুমি দেবী কি মানবী— কি জানি, জানি না।
(তুমি) পরাণ-ভুলান মোহিনী;
তুমি আলিঙ্গনে কেন সুধার পরশে
(তুমি) সব জ্বালা মম নাশিনা!
তুমি অবনত মুখে হাসিতে হাসিতে
(তুমি) বিলোল কটাক্ষে চাহিয়া,
তুমি দাঁড়াইয়া পাশে যবে মধুভাষে
(তুমি) ভাষ মোর সনে রহিয়া,
আমি সব ভুলে যাই! চেয়ে থাকি শুধু
(আমি) মুখপানে তব অতৃপ্ত!
আমি ভাবি মনে মনে ছার স্বর্গসুখ!
(আমি) সুধার সুধায় রৈ দৃপ্ত!
তুমি যাও যবে চলি', ভাবি মনে মনে
(তুমি) কেন রহিলেনা আরও!
তুমি অতৃপ্ত রাখিয়া কেন চ'লে যাও,
(আমি) কারণ বুঝিনা তা'রও।

আমি ভাবি মনে মনে বসন্ত গগণে
(কেন) পূর্ণচন্দ্র চির পাইনা!
আমি উধাও চকোর, সুধাপান মম
(কেন) অবিচ্ছেদে চির রহেনা!
তুমি পিত্রালয় তরে যাও চলি' যবে,
(আমি) অন্তরালে বসি বিষাদে ;—
মম ঝরে আঁখিজল ; মানেনা বারণ!
(আর তুমি?) চ'লে যাও কত আহ্লাদে!
আমি বুঝিয়া পাই না পাইয়াছি কিনা—
(আমি) প্রতিদান মম স্নেহের।
আমি বুঝিতে চাহিনা পাইলাম কিনা—
(তুমি) দিলে কিনা প্রীতি হৃদয়ের!
আমি মরম মাঝারে রাজ-সিংহাসনে
(আমি) রাণী ক'রে তোমা রেখেছি!
আমি হ'য়েছি স্বেচ্ছায় প্রজা যে তোমার!
(তুমি) যাহা ইচ্ছা কর ক্ষতি কি?
আমি র'ব চিরকাল প্রজা—উপাসক!
(রাণি!) দেবী বলি' তোমা' পূজিব।
আমি দেখিবনা কভু সে দেবী-অন্তর :—
(আমি) কেন বৃথা তাহা খুঁজিব!
আমি বড় ব্যথা পাই মনের মতন
(দেবি!) তোমা' নারি আমি সাজা'তে!
আমি বড় ব্যথা পাই ক্লেশের সংসারে
(দেবি!) তোমারে এমন খাটা'তে!

তুমি খাট—ক্লেশ পাও! পাওনা—যা' চাও!
(তুমি) তবু মধুহাসি ছাড়না।
আমি তাই আরো বড় ব্যথা পাই মনে!
(আমি) বহি মনেমনে যাতনা।
আমি পীড়িত শয্যায় পড়ি যদি কভু,
(তুমি) বিষাদিত ব'স শিয়রে;
আমি পীড়ার বেদনা সব ভুলে যাই—
(তব) না দেখিয়া হাস অধরে!

। স্ত্রী। ।

তুমি যুগ যুগান্তর জন্ম জন্মান্তর
(তুমি) আমার এমনি রহিও!
তুমি হৃদয়-আরাধ্য দেবতা আমার!
(তুমি) চিরদাসী মোরে রাখিও!
আমি পাইলে তোমারে এ হৃদয় 'পরে
(আমি) সব জ্বালা নাথ, ভুলিয়া—
আমি পাইলে তোমারে এ প্রণয়-ডোরে—
(আমি) সুধা-সরে যাই ডুবিয়া!
তুমি কি ভাব জানি না। ছার পিত্রালয়!
ছার স্বর্গসুখ! কিছু না চাই!
তুমি বুঝিবে কেমনে এ মনের কথা?
তব সনে কা'রো তুলনা নাই!



এস মৃত্যু !

[চৈত্র একাদশীর নিশীথে জনৈক সপ্তদশ বর্ষীয়া শিক্ষিতা বালবিধবার সক্রন্দন খেদোক্তি।]

এস মৃত্যু ! কোন্ সাধে বহিব ধরায়
জ্বালার জীবন মম ! অধীর পরাণে
আকাঙ্ক্ষার চিতানল জ্বলিতেছে শুধু—
অহোরাত্র ! এস তুমি—হে চির সুহৃৎ !
হে বালবৈধব্যমিত্র—এস প্রিয়তম !
লওগো আমারে তব আঁধার হৃদয়ে
আলিঙ্গি' আঁধারভুজ-প্রীতিআলিঙ্গনে !
লও মোরে ! লও পারে !—জীবনের পারে !
দাও শান্তি ! কর দয়া ! জুড়াও এ জ্বালা !
কঠোর জীবন-রাজ্যে পাষাণ-নির্ম্মম
বঙ্গের, অঙ্গনা-জন্ম কি রঙ্গে লভিনু—
কোন্ রঙ্গে !—কিম্বা কা'র আদেশ-বিধানে !
বিধাতার ? পূর্ব্বজন্ম-পাপ-কর্ম্মফলে
অথবা লভিনু জন্ম নির্ম্মম সমাজে
বঙ্গীয় হিন্দুর কুলে ?—ভেদিব কেমনে
আঁধার রহস্যতমোগাঢ়বিভীষিকা !
মূর্চ্ছাঘোরে তন্দ্রাবেশে হেতুর আলোকে
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা—"বর্ব্বরের প্রথা !"—
হেরিয়াছি এ নয়নে স্পষ্ট পুনঃ পুনঃ—
নিদাঘের একাদশী-অপরাহ্নকালে।

বর্ব্বর কি অবর্ব্বর কে জানে বঙ্গের
আর্য্যাভিমানিনী হিন্দু ! জ্ঞান-বিন্দু মম
কি আছে ? নিন্দিতে মম কি আছে শকতি ?
  কিন্তু হায়, কি বলিব ! আকুল বেদনা
কত যে নীরবে উঠে মরম মাঝারে
অহরহঃ !—কি জানা'ব—জানাইব কা'রে !
রুদ্ধ-প্রতিহত মম হৃদয়-তটিনী
নীরব-যৌবন-বাঞ্ছা-চলোর্ম্মি-চঞ্চলা—
রুদ্ধ-প্রতিহত ! তবে অহো কোন্ পাপে
হৃদয় ছুটিতে চায়—মিশিতে হৃদয়ে !—
সাগর-হৃদয়ে যথা মিশে স্রোতস্বিনী
চঞ্চল আকুল স্রোতে ! নিবারি কেমনে
নৈসর্গিকী সে আকাঙ্ক্ষা ! চাহে ভালবাসা
এ মনঃ—বাসিতে ভাল চাহে যেন কা'রে !
প্রণয়-বন্ধনে স্নিগ্ধ পবিত্র কোমল
যেন চাহে থাকিবারে চির-বিজড়িত !—
মাধবী-মল্লিকা যথা রহে বিজড়িত
চ্যুত-বুকে !—কে জানে তা' ধর্ম্মচ্যুতি কিনা
নৈসর্গিকী সে আকাঙ্ক্ষা। বিবাহ আবার—
ধর্ম্মচ্যুতি কিম্বা ধর্ম্ম,—কে করে বিচার !
  বিবাহ আবার ! কিম্বা বিবাহ প্রথম ?
দশম বা একাদশে মনে পড়ে যেন—
স্মৃতির অস্পষ্টালোকে ম্লান বুদ্ধিপটে
র'য়েছে অঙ্কিত যেন—লৌকিক আচারে

মম জড়দেহমাত্র আত্মীয়-স্বজন
কা'র পাশে সপ্তবাব করি' প্রদক্ষিণ
রাখিলা ভূতলে পুনঃ। সেই কি বিবাহ
তা'র পর অঙ্কিত ও বাসর-আসর ;
তা'র পর শিবিকায় অন্তর-রোদন
উদ্বেগ-অশান্তি-ঘোরে ; তা'র পর হেরি
আদরিয়া ব্যগ্র সবে আনন্দ-বিহ্বল
লইল আগারে মোরে বধূ-সম্বোধনে—
অজ্ঞাত-অপরিচিত তা'রা সবে মম !
তা'র পর পিতৃগৃহে—এই গৃহে পুনঃ
ফিরিনু। সেই কি মম বিবাহ প্রথম ?
অথবা বিবাহ—ধর্ম্ম—আত্মার মিলন।
সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ-জন ! কি বলি' বুঝা'ব—
কেমনে অবোধ মনঃ প্রবোধিব আজি !
কহ সবে,—বিবাহ কি লৌকিক আচার
অথবা বিবাহ—ধর্ম্ম—আত্মা'র মিলন
পতিপত্নী দু'জনার !—জন্ম-জন্মার্জ্জিত
অন্ধ-ভ্রান্ত সংস্কারের কঠোর শাসনে
শাসিত মানস ল'য়ে ক'রোনা বিচার !
এই মাত্র প্রার্থনার রাখি অধিকার !
অনুমৃত্যু—আত্মহত্যা—পতির চিতায়
কিসে মন্দ ? উঠাইয়া বর্ব্বর-কঠোর
সে প্রথা, কঠোরতর জীবন্ত মরণ
ব্যবস্থা মোদের তরে !—এ পাপ-জীবন

পলে পলে--ধীরে ধীরে—ধীরে আমরণ—
বিশুষ্কি' শোণিতবিন্দু রহে যতক্ষণ
অত্যাচারে নির্যাতনে, দিতেছে বিদায়
বঙ্গ বর্ত্তমানে ! এবে চাহি প্রতিকার—
পতিত ঘৃণিত নীচ কেন এ জীবন ?
সমাজ ! জিজ্ঞাসি তোমা', অভাগিনী মোরা—
অভাগিনী এ বঙ্গের বর্ব্বর-প্রথায় !—
কিন্তু কিসে অপবিত্রা ? ভ্রষ্টা কুলবধূ
পবিত্রা সে ! সেও পারে দেবতামন্দিরে
প্রবেশিতে—প্রদানিতে দেবতাচরণে
পুষ্পাঞ্জলি ! অপবিত্রা এ বালবিধবা !
ধন্য শাস্ত্র ! ধন্য দেশ ! ধন্য লোকাচার !
নৈসর্গিকী বৃত্তি—প্রীতি—প্রেম হৃদয়ের !
নাশিতে তা' ধর্ম্ম ?—কিম্বা বিকাশে তাহার
আত্মার বিকাশ ?—বিধি সৃজনিলা কেন
বৃথা তা' মানব কিম্বা মানবীর বুকে ?
পবিত্র পিরীতি ভিত্তি নর-সমাজের
দাম্পত্যবন্ধন-জাত ; চরিতার্থতায়
প্রীতির, কি সুখ তাহা বুঝিব কেমনে !
নির্ম্মম সমাজ বাঁধি' ব্রহ্মচর্য্যডোরে
(অকাল বোধন যথা !)—দিলনা বুঝিতে
হায় কি অমিয়-শান্তি পীরীতি-মিলনে !
হা সমাজ-নেতৃবৃন্দ ! বাল বিধবারে
যেই ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালিবার তরে

দিয়াছ আদেশ, সাধি তোমাদের পদে
অনেক তোমরা তাহা করগো পালন!—
শিখাও গো ব্রহ্মচর্য্য অধম নারীরে!
'অথবা দুর্ব্বল বলি' রমণীর দলে
পদে পদে দলিতেছ,—ক্রীতদাসীপ্রায়
সমাজ-শাসন-দণ্ডে!—আত্ম-স্বাধীনতা
ল'য়ে কাড়ি' তা' সবার,—কঠোর বন্ধনে
বাধিয়াছ অবরোধে—স্বার্থ-সাধনের
যন্ত্র-রূপে! ফলে তা'র অনন্ত নরক—
অধীনতা-শৃঙ্খলিত বিজাতির পদে
সহস্র বর্ষেক প্রায়! এখনও কেন
ফিরিবারে অপ্রবৃত্তি আর্য্যের সন্তান,
আর্য্যের সন্তানরূপে! শিক্ষা-স্বাধীনতা
নরনারী-নির্ব্বিশেষে বিতর সকলে।
পুনঃ পুণ্যফলে পা'বে স্বাধীনতাধন-
চির আকাঙ্ক্ষিত ধন জীবের জগতে!
রমণীরও আছে আত্মা, আছে মনপ্রাণ!
ভুলিও না! ভুলি' পাপ করো না সঞ্চয়!
কিন্তু কহি কা'রে!—হায়, অবোধ-উন্মাদ
অন্ধ-ভ্রান্ত-প্রথা-দাস বঙ্গীয় সমাজ!
অঙ্গনার ব্যথা ব্যথী হ'বে কি তাহারা?
কি ক'ব বেদনা কত বহি অহরহঃ!
কি জানা'ব জ্বালা কত বহি নিরবধি!
কি বুঝা'ব কি নৈরাশ্য শ্মশান-বিকট

ঘিরি' রয় চারিধারে অহর্নিশ মোরে !
কত খেদ জাগি' উঠে নিশীথ শয্যায়
বিনিদ্র—জগৎ যবে পুণ্যের মিলনে
মধুর দাম্পত্যপ্রেমে রহে বিজড়িত !
কত যে নীরব অশ্রু ঝরে দু'নয়নে
দেখা'ব কাহারে হায় ! এইত এখন
পুণ্যময়ী শান্তিঅঙ্কে নীরব মধুর
দাম্পত্যজগৎ মগ্ন নীরব হরষে
পবিত্র ! হায় সে সুখে বঞ্চিতা বিধবা !
বিধাতঃ জগৎ কি গো তোমার সৃজন !
মূর্ত্তিমতী হতাশা কি গড়িবার সাধে
আদর্শ করেছ তুমি বাল-বিধবারে
বঙ্গের ! এ রঙ্গ তব দয়াময় নামে
ঢালে না কি কলঙ্কের বিকট কালিমা !
কে জানে ?—অধম নারী অবোধ-অজ্ঞান !
মনে হয় বৃথা তোমা' গঞ্জি পরমেশ !
মনুষ্য-সমাজ-বুকে ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞান
দিয়াছ যা'—দিয়াছ যা' ন্যায়নিষ্ঠা তা'রে,—
লঙ্ঘিয়া আদেশ তা'র, স্বার্থসিদ্ধিতরে
এ পাপ সমাজ সৃষ্ট ! কঠোর পীড়নে
পীড়িয়া দুর্ব্বলে ফল ভুঞ্জিতেছে সবে !—
কর্ম্মফল-হস্তে রাজ্য বিশ্ব বিধাতার !
ভুলিয়া সে কথা নর ক্রীড়ে ধরা 'পরে—
স্বার্থসাধনের ক্রীড়া !—মাতিয়া তাণ্ডবে !

ক্রীতদাস ক্রীতদাসী পাশ্চাত্য জগতে
লভিয়াছে মুক্তি সবে—মহাহৃদয়ের
সকরুণ আবেদনে কঠোর উত্তমে।
দয়াময়! কর দয়া!—মহান হৃদয়
একটী তেমতি আনি' এ বঙ্গ-প্রাঙ্গনে
উদ্ধার বিধবাগণে! করুণ রোদন
বাজে না কি বুকে তব করুণ-কোমল!
জ্বালাময়ী জীবনের বৈতরিণী-তটে
দিগন্ত বিস্তৃত ওই নৈরাশ্য-শ্মশান!
আকাঙ্ক্ষার চিতানল বিকট-ভীষণ
ধূ ধূ জ্বলিতেছে শুধু! উৰ্দ্ধ অধোদেশে
চারিধারে চিতাভস্ম উড়িছে পড়িছে
অনন্ত-দূরদিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরে
বিকট নির্জ্জন! হেথা সহানুভূতির
সান্ত্বনার ভাষাদানে নহে অগ্রসর
একটী ও নরনারী! আত্মীয়-স্বজন
পিতা মাতা ভ্রাতা সবে— (বর্ব্বর প্রথার
চির অনুগামী দাস!)—দূর দেশান্তরে!
নীরবে কাঁদিব বসি এ শ্মশানদেশে
দিগন্ত নির্জ্জনে হেন—আর কত দিন!
অন্তরে—বাহিরে—তৃষা—তৃষা মর্ম্মভেদী!
এস মৃত্যু—চির সখে! জুড়াও এ জ্বাল!

পরিশিষ্ট।

(দ্বন্দ্ব—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি—গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস।)

প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব।

নিবৃত্তির উক্তি।

অসার স্বপন-সম,— অসার সংসার-খেলা ;
সকলি রে অসার এভবে !—
মায়ার পুতুল মোরা, হাসি কাঁদি মোহাবেশে—
দু'দিনের তরে আসি সবে !—
এই আছি এই নাই !— অনিত্য জীবন-বিম্ব !—
অসার এ মোহের স্বপন।
এ অসার ধূলা-খেলা, খেলিব রে কতদিন ?—
ভাঙ্গিবেনা ঘুম কি কখন ?
ও হাসিটী ভালবাসি— বলিয়া, আসক্তি ডোরে—
বাঁধা আর র'ব কতকাল ?
ও হাসি চাহনি তা'র, রহিবে রে কতকাল ?—
দু'দিনে ত ফুরা'বে সকল !
গোলাপ-কুসুম ফুটি,' উজলে উদ্যান তব
ঝ'রে পড়ে পাপড়ি তাহার !
ফুটিল দু'দিন তরে, দু'দিনে ত মিলাইল !—
কি রহিল বল আর তা'র ?—

পরম-সচ্চিদানন্দ— সাগরের জলে মোরা
বিম্ব-মাত্র মুহূর্ত্তের তরে !
কভু ভাঙ্গি—কভু গড়ি, মোহ-বায়ু যতক্ষণ
অণুমাত্র নিবসে অন্তরে।
সে আমার—আমি তা'র,— এ মোহ ঘুচেনা কেন ?—
কেন থাকি তা'র মুখ চেয়ে ?—
'আমার—আমার' বলি,'— লই কোলে সন্তানেরে ;
হাসি কত তা'রে কোলে পেয়ে !—
"আমার—আমার" ব'লে— যাহাদেরে ভাবি সদা,—
তাহাদের কেহ যদি মরে,—
অমনি কাঁদিয়া উঠি শোকের আবেগ ভরে !—
আঁখি-জল সদা কত ঝরে !—
পাগলের মত হাসি। পাগলের মত কাঁদি !
পাগলের মত ভাবি মনে !—
পাগলের খেলা খেলি'— কাটাই জীবন সদা,—
হায় মোরা মোহের স্বপনে !—
একই সাগর-জলে জনম ত সবাকার !
একই সাগরে মোরা লয় !—
তথাপি মোহের ভরে, কাহাকে আপনা বলি,—
কাহাকে বা পর মনে হয় !
এ বড় বিষম খেলা, এ বড় বিষম লীলা !—
লীলাময় সে মহাসাগর !—
নিষ্ক্রিয়, তথাপি সদা, করিতেছে ক্রিয়া কত !
উচ্ছ্সিছে আনন্দ-লহর !

(১ম) প্রবৃত্তির উক্তি ।

অসার এ ছায়াবাজি যদি বুঝিয়াছ স্থির !
কর তবে আত্মবলিদান—
এ সংসার-হিত-যজ্ঞে । আপনা পাসরি' ভাই,
সাধি যাও সবার কল্যাণ ।
কর্ম্মক্ষেত্রে বিধাতার অলস বৈরাগ্যভরে
বসিয়া থাকিতে আসা নয় ।
হৃদয়ের কাণে কাণে বিধিব যা' আজ্ঞাবাণী,
বিবেক তা'—বলি' মনে হয় ।
আজ্ঞাবাণী-অপালনে পাতক জনমে নরে ;
বিশৃঙ্খলা জনমে সমাজে ।
সংসারে—সংসারী সাজ ;— আলস্য-ভীরুতা-পাপে
দুঃখ-জ্বালা নাচে ধরা মাঝে ।
নিশ্চেষ্ট বৈরাগ্যভবে অলসতা মহাপাপ
বিধাতার চোখে গণনীয় ;—
তা'র ফলে ভারতের হের কি দুর্দ্দশা ঘোর !
ত্যজি' তাহা, হও বরণীয় !
হও আত্ম-বলীয়ান, কর এ সংসারে কাজ ;
স্নেহ দয়া মিছে হৃদে নয় ।
পত্নী পুত্র পরিজনে পিতা মাতা গুরু সবে,
প্রীতি-ডোরে যেই বাঁধা রয়,

জনম ভূমির কিম্বা শৃঙ্খল মোচন তরে
করে যেই আত্ম-বিসর্জ্জন,
অথবা দুর্ব্বল 'পরে অত্যাচার হেরি' ঘোর,
করে যেই অশ্রু-বিমোচন,
অধম সেজন নহে। বিধাতার আজ্ঞা পালি'
সেইজন মানবে দেবতা!
পবিত্র প্রীতির ভরে দুঃখক্লেশবিমোচনে—
হ'ক সব মানবে একতা।

(২য়) প্রবীণের উক্তি।

উদার বিশাল বিশ্ব— উদার বিশাল মনঃ
হ'ক তব!—ভালবাস সবে।
ভালবাসা—ধর্ম্ম—পুণ্য! শত্রু মিত্র আত্মপরে—
সমচক্ষে দেখ সবে ভবে।
নিজ সুখ-দুঃখ-কথা ভুলে যাও একেবারে
খাট শুধু—পরহিত তরে:—
অত্যাচারে-প্রপীড়নে কাঁদে দেশ—কাদে নর—
দুঃখ-রোগ-দারিদ্র্যের ভরে!
স্বর্গ চাও?—স্বার্থত্যাগ কর সদা পর তরে।
আত্মোৎসর্গ—স্বরগ-সোপান!
মুক্তি চাও? ভালবাস ক্ষুদ্র বা মহৎ সবে।
তাহে মুক্তি—বিধির বিধান!

বিশেষতঃ যাহাদের ভার আছে তব 'পরে,
সেই পত্নী-পুত্র-পরিজনে
কেননা বাসিবে ভাল ? তাহাদের তরে সদা
না খাটিবে কেন প্রাণপণে ?
সমগ্র সমাজ-ভার, সমগ্র দেশের ভার,
কিম্বা বিশ্ব ধরিত্রীর ভার,
বুঝ যদি মনে মনে অর্পিত তোমার 'পরে,
কাজ নাই তোমার সংসার ;—
মায়ার বন্ধন তব ছিঁড়ে ফেল একে একে
কাজ কি গো তব পরিজন ?
একটী নারীর তরে সংসারে রয়ো না বাঁধা ! —
ছিঁড়ে ফেল প্রণয়-বন্ধন !

মুদ্রাঙ্কন-ব্যস্ততার

ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	২১	পশ্বাধিক	পশ্বধিক
৫৯	২৪	একার্য্যে কেন কুমতি	এ কুকার্য্যে কেন মতি
১২৫	২	আর্য্যাভিমানিনী	আর্য্য-অভিমানী
১২৫	১৮	চ্যুত-বুকে	চূত-বুকে
১৩০	২২	জ্বাল	জ্বালা

গদ্যে অমৃত !!!

দাম্পত্য-চিত্র প্রণেতার সরস গদ্য-কাব্য

নিভৃতকুঞ্জে সমাজতত্ত্ব।

১ম খণ্ড—বৌ, কথা কও!

২য় খণ্ড—কু উঃ!

৩য় খণ্ড—চোখ্ গেল!

৪র্থ খণ্ড—গৃহস্থের খোকা হ'ক।

৫ম খণ্ড—ফট্-ইক্ জল!

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। ইতি—

শ্রীপ্রকাশক।